

## প্রস্তুতিপ্রসঙ্গ

কবি জীবনানন্দ দাশ এবং একালের তরুণকবি জয় গোস্বামী বর্তমান সংকলনের ছই প্রাপ্তসীমা। সকলেই মানবেন অধৃশ্টকের এই সময়সীমায় বাংলা কবিতা নতুন নতুন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে—ভাষার প্রকাশসীমানা প্রসারিত হতে হতে দিগন্ত স্পর্শ করেছে। এখন আমাদের মনন-চর্চায় দর্শন, উপন্যাস, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের তুলনায় কবিতার প্রাসঙ্গিকতা কিছু কম নয়।

একালের কবিতার বৈচিত্র্য ও গভীরতা একটি সংকলনের পরিসরে পরিমাপ করা সন্তুষ্ট নয়। সে চেষ্টাও আমরা করিনি। আমাদের সংকলনের বাইরে অনেক উজ্জ্বল কবি রয়ে গেলেন। আমাদের যেটা উদ্দেশ্য তা হল নির্বাচিত শতকে কবির মাধ্যমে ৫০ বছরের কবিতার একটি প্রবাহ পাঠকের সামনে তুলে ধরা। ঘাট না থাকলে যেমন নদীর প্রবাহ বোৰা যায় না, দশক শতকও আমরা অমুরূপভাবেই ব্যবহার্য মনে করি। সংকলনের সূচীপত্রে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত কবিরা বয়সের ধারাবাহিকতায় বিন্যস্ত। দশকের ভাগটা প্রথম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ষাটের দশকের স্থূচক কবি গৌরাঙ্গ ভৌমিক থেকে। তেমনি আরেকটা ভাগ স্পষ্ট হয়েছে সত্ত্বর দশকের নির্মল বসাক থেকে। কারণ দুটি ক্ষেত্রেই বয়সের ধারাবাহিকতা বিপ্লিত।

কবিতা চেয়ে যে-কবিদের মুখোমুখি হয়েছিলাম তাদের প্রতি উৎস কৃতজ্ঞতা। আর যে-সব কবির অভ্যন্তর নেবার আগেই সংকলন দিনের আলোর মুখ দেখল, তাদের মার্জনা পূর্বাহুই যাচ্ছে করে রাখি। শুভমস্তু।

দিনেশ দাস  
রমাপ্রসাদ দে



## আধুনিক কবিতার কালপঞ্জি

- ১৪২১ প্যারিসে বোদলেয়ারের জন্ম
- ১৪৪২ প্যারিসে স্ত্রীফান মালার্মের জন্ম
- ১৪৪৩ ৩৬ বছর উম্মাদ অবস্থায় কাটিয়ে হেল্ডার্লিনের মৃত্যু
- ১৪৪৪ জেরার্ড ম্যানলি হপ্পকিল্সের জন্ম
- ১৪৪৬ এডগার এলান পো : *A Philosophy of Composition*
- ১৪৪৮ মার্ক্স ও এঙ্গেলস : *Manifesto of the Communist Party*  
হাইনে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত  
পো: *The Poetic Principle*
- ১৪৪৯ ৪০ বৎসর বয়সে পো-র মৃত্যু
- ১৪৫৩ জেরার দ্য নের্ভাল তৃতীয়বার উম্মাদ
- ১৪৫৪ শালভিল শহরে আর্তুর র্যাবোর জন্ম
- ১৪৫৫ হাইটম্যান : *Leaves of Grass*  
নের্ভাল এক সরাইখানায় গলায় দাঁড়ি দিয়ে মরলেন
- ১৪৫৬ পার্যারিসে হাইনের মৃত্যু  
ফ্রায়েডের জন্ম
- ১৪৫৭ বোদলেয়ার : *Les Fleurs du mal* ( ক্রেজ কুস্ম )—বারোটি  
কবিতা। সম্পূর্ণ সংস্করণ ১৪৬৮
- ১৪৬১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম
- ১৪৬২ ফরাসী চিত্রকলায় ইমপ্রেশনিজমের সূচনা
- ১৪৬৫ উইলিঅম বাটলার ইয়েটসের জন্ম ডাবলিনে
- ১৪৬৭ কাল মার্ক্স : *Das Capital*  
বোদলেয়ারের মৃত্যু
- ১৪৬৯-৭৩ র্যাবোর কবিতা। ১৪৭৩-এ শেষ করেন *Une Saison En Enfer*
- ১৪৭০-৭৪ মালার্মে প্যারিসের ‘লিসে’তে শিক্ষকতা করছেন
- ১৪৭১ র্যারো প্যারিসে।  
পল ভালেরির জন্ম

- ১৪৭৩ ভেলে'ন গুলি করলেন রঁ্যাবোকে । কবিজ্ঞতে লাগল । ভেলে'নের  
দু'বছরের জেল
- ১৪৭৪ রঁ্যাবো কবিতা লেখা বন্ধ করে দ্রমশের জীবন বেছে নিলেন  
প্যারিসে প্রথম 'ইমপ্রেশনিস্ট' প্রদর্শনী  
মালার্মে : La Derniere Mode
- ১৪৭৫ প্যারিসে রাইনের মারিয়া রিলকে-র জন্ম
- ১৪৭৯ আইনস্টাইনের জন্ম
- ১৪৮০ রঁ্যাবো আফ্রিকায়  
আলেকজাঞ্চার বুকের জন্ম  
রোমে গৌরোম আপলিনের জন্ম নিলেন
- ১৪৮১ হয়ান রামোন হিমেনেথের জন্ম আল্দালুশিয়ার মোগের শহরে  
লাফর্গের মৃত্যু ছন্দের প্রবর্তন ( ১৮৮১-৮৬ )
- ১৪৮৪ পল ভেলে'ন : Les poetes maudits ("অভিশপ্ত কবিরা"—  
রঁ্যাবো ও মালার্মে সম্পর্কিত )
- ১৪৮৫ আমেরিকার ইডাহো স্টেটের অস্তর্গত হেলিতে এজরা লুমিস  
পাউণ্ডের জন্ম  
ডি. এইচ লরেন্সের জন্ম
- ভিস্টর উগোর মৃত্যু  
কিউবিজমের জন্ম ( ১৮৮৫-৮৭ )
- ১৪৮৬ গট্টফ্রিড বেনের জন্ম ম্যানসফিলডে ।  
গৃন্থাভ কান, জাঁ মরেসাস ও পল আদি কত্ত'ক 'সিম্পলিস্ট' পর্যবেক্ষক  
পরিচালনা  
রঁ্যাবোর রচিত মৃত্যুছন্দের ( vers libre ) কবিতা । কবিতাগুলো  
১৪৭৩-এর আগে লেখা
- ১৪৮৭ মালার্মে : Poe'sis ( ১৯৬২ থেকে লেখা কবিতাবলী )  
স্যাঁ-ঘন পেসে'র জন্ম  
গ্রাকুল-এর জন্ম  
ইয়েলেস ও আনেস্ট রীস-এর 'রাইমাস' ক্লাব' স্থাপন  
লাফর্গের মৃত্যু
- ১৪৮৮ টি এস এলিঅটের জন্ম

- ১৮৮৯ মালার্মে-কৃত পো-র কবিতার অনুবাদ  
 হেনরি বের্গস<sup>১</sup> : *Essai sur les données immédiates de la conscience*  
 ভালোরির প্রাথমিক কবিতাগুচ্ছ ( ১৮৮৯-৯৩ )—এরপর ১৯১৭  
 পর্যন্ত তিনি আর লিখলেন না
- ১৮৯০ আর্থার সিমনস<sup>২</sup> : *The Symbolist movement in Literature*  
 বৃক্ষে গুরুত্ব চালিয়ে ভ্যান গ<sup>৩</sup>’র আশ্চর্যজনক  
 পাঞ্জেরনাকের জন্ম
- ১৮৯১ র্যাবোর মৃত্যু  
 গোগ্যাঁ তাহিতি দ্বীপে  
 ভালোরি মালার্মের সঙ্গে দেখা করলেন
- ১৮৯৩ মায়াকভিস্কর জন্ম
- ১৮৯৪ ইংরেজ কাব্যে প্রতীকিতার আরম্ভ  
 অবসরপ্রাপ্ত মালার্মে ইংল্যাণ্ডে বস্তুতা দিলেন  
 ই. ই. কার্মান্সের জন্ম
- ১৮৯৫ পল এল্যুআরের জন্ম। ইয়েটস : Poems.  
 মেজানের স্টিল লাইফ পর্যায় ( ১৯০০ পর্যন্ত )
- ১৮৯৬ প্যারিসে ভেলেনের মৃত্যু  
 গোগ্যাঁ তাহিতি দ্বীপে আশ্চর্যজনক চেষ্টা করলেন  
 জেনোয়ার উজ্জ্বিনি ও মনতালের জন্ম
- ১৮৯৭ মালার্মে : *Divagations* ( ১৮৬৪ থেকে লেখা গদ্যকাবিতা  
 এবং কবিতা সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন )  
 লুই আরাগ<sup>৪</sup>’র জন্ম।
- ১৮৯৮ মালার্মে’র মৃত্যু।  
 আপলিনের ও স্যাঁ-বন পেস<sup>৫</sup> প্যারিসে এলেন
- ১৮৯৯ স্পেনের গ্রানাদার কাছে ফোএতে ভাকেরোস শাস্তি ক্ষেদারকো  
 শার্যাধিকার জন্ম  
 বাংলাদেশের বরিশালে জীবনানন্দ দাশের জন্ম  
 ফিলিপে রাশিয়ায়
- ১৯০১ সালভাতোরে কোর্সাজিমোদোর জন্ম

- ১৯০১ সুধীল্প নাথ দত্তের জন্ম  
অমিয় চক্রবর্তীর জন্ম
- ১৯০২ রাফারেল আলবের্ট'র জন্ম  
রিলকে প্যারিসে রাদীর সংস্পর্শে' এলেন
- ১৯০৪ পাবলো নেরুদার জন্ম  
লেভি গ্রেগরি ও ইরেটেস ডাবলিনে 'অ্যাবি থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা  
করলেন  
সি. ডি. লুইসের জন্ম  
প্রেমেল শিল্প জন্ম
- ১৯০৫ গীষম আপলিনের ও পাবলো পিকাসোর মধ্যে বন্ধুত্বের সূচনাত  
ফ্রয়েড : Three Contributions to the theory of Sex  
আপেক্ষিকতার প্রথম বিবৃতি প্রকাশ করলেন আইনস্টাইন
- ১৯০৭ ড্রু. এইচ. অডেনের জন্ম  
রনে শার জন্ম
- ১৯০৮ আপলিনের : L'Enchanteur Pourrissant ( পচতে থাকা  
যাদুকর )  
বৃক্ষদেব বসুর জন্ম
- ১৯০৯ মিলানে ফিলিপ্পো মারিনেন্টির Futurist Manifesto প্রকাশ  
স্টিফেন স্টেপণারের জন্ম  
বিশ্ব দে ও অরূণ ঘিরের জন্ম
- ১৯১০ জার্মান প্রকাশবাদ ( expressionism )—১৯২০ পর্যন্ত
- ১৯১১ সংজ্ঞা-ঘন পেস' : Eloges  
ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের জন্ম
- ১৯১২ এজরা পাউগের উদ্যোগে আমেরিকার 'পোর্যেট' পত্রিকায়  
রবীন্দ্রনাথের কৰ্বতা প্রকাশ  
ইওনেস্কোর জন্ম  
মায়াকভ্রিক ভবিষ্যদ্বাদী ঘোষণাপত্রের ( জনর্ণচির মুখে  
থাপ্পর ) প্রকাশ  
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী  
স্থানান্তর  
উগারেন্ট ইঞ্জিন্ট ছেড়ে প্যারিসে চলে এলেন—আপলিনের তাঁর  
বন্ধু হ'ল  
বেন : Morgue

- ১৯১৩ রবীন্দ্রনাথের নোবল পুরষ্কার লাভ  
 এজরা পাউল্ড ও টি. ই. হিউমের নেতৃত্বে ইমেজিস্ট আন্দোলন  
 প্রথম চৌধুরীর 'স্বৰ্জপত্র' প্রকাশ  
 এল্যুআরের প্রথম কবিতাগুচ্ছ  
 আপলিনের : Alcools (Zone-এর অনূবর্ত্তি)
- ১৯১৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ  
 উগারেন্টি ইটালিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন  
 ট্রাক্ল-এর মৃত্যু  
 ডিলান টমাসের জন্ম
- ১৯১৫ বার্লিনে ভারত স্বাধীনতা কর্মটির সংগঠন  
 গাঙ্কীর নেতৃত্বে প্রথম সতাগ্রহ আন্দোলন
- ১৯১৬ জুরিখে দাদাবাদের প্রতিষ্ঠা
- ১৯১৭ রংশ বিপ্লব ও বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল  
 ভালোরি : La Jeune Parque (তরণী নিয়ন্ত্রণ)
- ১৯১৮ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান (১১ই নভেম্বর)  
 আপলিনের : L'Esprit nouveau et les Poetes (নতুন  
 চেতনা ও কবিতা'—বক্তৃতা )  
 আপলিনের : Calligrammes  
 ইনঞ্জুয়েঝায় আপলিনের মারা গেলেন
- ১৯১৯ গিলেন কবিতা লেখা শুরু করলেন  
 উগারেন্টি : L'allegria  
 জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড  
 প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের 'স্বর' উপাধি প্রতাখ্যান  
 রঘু'র অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ La declaration pour  
 l'indipendence de l'esprit-এ স্বাক্ষর করলেন
- ১৯২০ ভালোরি : Album des vers anciens.
- ১৯২১ গার্থিআ লরকা : Libro de poems  
 ভালোরি : Charmes  
 আলেকজাগার ব্রকের মৃত্যু
- ১৯২২ টি. এস. এলিআট : The West Land  
 প্রস্তর মৃত্যু  
 গার্থিআ লোরকা : Poema de cante jondo  
 ভালোরি : Charmes
- ১৯২৪ প্রথম স্বীরেআলিশ ঘোষণাপত্র (আন্দে রত্তো)  
 এল্যুআর : Mourir de ne pas mourir

- ১৯২৪ আলবের্তি : Marinero en tierra  
 গার্থথিআ লোরকা : Canciones  
 Revolution surrealistes পঞ্চকা প্রকাশ  
 স্যাঁ-অন পেস' : Anabase
- ১৯২৫ এজনা পাউও : Cantos
- ১৯২৬ রিলকের মৃত্যু  
 এল্যুআর : Capital de la douleur
- ১৯২৭ টি. এস. এলিঅট বৃটিশ নাগরিকত্ব নিলেন  
 বেন : Gesammelte Gedichte I
- ১৯২৮ মনতালে : Ossi di Seppia  
 আলবের্তি' : Sobre los ángeles  
 গিলেন : Ca'ntico  
 গার্থথিআ লোরকা : La imagen poética en Don Luis de Gongora (বঙ্গী, ছাপা হয় ১৯৩২-এ)
- ১৯২৯ গার্থথিআ লোরকা নিউইয়র্কে এসেছেন : কাব্যগ্রন্থ Poeta en Nueva York-এর জন্য কবিতা লেখা চলছে।  
 ( বইটি তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪০-এ প্রকাশিত হয় )  
 এল্যুআর : L'amour la poésie
- ১৯৩০ প্যারিসে ভালোর দেখা করলেন রবীন্দ্রনাথের সাথে  
 ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর উদ্যোগে প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের চিন্ত-  
 প্রদর্শনী  
 জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একক ইংরেজ কবিতা The child  
 রচনা করলেন  
 রবীন্দ্রনাথের রাশিয়াভ্রমণ
- ১৯৩১ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় 'পরিচয়' পঞ্চকা প্রকাশ
- ১৯৩২ কাব্যসংকলন : New Signature ( অডেন, সিসিল ডে  
 লুইস, টার্ফেন স্পেগোর, লুই ম্যাকনিস প্রমুখের কবিতা )  
 রবীন্দ্রনাথ : পুনর্ভ  
 এল্যুআর : La Vie immediate
- ১৯৩৩ এফগেনি এফতুশেংকোর জন্ম
- ১৯৩৪ দ্বিতীয় সুরেআলিঙ্গন ঘোষণাপত্র ( বর্তো )
- ১৯৩৫ বৃক্ষদেব বসুর 'কবিতা' পঞ্চকাৰ প্রকাশ

- ১৯৩৫ গারথিআ লোরকা Llanto por Ignacio Sa'ncchez Mejias ( ইগনাথও সানচেথ মেইজাসের উদ্দেশে শোকগাথা )  
 উগারেন্টি : Sentimento del tempo  
 সুধীন্দনাথ দত্ত : অর্কেষ্ট্রা
- ১৯৩৬ স্পেনের গৃহস্থকে গারথিআ লোরকা নিহত  
 বেন : Angevahlte Gedichte  
 লু শুনের মৃত্যু  
 জীবনানন্দ : ধূসর পাণ্ডুলিঙ্গ
- ১৯৩৮ ভালেরি Introduction a La poétique  
 বিষ্ণু দে : চোরাবালি  
 অঘয় চক্রবর্তী : খসড়া  
 দিনেশ দাসের ‘কাণ্ঠে’ কবিতা প্রকাশিত হল। অগ্রজ কবিদ্বয়  
 সুধীন্দনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে কবিতাটির ‘এ ঘৃণের চাদ হল কাণ্ঠে’  
 উদ্ধৃতি দিয়ে দৃঢ়ি কবিতা লিখলেন
- ১৯৩৯ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ  
 ইয়েটসের মৃত্যু  
 মনতালে : Le occasioni
- ১৯৪০ সঁা-ঝন পেস্র যুক্তরাষ্ট্রে এলেন  
 সুভাষ মুখোপাধ্যায় : পদাতিক.
- ১৯৪১ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু
- ১৯৪২ লুই আরাগ় : Les Yeux d'Else  
 সঁ্যা-ঝন পেস্র : Exile  
 জীবনানন্দ ; বনলতা সেন  
 কোয়াজিমোদো : Ed e subito sera  
 ইগর স্ট্রাইন্সিক : Peotics of Music
- ১৯৪৪ আলবের্ট : Poesia ( ১৯২৪-১৯৪৪ )  
 টি এস, এলিঅট : Four Quartets  
 জীবনানন্দ : মহাপৃথিবী
- ১৯৪৫ পারিসে ভালেরির মৃত্যু  
 বাংলায় ‘তেভাগা’ আন্দোলন শুরু
- ১৯৪৬ প্রেভের : Paroles ( কথা )
- ১৯৪৭ ভারতের খণ্ডত স্বাধীনতা  
 রনেশার : Le poeme pulve“rise“  
 বিষ্ণু দে : সন্দীপের চর

- ১৯৪৮ মহাআগান্ধী নিহত'  
 ব্ৰহ্মদেৱ বসু : An Acre of Green Grass.  
 বিষ্ণু দেৱ সাহিত্যপত্ৰেৰ প্ৰকাশ  
 জীবনানন্দ : সাৰ্টট তাৱাৰ তিমিৱ
- ১৯৫০ ৱতোঁ : Anthologie de l'humour noir
- ১৯৫২ এল্যু-আৱেৰ মৃত্যু
- ১৯৫৪ ১৪ অক্টোবৰ সন্ধ্যাবেলা বালিগঞ্জে প্ৰাম দৃষ্টি টনায় জীবনানন্দ  
 আহত হন এবং ২২ অক্টোবৰ রাত্ৰি ১১টায় শঙ্কুনাথ পাণ্ডিত  
 হাসপাতালে মারা যান  
 নীৱেলন্দনাথ চক্ৰবৰ্তী : নীল নিৰ্জন
- ১৯৫৬ হিমেনেথেৰ নোবল পুৱন্ধ্বার লাভ
- ১৯৫৭ সংযো-ঝন পেস' : Amers  
 সুধীলন্দনাথ দত্ত : কুলায় ও কালপুৰুষ ( প্ৰবন্ধ )  
 অৱল মিত্র : উৎসেৱ দিকে  
 সুভাষ মুখোপাধ্যায় : ফুল ফুটুক
- ১৯৫৮ পুয়েতে'রিকোয় হিমেনেথেৰ মৃত্যু
- ১৯৬০ সংযো-ঝন পেস' : Chroniques ( বৃত্তান্ত )  
 প্ৰেমেন্দ্ৰ মিত্র : হৱিণ চিতা চিল  
 সুধীলন্দনাথ দত্তেৰ মৃত্যু

## সূচীপত্র

কাবি	জন্মবর্ষ	পত্রাঙ্ক
জীবনানন্দ দাশ	১৮৯৯	১
সুধীনন্দনাথ দত্ত	১৯০১	১২
অমিয় চক্রবর্তী	১৯০১	১৪
মনোশ ঘটক	১৯০১	২০
প্রেমেন্দ্র মিশ্র	১৯০৪	২৪
অজিত দত্ত	১৯০৭	৩১
বৃদ্ধদেব বসু	১৯০৮	৩২
বিষ্ণু দে	১৯০৯	৩৪
সঞ্জয় ভট্টাচার্য	১৯০৯	৪৩
অরুণ মিশ্র	১৯০৯	৪৩
অশোকবিজয় রাহা	১৯১০	৪৭
বিমলচন্দ্র ঘোষ	১৯১০	৪৮
দিনেশ দাস	১৯১৩	৫০
সমর সেন	১৯১৬	৫৫
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	১৯১৮	৫৮
মনীন্দ্র রায়	১৯১৯	৬০
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	১৯২০	৬১
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৯২০	৬৭
সত্তেষকুমার ঘোষ	১৯২০	৭০
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়	১৯২০	৭১
নরেশ গুহ	১৯২৪	৭৪
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১৯২৪	৭৫
জগমাথ চক্রবর্তী	১৯২৪	৭৯
শ্বাম বসু	১৯২৫	৮১
সুকান্ত ভট্টাচার্য	১৯২৬	৮২
কৃষ্ণ ধর	১৯২৬	৮৫
লোকনাথ ভট্টাচার্য	১৯২৭	৮৭
ময়হারুল ইসলাম	১৯২৭	৮৮

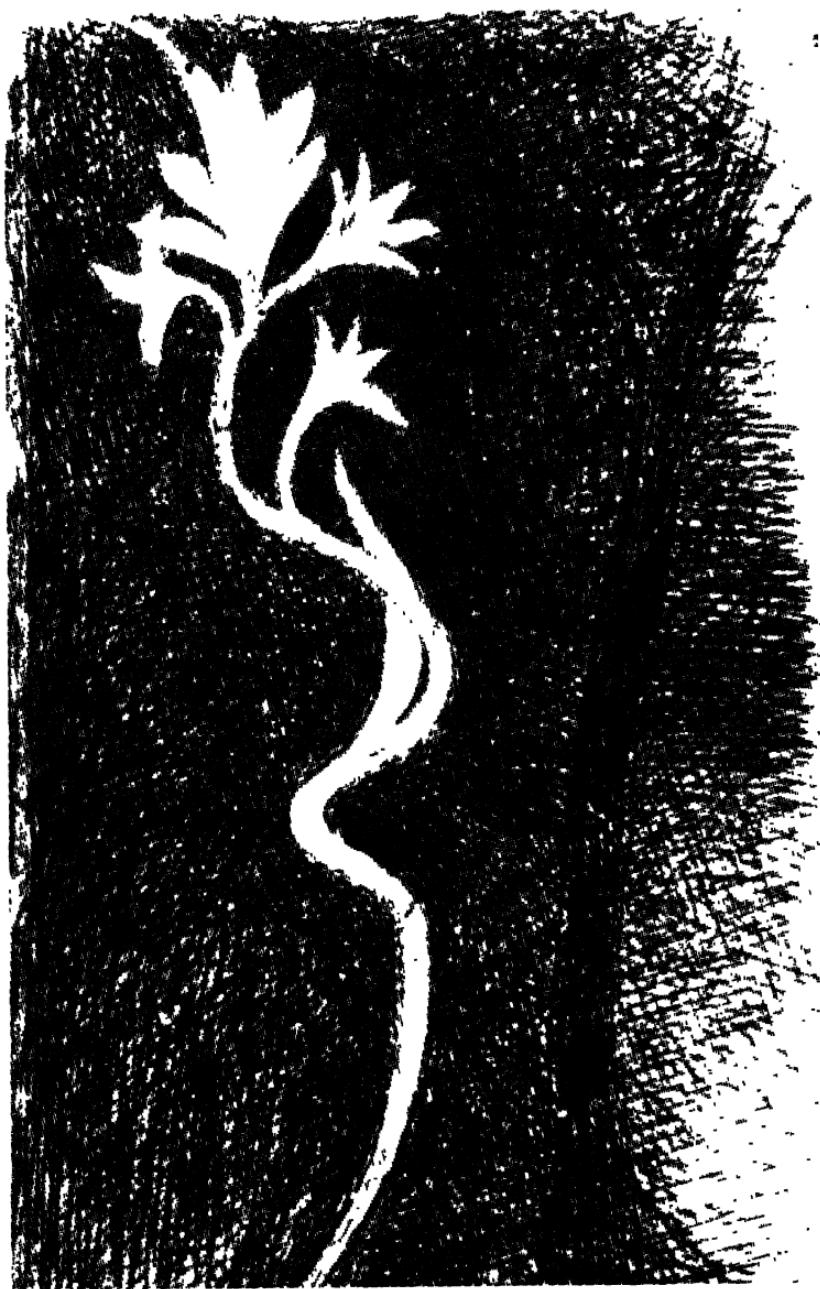
কৰ্ব	জন্মবৰ্ষ	পঞ্চাঙ্ক
অর্বাচল গুহ	১৯২৪	৯০
শামসূর রাহমান	১৯২৯	৯১
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়	১৯৩১	৯৭
সুনীল বসু	১৯৩০	৯৮
কৰিতা সিংহ	১৯৩১	৯৯
শঙ্খ ঘোষ	১৯৩২	১০১
আলোক সরকার	১৯৩২	১০৫
পুর্ণেন্দু পত্রী	১৯৩২	১০৫
আনন্দ বাগচী	১৯৩৩	১১৩
নির্খলকুমার নন্দী	১৯৩৩	১১৪
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	১৯৩৩	১১৫
শঙ্কু চট্টোপাধ্যায়	১৯৩৩	১১৯
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৩৪	১২৪
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	১৯৩৫	১৩৪
বিনয় মজুমদার	১৯৩৫	১৩৫
অমিতাভ দাশগুপ্ত	১৯৩৫	১৩৬
আল মাহমুদ	১৯৩৬	১৩৮
দেবীপ্রসাদ বল্দ্যোপাধ্যায়	১৯৩৬	১৪৩
দিব্যেন্দু পালিত	১৯৩৬	১৪৪
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত	১৯৩৬	১৪৫
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়	১৯৩৬	১৪৬
গৌরাঙ্গ ভৌমিক	১৯২৯	১৪৭
শিশির ভট্টাচার্য	১৯৩২	১৪৮
মায়া বসু	১৯৩৩	১৪৮
সাধনা মুখোপাধ্যায়	১৯৩৪	১৫০
রবীন সুর	১৯৩৪	১৫১
তুষার রায়	১৯৩৫	১৫১
সামসূল হক	১৯৩৬	১৫২

কবি	জন্মবর্ষ	প্রাপ্তি
রঞ্জেশ্বর হাজরা	১৯৩৬	১৫০
বাসুদেব দেব	১৯৩৬	১৫৪
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত	১৯৩৭	১৫৫
বিজয়া মুখোপাধ্যায়	১৯৩৭	১৫৬
তুলসী মুখোপাধ্যায়	১৯৩৭	১৫৭
মতি মুখোপাধ্যায়	১৯৩৭	১৫৭
মণিভূষণ ভট্টাচার্য	১৯৩৮	১৫৯
অশোক চট্টোপাধ্যায়	১৯৩৯	১৬১
আনন্দ ঘোষ হাজরা	১৯৩৯	১৬২
উত্তম দাশ	১৯৩৯	১৬৩
পৰিগ্ৰহ মুখোপাধ্যায়	১৯৪০	১৬৪
দেবী রায়	১৯৪০	১৬৫
কেতকী কুশারী ডাইসন	১৯৪০	১৬৭
পৃষ্ঠকর দাশগুপ্ত	১৯৪১	১৬৯
কমল তরফদার	১৯৪১	১৭০
রমাপ্রসাদ দে	১৯৪২	১৭১
শান্তনু দাস	১৯৪২	১৭২
মশুষ দাশগুপ্ত	১৯৪২	১৭৫
সজল বন্দেয়াপাধ্যায়	১৯৪২	১৭৬
সন্তোষ চক্রবর্তী	১৯৪৩	১৭৭
রফিক আজাদ	১৯৪৩	১৭৮
আবদুল মানান সৈয়দ	১৯৪৩	১৮০
বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত	১৯৪৪	১৮১
কালীকৃষ্ণ গুহ	১৯৪৪	১৮২
শামসের আনোয়ার	১৯৪৪	১৮৩
নির্বল বসাক	১৯৩২	১৮৫
প্ৰদীপ রায়চৌধুৱৰী	১৯৪২	১৮৬
বৰ্জ চট্টোপাধ্যায়	১৯৪২	১৮৬

কৰ্ব	জন্মবৰ্ষ	পদ্ধতি
ব্ৰথীন সেনগুপ্ত	১৯৪২	১৮৭
সত্যাদেশ আচাৰ্য	১৯৪৪	১৮৮
পঞ্জীজ সাহা	১৯৪৬	১৮৯
সুশীল পাঁজা	১৯৪৬	১৯০
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৭	১১১
মুৰত কুন্দ	১৯৪৭	১৯২
অভিজিৎ ঘোষ	১৯৪৮	১৯৩
শ্যামলকান্তি দাশ	১৯৫১	১৯৪
মুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৫১	১৯৪
কৱণাপ্রসাদ দে	১৯৫২	১৯৫
চেনহলতা চট্টোপাধ্যায়	১৯৫৪	১৯৬
দাউদ হায়দার	১৯৫৫	১৯৭
ব্ৰত চক্ৰবৰ্তী	১৯৫৫	১৯৮
জয় গোস্বামী	১৯৫৬	১৯৯

সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী  
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,  
অস্তগামি-ভান্ত প্রভা-সদৃশ বিতরি  
ভাবের সংসারে তার স্বর্ণ-কিরণ ।  
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে  
অরণ্যে কুস্তি ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ;  
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে  
পারিজাত কুস্তির রম্য পরিমলে ;  
মরুভূমে — তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে  
বহে জলবত্তী নদী ঘৃত কলকলে ।

— মধুসূন দন্ত



ରେଣ୍ଡନାଥ ଠାକୁର ଅଙ୍କିତ

## জীবনাত্মক দাশ ( ১৮৯৯ )

### মৃত্যুর আগে

আমরা হে'টেছি যারা নিজ'ন খড়ের মাঠে পটুষসক্ষ্যায়,  
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল  
কুয়াশার ; কবেকার পাড়াগাঁর মেঘেদের মতো যেন হায়  
তারা সব ; আমরা দেখেছি যারা অঙ্ককারে আকল্দ ধূলুল  
জোনাকিতে ভ'রে গেছে ; যে-মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে  
চুপে দাঁড়ায়েছে টাদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে ;

আমরা বেসেছি যারা অঙ্ককারে দীর্ঘ শীত রাত্তিটৈরে ভালো,  
খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুঞ্চরাতে ডানার সঞ্চার :  
পুরোনো পেঁচার প্রাণ ; অঙ্ককারে আবার সে কোথায় হারালো !  
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ, মাঠে-মাঠে ডানা ভাসাবার  
গভীর আহলাদে ভরা ; অশ্বের ডালে-ডালে ডাকিয়াছে বক ;  
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিহৃত কুহক ;

আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত  
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্ব নলীল জ্যোৎস্নার ভিতরে,  
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত,  
সন্ধ্যার কাকের মতো আকৃক্ষণ্য আমরা ফিরেছি যারা ঘরে ;  
শিশুর মুখের গুণ্ঠ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ  
আমরা পেয়েছি যারা ঘূরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস ;

দেখেছি সবুজ পাতা অঞ্চাগের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,  
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,  
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মার্খিয়াছে খুদ,  
চালের ধূসর গাঢ়ে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে বরেছে দু-বেলা

## জৈবনানন্দ দাশ

নিজ'ন মাছের ঢাখে ; পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার অঁধারে  
পেয়েছে ঘুমের ঘাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,  
বেতের লতার নিচে চড়্যের ডিম ঘেন নীল হ'য়ে আছে,  
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,  
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়্যাছে ;  
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ—বৈশাখের প্রাঞ্চরের সবুজ বাতাসে ;  
নীলাভ নোনার বৃক্ষে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে ;

আমরা দেখেছি যারা নির্বিড় বটের নিচে লাল-লাল ফল  
প'ড়ে আছে ; নিজ'ন মাঠের ভিড় মুখ দেখে নদীর ভিতরে ;  
ষত নীল আকাশেরা র'য়ে গেছে খ'জে ফেরে আরো নীল আকাশের তল  
পথে-পথে দৈখিয়াছি মন্দু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর 'পরে ;  
আমরা দেখেছি যারা শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ,  
প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ ;

আমরা বুঝেছি যারা বহু দিন মাস ঝুতু শেষ হ'লে পর  
পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা  
ক'য়ে গেছে ; আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর  
আরো-এক আলো আছে : দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা ;  
চোখের-দেখাৰ হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হ'য়ে আছে স্থিৰ :  
পৃথিবীৰ কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপেৰ শৱীৰ ;

আমরা মৃত্যুৰ আগে কি বুঝিতে চাই আৱ ? জানি না কি আহা,  
সব রাঙা কামনার শিয়াৰে যে দেয়ালেৰ মতো এসে জাগে  
ধূসৱ মৃত্যুৰ মুখ ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিলো—সোনা ছিলো যাহা  
নিরুত্তৰ শান্তি পায় ; ঘেন কোন্ মায়াবীৰ প্ৰয়োজনে লাগে ।  
কি বুঝিতে চাই আৱ ?.....ৱোদ্ধ নিভে গেলে পাখি পাখালিৰ ডাক  
শূন্নিনি কি ? প্রাঞ্চৰেৰ কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক !

## বনলতা সেন

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটতোছ পৃথিবীর পথে,  
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশ্চীথের অঙ্ককারে মালয় সাগরে  
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিষ্ণুসার অশোকের ধূসর জগতে  
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অঙ্ককারে বিদর্ভ নগরে ;  
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,  
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন ।

চুল তার কবেকার অঙ্ককার বিদিশার নিশা,  
মুখ তার শ্রাবণীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের 'পর  
হাল ভেঙে ঘে-নাবিক হারায়েছে দিশা  
সব-জ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দাক্রচিন-বীপের ভিতর,  
তের্মান দেখেছি তারে অঙ্ককারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'  
পাঁখির নৌড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন ।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন  
সম্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;  
পৃথিবীর সব রং নিতে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন  
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে বিলম্বিল ;  
সব পাঁখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;  
থাকে শুধু অঙ্ককার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন ।

## অঙ্ককার

গভীর অঙ্ককারের ঘূম থেকে নদীর ছল ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার ;  
তাকিয়ে দেখলাম পাণ্ডুর ঢাদ বৈতরণীর থেকে তার অর্ধেক ছায়া  
গুটিয়ে নিয়েছে ধেন  
কাঁতিনাশার দিকে ।

## জীবনানন্দ দাশ

ধার্মিকড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম—পটুষের রাতে—

কোন্দিন আর জাগবো না জেনে

কোন্দিন জাগবো না আমি—কোন্দিন জাগবো না আর—

হে নীল কস্তুরী আভার চাদ,

তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, সুপ্র নও,

হৃদয়ে যে ঘৃত্যুর শাস্তি ও স্থিরতা রয়েছে,

রয়েছে যে অগাধ ঘূম,

সে-আম্বাদ নষ্ট করবার মতো শেলতীর্তা তোমার নেই,

তুমি প্রদাহ প্রবহমান ঘন্টণা নও —

জানো না কি চাদ,

নীল কস্তুরী আভার চাদ,

জানো না কি নিশ্চীথ,

আমি অনেক দিন—অনেক অনেক দিন

অন্ধকারের সারাংসারে অন্ত ঘৃত্যুর মতো মিশে থেকে

হঠাতে ভোরের আলোর মুখ<sup>১</sup> উচ্ছাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব ব'লে

বুঝতে পেরেছি আবার ;

ভয় পেয়েছি,

পেয়েছি অসীম দুনিবার বেদনা ;

দেখেছি রঞ্জিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে

মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঢ়াবার জন্য

আমাকে নির্দেশ দিয়েছে :

আমার সমষ্ট হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভ'রে গিয়েছে ;

সূর্যের রৌদ্রে আঙ্গাস্ত এই পৃথিবী যেন কোটি-কোটি শুয়োরের আর্তনাদে  
উৎসব শুক করেছে ।

হায়, উৎসব !

হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে

আবার ঘূমোতে চেয়েছি আমি,

অন্ধকারের শুনের ভিতর ঘোনির ভিতর অন্ত ঘৃত্যুর মতো মিশে  
থাকতে চেয়েছি ।

হে নর, হে নারী,  
তোমাদের পৃথিবীকে চিরন্তন কোনোদিন ;  
আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই ।  
যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চির্তা, কাজ,  
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বহুপাতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রাহি,  
শত-শত শূকরের চিঙ্কার সেখানে,  
শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর ;  
এই সব ভয়াবহ আর্তি !

গভীর অন্ধকারের ঘূমের আম্বাদে আমার আজ্ঞা লালিত ;  
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?  
হে সময়গ্রাহি, হে সূর্য, হে মার্ঘনিশীথের কোঁকল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া,  
আমাকে জাগাতে চাও কেন ?  
অরব অন্ধকারের ঘূম থেকে নদীর ছল ছল শব্দে জেগে উঠবো না আর ;  
তাকিয়ে দেখবো না নিঝন বিমিশ্র চাদ বৈতরণীর থেকে  
    অধের ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে  
কীর্তিনাশার দিকে ।  
ধানসিঙ্গি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকবো—ধীরে—পউষের রাতে—  
    কোনদিন জাগবো না জেনে—  
কোনোদিন জাগবো না আমি—কোনোদিন আর ।

যেখানে রূপালি জ্যোৎস্না ভিজিতেছে শবের ভিতর,  
যেখানে অনেক মশা বানায়েছে তাহাদের ঘর ;  
যেখানে সোনালি মাছ খুঁটে-খুঁটে থাক

## জৈবনানন্দ দাশ

সেই সব নীল মশা মৌন আকাঞ্চ্ছায় ;  
নিজ'ন মাছের রঙে ঘেইখানে হ'য়ে আছে চুপ  
পৃথিবীর একপাশে একাকী নদীর গাঢ় ঝুপ ;  
কাঞ্চারের একপাশে যে-নদীর জল  
বাবলা হোগলা কাশে শুয়ে-শুয়ে দৈখিছে কেবল  
বিকেলের লাল মেঘ ; নক্ষত্রের রাতের অঁধারে  
বিরাট নীলাভ থোপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে  
পৃথিবীর অন্য নদী ; কিন্তু এই নদী  
রাঙা মেঘ—হলুদ হলুদ জ্যোৎস্না ; চেয়ে দ্যাখো যাদি ;  
অন্য সব আলো আর অঙ্ককার এখানে ফুরালো ;  
লাল নীল মাছ মেঘ—যান নীল জ্যোৎস্নার আলো  
এইখানে ; এইখানে মুণালিনী ঘোষালের শব  
ভাসিতেছে চিরদিন : নীল লাল ঝুপালি নীরব ।

## হাওয়ার রাত

গভীর হাওয়ার রাত ছিলো কাল—অসংখ্য নক্ষত্রের রাত ;  
সারারাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে ;  
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,  
কখনো বিছানা ছিঁড়ে  
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে ;  
এক-একবার মনে হচ্ছিলো আমার—আধো ঘুমের ভিতর হয়তো—  
মাথার উপরে মশা'র নেই আমার,  
স্বাতিতারার কোল যে'বে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়েছে সে !  
কাল এমন চমৎকার রাত ছিলো ।

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিলো—আকাশে এক তিল  
ফাঁক ছিলো না ;  
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি ;

অন্ধকার রাতে অশ্বথের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা ঢোখের মতো  
বলমল করছিলো সমস্ত নক্ষত্রে ;  
জোৎস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার  
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিলো বিশাল আকাশ !  
কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিলো ।

ঘে-নক্ষত্রের আকাশের বৃক্ষে হাজার-হাজার বছর আগে ম'রে গিয়েছে  
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে ক'রে এনেছে ;  
ঘে-রূপসৌন্দরের আৰ্মি এৰ্শিৱয়ায়, মিশরে, বিদিশায় ম'রে যেতে দেখোছি  
কাল তারা অতিদূরআকাশের সীমানার কুয়াশায়-কুয়াশায় দীর্ঘ বর্ণ হাতে ক'রে  
কাতারে-কাতারে দীঢ়িয়ে গেছে যেন—

মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য ?  
জীৱনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য ?  
প্রেমের ভয়াবহ গভীর শৃঙ্খলার জন্য ?  
আড়ঞ্চ—অভিভূত হ'য়ে গেছি আৰ্মি,  
কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন ;  
আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর  
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল ;  
আর উচ্চুক্ষ বাতাস এসেছে আকাশের বৃক্ষেকে নেমে  
আমার জানালার ভিতর দিয়ে সাইসাই ক'রে,  
সিংহের হংকারে উৎকিঞ্চ হৰিৎ প্রাণ্ডের অজপ্ত জেন্টার মতো ।

হৃদয় ভ'রে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেলেটের সবুজ ঘাসের গন্ধে,  
দিগন্ত-প্রাচীত বলীয়ান রৌদ্রের আঘাতে,  
মিলনোভ্যুন্ত বার্ধনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চগ্নি বিরাট  
সজীব রোধশ উচ্ছ্঵াসে,  
জীৱনের দুর্দান্ত নীল মন্ততায় ।

আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,  
নীল হাওয়ার সমৃদ্ধে সফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে,  
একটা দূর নক্ষত্রের মাঙ্গলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চললো  
একটা দূরস্থ শকুনের মতো ।

## এই সব দিনরাত্রি

মনে হয় এর চেয়ে অঙ্ককারে ডুবে যাওয়া ভালো ।

এইখানে

পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিনারার দেশে

এখানে আশ্র্য সব মানুষ রয়েছে ।

তাদের সম্মাট নেই, সেনাপাতি নেই ;

তাদের হৃদয়ে কোনো সভাপাতি নেই ;

শরীর বিবশ হ'লে অবশেষে ট্রেড-ইউনিয়নের

কংগ্রেসের মতো কোনো আশা হতাশার

কোলাহল নেই ।

অনেক শ্রমিক আছে এইখানে ।

আরো ঢের লোক আছে

সঠিক শ্রমিক নয় তারা ।

স্বাভাবিক মধ্যশ্রেণী নিয়শ্রেণী মধ্যাবিত্ত শ্রেণীর পরিধি থেকে ঝ'রে  
এরা তবু ঘৃত নয় ; অঙ্গবিহীন কাল ঘৃতবৎ ঘোরে ।

নামগুলো কুশ্রী নয়, পৃথিবীর চেনা-জানা নাম এই সব ।

আমরা অনেক দিন এ-সব নামের সাথে পরিচিত ; তবু,  
গৃহ নীড় নির্দেশ সকলি হারায়ে ফেলে ওরা

জানে না কোথায় গেলে মানুষের সমাজের পারিশ্রমকের  
মতন নির্দিষ্ট কোনো শ্রমের বিধান পাওয়া যাবে ;

জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে ;

অথবা কোথায় মৃত্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিদ্ধুতার আছে !

মেডিকেল ক্যাম্পেলের বেলগাছিয়ার

যাদবপুরের বেড কাঁচড়াপাড়ার বেড সব মিলে কতগুলো সব ?

ওরা নয়—সহস্র ওদের হ'য়ে আর্ম

কাউকে শুধায়ে কোনো ঠিকমতো জবাব পাইন ।

এই সব দিনবার্তা

বেড় আছে, বেঁশ নেই—সকলের প্রয়োজনে নেই।

যাদের আশ্চর্য ঘর তঙ্গিতশ্চে নেই

হাসপাতালের বেড় হয়তো তাদের তরে নয়।

বটতলা ঝুঁচিপাড়া তালতলা জোড়াসাঁকো—আরো চের ব্যর্থ অন্ধকারে

ষারা ফুটপাত ধ'রে অথবা ষ্ট্রামের লাইন মাড়িয়ে চলছে

তাদের আকাশ কোন্ দিকে ?

জানু ভেঙে প'ড়ে গেলে হাত কিছুক্ষণ আশাশীল

হ'য়ে কিছু চায়—কিছু খৈঁজে ;

এ ছাড়া আকাশ আর নেই।

তাদের আকাশ

সর্বদাই ফুটপাতে ;

মাঝে-মাঝে এম্বুলেনস্ গাড়ির ভিতরে

রণক্রান্ত নাবিকেরা ঘরে

ফিরে আসে

যেন এক অসীম আকাশে।

এ-রকম ভাবে চ'লে দিন যদি রাত হয়, রাত যদি হয়ে যায় দিন,

পদ্ধতিহীন পথ হয় যদি দিকচিহ্নহীন,

কেবলি পাথুরেঘাটা নিমতলা চিংপুর—

খালের এপার-গুপার রাজাবাজারের অস্পষ্ট নির্দেশে

হাঘরে হাভাতেদের তবে

অনেক বেডের প্রয়োজন ;

বিশ্বামের প্রয়োজন আছে ;

বিচিত্র মৃত্যুর আগে শান্তির কিছুটা প্রয়োজন।

হাসপাতালের জন্যে যাহাদের অমূল্য দাদন,

কিংবা যারা মরণের আগে ঘৃতদের

জাতিধর্ম নির্বিচারে সকলকে—সব তুচ্ছতম আর্তকেও

## জীবনানন্দ দাশ

শরীরের সাম্ভনা এনে দিতে চায়,  
কিংবা যারা এই সব মৃত্যু রোধ ক'রে এক সাহসী পৃথিবী  
সুবাতাস সমৃষ্টজ্ঞল সমাজ চেয়েছে—  
তাদের ও তাদের প্রতিভা প্রেম সংকল্পকে ধনাবাদ দিয়ে  
মানুষকে ধনাবাদ দিয়ে ঘেতে হয়।  
মানুষের অনিঃশেষ কাজ চির্তা কথা  
রক্তের নদীর মতো ভেসে গেলে, তারপর, তবু, এক অমূল্য মুগ্ধত  
অধিকার ক'রে নিয়ে ক্রমেই নির্মল হ'তে পারে।

ইঁতহাস অধ'সত্যে কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায় ;  
তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালোবাসে ; মানুষের মন  
জানে জীবনের মানে : সকলের ভালো ক'রে জীবনযাপন !  
কিন্তু সেই শুভ রাষ্ট্র চের দূরে আজ ।  
চারিদিকে বিকলাঙ্গ অঙ্গ ভিড়—অলীক প্রয়াণ ।  
মন্ত্রের শেষ হ'লে পুনরায় নব মন্ত্রের ;  
যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নাল্দীরোল ;  
মানুষের লালসার শেষ নেই ;  
উদ্রেজনা ছাড়া কোনো দিন ঝুতু ক্ষণ  
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ  
অপরের মুখ খ্লান ক'রে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ  
নেই ।  
কেবলি আসন থেকে বড়ো, নবতর  
সিংহাসনে যাওয়া ছাড়া গাতি নেই কোনো ।  
মানুষের দৃঢ়-কণ্ঠ মিথ্যা নিষ্ফলতা বেড়ে যায় ।

মনে পড়ে কবে এক রাত্রির স্বপ্নের ভিতরে  
শুনেছি একটি কৃষ্ণকলঙ্কিত নারী  
কেমন আশ্চর্য গান গায় ;

ଏই ସବ ଦିନରାତ୍ରି

বোবা কালা-পাগল মিনসে এক অপরূপ বেহালা বাজায় ;  
গানের ঝংকারে ঘেন সে এক একাত্ত শ্যাম দেবদারু গাছে  
রাত্রির বথে'র মতো কালো-কালো শিকারী বেড়াল  
প্রেম নিবেদন করে আলোর রঙের মতো অগণন পাঁখদের কাছে ;  
ঝর-ঝর-ঝর-  
সারারাত শ্রাবণের নির্গলিত কেন্দ্রস্থ বৃষ্টির ভিতর  
এ-পৃথিবী ঘূম স্বৰ্ণ রুক্ষশ্঵াস  
শঠতা রিংসা মৃত্তা নিয়ে  
কেবল প্রমত্ন কালো গগিকার উল্লোল সংগৈতে  
মুখের বাদান সাধ দুর্দাত গগিকালয়—নরক শাশান হ'লো সব ।  
জেগে উঠে আমাদের আজকের পৃথিবীকে এ-রকম ভাবে অনুভব  
আমিও করেছি রোজ সকালের আলোর ভিতরে  
বিকেলে—রাত্রির পথে হেঁটে :  
দেখেছি রজনীগন্ধা নারীর শরীর অন্ম মুখে দিতে গিয়ে  
আমরা অঙ্গার রস্ত : শতাব্দী'র অন্তহীন আগন্মের ভিতরে দাঁড়িয়ে

এ-আগুন এত রক্ত মধ্যাষুগ দেখেছে কখনো ?  
তব-ও সকল কাল শতাব্দীকে হিসেব নিকেশ ক'জ  
শুভ কাজ সূচনার আগে এই পৃথিবীর মানবহৃদয়  
চিনপুর হয়—বাঁতশোক হয় ?  
মানুষের সব গুণ শান্ত নৈলিমার মতো ভালো ?  
দৈনন্দিন : অন্তিম গুণ, অন্তহীন নক্ষত্রের আলো ।

## সুপীক্ষনাথ দত্ত ( ১৯০৯ )

### শাশ্বতী

শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে,  
প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া ;  
স্বর্ণ সুযোগে লুকাচুরি-খেলা করে  
গগনে গগনে পলাতক আলো-ছায়া ।  
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে ;  
হানে ঘৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধর্বনি :  
মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে,  
মাঠে, ঘাটে, বাটে, আরু আগমনী ।  
কুহেলীকলুষ, দীর্ঘ দিনের সীমা  
এখনই হারাবে কৌমুদীজাগরে যে ;  
বিরহবিজন ধৈর্যের ধূসরিমা  
রঞ্জিত হবে দলিত শেফালীশেজে ।  
মিলনোৎসবে সেও তো পড়েন বাকী ;  
নবাম্বে তার আসন রঁয়েছে পাতা :  
পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি ;  
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা ॥

একদা এমনই বাদলশেষের রাতে—  
মনে হয় যেন শত জনমের আগে—  
সে এসে, সহসা হাত রেখেছিল হাতে,  
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে ।  
তেস্মি দিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া  
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে ;  
অনাদি ঘৃণের যত চাওয়া, যত পাওয়া  
খুঁজেছিল তার আনত দিঁঠির মানে ।

একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে  
 ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী ;  
 একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,  
 থামিল কালের চিরচণ্ডি গঠিত ;  
 একটি পশের অমিত প্রগল্ভতা  
 মর্ত্যে আনিল হ্রস্বতারকারে ধ'রে :  
 একটি স্থূতির মানুষী দুর্বলতা  
 প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে ॥

সঙ্কলন ফিরেছে সগোরবে :  
 অধরা আবার ডাকে সুধাসংকেতে ;  
 মদমুকুলিত তারই দেহসৌরভে  
 অনামা কুসুম অজানায় ওঠে মেতে ।  
 ভরা নদী তার আবেগের প্রাতিনিধি,  
 অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে :  
 অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি ;  
 স্বাতি মণিময় তারই প্রত্যুভিষেকে ।  
 স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখি-সম :  
 সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে :  
 পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম ;  
 কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে ।  
 সম্মর্তিপপৌলিকা তাই পুঁজিত করে  
 অমার রঞ্জে ঘৃত ঘাধুরীর কণা :  
 সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্ত্রে  
 আমি ভূলিব না, আমি কভু ভূলিব না ॥

## কাস্তে

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাদ,  
এ-যুগের চাদ কাস্তে ।  
ছায়াপথে কোন্‌ অশরীরী উন্মাদ  
চুকাল আসতে আসতে ?  
সফীত ধমনীতে ঘোরে অনামিক শঙ্কা ;  
হৃদয়ারণ্যে বাজে বর্দের ডঙ্কা ;  
ছাই হয়ে গেছে প্রতীকী সুর্ণলঙ্কা  
নির্বাণ সূর্যাস্তে ।  
হঠাতে হাওয়ায় হাতুড়ির প্রতিবাদ :  
এ-যুগের চাদ কাস্তে ॥

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাদ,  
এ-যুগের চাদ কাস্তে ।  
বিপ্লব প্রেতের আর্তনাদ  
মানা করে ভালোবাসতে ।  
সংগমে মিছে খুঁজে মরি নিরাপত্তা ;  
ক্রমায়ত ঝণে ন্যস্ত আমার সত্তা ;  
আসে সে-বেতাল, তুমি যার বাগ্দন্তা,  
দৰ্শিল হাঁসি হাসতে ।  
চৈতী ফসলে শঁটিত শবের স্বাদ :  
এ-যুগের চাদ কাস্তে ॥

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাদ,  
এ-যুগের চাদ কাস্তে ।  
নিষ্ঠিকার ধৈর্যের পাকা বাঁধ  
বাধা দেয় বানে ভাসতে ।  
আমাদের জ্ঞান আপ্নবাণীর ভাষ্যে ;

শান্তি জীবন্তত্বের ওদাসো ;  
 স্বার্থসিকি সাক্ষীর সিমত আসো  
 উষ্ণ ঠাসতে ঠাসতে ।  
 বিকল প্রেমিক আমাদের প্রভুপাদ :  
 এ-যুগের টাদ কাস্তে ॥

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো টাদ,  
 এ-যুগের টাদ কাস্তে ।  
 কল্পালতের অনিকাম অবসাদ  
 ব্যাপ্ত স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যে ।  
 শুষক ক্ষীরোদসাগরে ধন্ব বিকু ;  
 নরপিশাচেরা পৃথিবীতে আজ জিকু ;  
 চিনেও চেনে না স্বালম্বী অসহিকু  
 সমবায়ী অপরাস্তে ।  
 খণ্ডে কবে অমৃতের অপরাধ  
 কালপূরুষের কাস্তে ?

## সোহংবাদ

নির্বিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধৰ্মিনত :  
 বলেছি আমি সে-আজ্ঞা, যে উন্নীণ' দূরান্ত তারার  
 উধাও মনের আগে ; মার্তরিষ্মা নিয়ত ধারায়  
 ফলায় যে-কম'ফল, তা আমরাই বৃক্ষাজনিত ;

ষেহেতু প্রশ্রয়ী আমি, তাই আজও নয় অপনীত  
 হিরণ্য পাত্র, তথা দুর্নীরীক্ষ্য পুষার কারায়  
 স্বরাট্ স্বরূপ লুপ্ত ; দেশ-কাল আমাতে হারায়,  
 অথচ অবিষ্ট তীর্থে, পলে পলে আমি অগণিত ॥

অতিক্রান্ত সাংখ্যলগ্নঃ শূন্য দৃষ্টি স্বতই স্বগত ;  
 অসহায় অন্ধকারে কিন্তু কোথা আত্মপরিচয় ?  
 গচ্ছত জাড়ের ভারে অনিকাম জঙ্গম জগৎও ;  
 জঘন্য চক্রাতে লিপ্ত অভীন্দ্রিয় ভাবনানিচয় ॥

ক্ষেত্রনিরপেক্ষ প্রমা প্রাতিকাবী প্রমাদের গুণে ;  
 সংক্ষিপ্ত চেষ্টাই রটে অপৌরঃষ বিবর্তের দুনে ॥

### নৌকাড়বি

শরতের সমারোহ প্রকাণ্ড প্রান্তরে :  
 চক্রবালে শুভ্র মেষপাল  
 নিশ্চলে বেড়ায় চ'রে : কদাচিৎ খোঁড়ায় রাখাল  
 স্নিগ্ধ বনান্তরে ॥

খালি গোলাঘরে সারা, ভাঙ্গ হাটে শুরু,  
 পায়ে-চলা পথে কে একাকী ?  
 দু চোখে সোনার সুন্ধ ; পসরার ফাঁকি আর বাকী  
 সহসা অগুরু ॥

কিন্তু বেলা প'ড়ে আসে : দ্রুত উবে ষাষ  
 মহাশূন্যে মাঠের হাঁরিৎ :  
 নির্ভার আবহে সফূর্ত অন্তর্ভৌম অমার সরিণ  
 পৃথিবী ডোবায় ॥

নৌজীবী অগত্যা পাত্র ; অনন্য সমৃল  
 মুক্তিমান সাধের তরণী :  
 উন্নত জলোচ্ছাসে তাই তার সমগ্র ধরণী,  
 উন্নত মঙ্গল ॥

ଅବଶ୍ୟ ଅପ୍ରତିକାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତିମ କୁଣ୍ଡକ :  
 ଅନୂତ୍ରାର୍ଥ ନାନ୍ଦିର କିନାରା ;  
 ବୈକନ୍ତ୍ରେର ସତ୍ୱଲେଷ୍ଟେ ତୁଳ୍ୟମୂଳ୍ୟ ତୁଙ୍ଗୀ ଶ୍ର୍ଵତାରା  
 ଓ ମଧ୍ୟ ଚୁଷ୍ଟକ ॥

ତଥାଚ ଅଭାବେ ସବେ ତଳାବେ ନାବିକ,  
 ତଥନେଇ ତୋ ସ୍ମୃତିର ବିଦ୍ୟାତେ  
 ପାବେ ଦେ ନିଜେର ଦେଖା, ତାର ପରେ ମିଶେ ଆର୍ଦ୍ଦଭୂତେ,  
 ହେବେ ସ୍ଵାଭାବିକ ॥

### ନଷ୍ଟ ନୀଡ଼

କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନିଷେଧେ ମାଥା ନାଡ଼େ,  
 କୁଳାଯ ଖୌଜେ ଶୁକ :  
 ଚିତ୍ରଶେଷ ସ୍ଵାଚିତ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ,  
 ସ୍ଵର୍ଗ ଅଧୋମୁଖ ।  
 କେବଳେଇ ଦୂର ମୁଖର ତବୁ ପବନେ  
 କୋଥାଯ ଘେନ ନିର୍ବିଦ ବଲେ ସବନେ ;  
 ଚିରାୟମାଗ ନିର୍ବାପିତ ହବନେ  
 କାଲେର କୌତୁକ ।  
 ବିରତ ମହାଶୂନ୍ୟ ଓଇ ଗୋଧୂଲ ଧୀରେ ଝାଡ଼େ  
 କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ତାଡ଼ାଯ, ଓଡ଼େ ଶୁକ ॥

କଥନ ଓଠେ, ପାତାଲଭେଦ କ'ରେ,  
 ଅସଞ୍ଚୁତ ଅଗା :  
 ବାଞ୍ଚାର ବୈଗ ସହସା ଧାଇ ମ'ରେ ;  
 ଦ୍ରାଘିମା ଦେଇ କ୍ଷମା ।  
 ଜ୍ୟୋତିର୍ଗାମୀ କିନ୍ତୁ ସେଇ ତମସଗୁ,  
 ତାରାର ଫେନା ଉତ୍ସାରିତ କ୍ରମଶ ;

## অমিয় চক্রবর্তী

মৌনে পড়ে তীর্থামৃত লোমশও,  
স্বয়ংবর প্রমা ।

তাহলে কেন বিরহী শুক নিরচদেশে ঘোবে  
অজায় কাকে অনাঞ্জীৱ অমা ?

## অমিয় চক্রবর্তী ( ১৯০৯ )

### সমুদ্র

নীল কল । লক্ষ লক্ষ চাকা । মচে-পড়া । শব্দের ভিড়ে  
পুরোনো ফ্যাস্টিৰ ঘোৱে ।

নিয়ুত অজ্ঞার খাটে পৃথিবীকে  
বালি বানায়, গ্রাস কৰে মাটি, ছেড়ে দেয়, দ্বীপ রাখে  
দ্বীপ ভাঙে ; পাহাড়, প্রবালপুঁজ, নূন্যক্ষে  
ঘৰ্য ঘোৱায় । ধোঁয়া নেই । নব্যতন্ত্ৰী  
ঝটকু । আকাশেৰ কাৰখানা ঢাকা ডাইনামো,  
শব্দ নেই । রাত্ৰে বারান্দায় ভাৰি সমুদ্ৰ কখন হবে শম ।

ভিতৰ মহলে চুপ, জ্বলন্ত রঙীন চুপ,  
আদিম মাছেৰ টবে । হয় লোপ  
গতিৰ তাণ্বে গতি । মেঘ, বাঞ্চ, নদীৰ সণ্ঘাৰ  
প্ৰচণ্ড পৰ্যায়-কলে বাঁধা । ঢেউ উঠে নিৱত্ত র ॥

তৱল চলন্ত ঘৰে অঁশি কোথা ? চাঁদ স্বৰ্য উঁকি দেয়,  
কুকু বেগ চুৱি ক'বে জাহাজ চালাই ; কোথা রয়  
কঢ়লা তেলেৰ ঘাঁটি তব ? মালয়, বোনি'য়ো, দূৰ  
পৃথিবীৰ বৃক ছেঁড়ে কঢ়লা-তেলেৰ অঁশি-চোৱ ।

## বড়বাবুর কাছে নিবেদন

কাড়াকাড়ি কলের কবলে । 'মেরিকায়, চীনে, পূর্ব হতে  
হানাহানি যুরোপ ঘিরে । দেখো, প্রলয় জলের কল-পাত,  
প্রতিষ্ঠিত তব । দ্বন্দ্বী ? মোকালয়ে স্বার্থের সংঘাত  
সম্মের স্বার্থ নেই, অর্থ নেই : ছোঁয় কোথা দু-জগৎ ?

মেরুতে বরফ ঢেউ তব ; আবর্ত গরম কোথা ? নিয়ম-জলের অধি বুকে  
তবু নিয়ন্ত্রিত বড় ; প্রোত ঘোরে ; মন্মুন । দৈখ তট-চোখে  
মেশিন-রাজ্যের সীমা । বাসনা কলেতে মন ডাঙা-'পরে  
হাবুড়ুর খায় বুদ্ধি-ভরে । কারখানা সব কার ? প্রশ্ন হাওয়ায় যায় উড়ে ॥

## বড়বাবুর কাছে নিবেদন

তালিকা প্রস্তুত :

কী কী কেড়ে নিতে পারবে না--  
হই না নির্বাসিত কেরানি ।

বাস্তুভিটে পৃথিবীটার সাধারণ অঙ্গস্তু ।  
যার একখণ্ড এই ক্ষুদ্র চাকৰের আমিত ।  
যতদিন বাঁচ, ভোরের আকাশে চোখ জাগানো,  
হাওয়া উঠলে হাওয়া মুখে লাগানো ।  
কুয়োর ঠাণ্ডা জল, গানের কান, বইয়ের দৃষ্টি  
গীয়ের দৃশ্যে বৃষ্টি ।  
আপনজনকে ভালোবাসা,  
বাংলার স্মৃতি দীর্ঘ বাড়ি-ফেরার আশা ।

তাড়াও সংসার, রাখলাম  
বুকে ঢাকলাম

## অমিয় চক্রবর্তী

জন্মজন্মান্তরের ত্রিপ্তি ধার ঘোগ প্রাচীন গাছের ছায়ায়  
তুলসীমণ্ডপে, নদীর পোড়ো দেউলে, আপন ভাষার কঠের মায়ায়  
থার্ড্রুসের প্রেনে যেতে জানলায় চাওয়া,  
ধানের মাড়াই, কলাগাছ, পুকুর, খিড়কি-পথ ধাসে ছাওয়া ।  
মেঘ করেছে, দুপাশে ডোবা, সবৃজ পানার ডোবা,  
সূলর ফুল কচুরিপানার শঙ্কিত শোভা ;  
গঙ্গার ভরা জল, ছোটো নদী ; গাঁথের নিমছায়া তীর  
—হায় এও তো ফেরা-প্রেনের কথা ।

শত শতাব্দীর

তরু-বনশ্রী

নির্জন মনশ্রী :

তোমায় শোনাই, উপস্থিত ফদে<sup>১</sup> আরো আছে—  
দূর-সংসারে এল কাছে,  
বাঁচবার সার্থকতা ॥

হা ওয়।

হাওয়ার জোর । বড়ো বড়ো হাওয়া  
গাছ ওপড়ায়, সমৃদ্ধ ঝাঁকায়, যাতায়াত  
করে দৈত্য তবু-দেখা যায় না । আশ্চর্ষ ।  
কম বহুদূর হাঁটে না শূন্যে । আবার ছোটো হাওয়া  
নিশ্চাসে ; ছুইফুলের চারধারে,  
কচ কুঁড়ি নাড়ে, মোমবাতির আলো ঠেলে,  
প্রাণ দিয়ে প্রাণের বাহিরে যায় ; রাঙা তরঙ্গ,  
দাবানলে তার নৃত্য । শুনি বাঁশিতে । আশ্চর্ষ<sup>২</sup> ।

হাওয়াকে কাজে বাঁধি, বিদ্যুৎপাখায়,  
শীতদেশে করি তপ্ত, জমাই বরফের শ্বাসে,  
আমাদের বন্দী। স্নেহবন্দী দেহে প্রাণবায়ু  
তবু দেখো আমাদের চেয়ে বেশি, ব্যাপ্ত অনাদান্ত।  
শূন্য আর হাওয়ার সমৃক্ষ।  
তাই নিয়ে জীবন আজীবন মাটির তারায় ;  
মুহূর্তে মুহূর্তে হাওয়ার সঙ্গে সমৃদ্ধ আজীবন।  
বহে যায় মরুর শিল্প রৌদ্ররাগী ;  
কখনো গহন গাছের মর্মরে অনুলাপে ;  
পেঁচয় হিমকৈলাসে, নামে গঙ্গামাতৃক লোকালয়ে  
আঁশ্বনের দরজায়। শূল শত্রুর হাওয়া। শ্লোকোন্তরা।  
প্রাণপ্রকাশের আকাশ। এবং ছন্দ। এবং গাত। আশ্চর্য !!

### বাসা বদল

পেয়ালা ও প্রেট :

রাতে এসে রান্নাঘরে দাঁড়াই কোথায়, সাক্ষী ওরা  
সাক্ষী আরি, যাথা হেঁট—

নিঃশব্দ পসরা

ফিকে সর্বজি। চেনা চায়না। কর্তব্য চেনা  
চায়ের আসরে কবে হঠাত উৎসবে

কারু পাত্রে ভরেছিল আনন্দ প্রহর

আলোর জহর—

নিভৃত সংসারে সে কি বুদ্বুদের ফেনা

ভাসবে নিয়নে-ভুলা গ্লান সঙ্ঘাস্তোত্রে

আরক ভূমিকা শেষ হতে নাই হতে।

## অমিয় চক্রবর্তী

নমস্কার ।

নম্ব গ্যাস সেটোভ ; সুইচ, বিনীত তৎপর বিজলি-ধার :

দেয়ালে ঝোলানো সারির কাটা-ছুরি ; ফ্রিজ,

হলদে, ঠাণ্ডা ; পাশে জানলা, বস্টন-কেণ্টিজ

পরদার আড়ালে চিত্রণ ।

ছিল কত ধোয়া আর মাজা

সাবানে গরম জলে ; চামচে, ডেকুচ সাজা

ওদিকে বসার ঘরে বন্ধুর সংগ্ৰহ ।

পেষালা ও প্রেট

কৃত্য কালের প্রাপ্তে ভেঙে ঘাওয়া সেট—

ভোর হলে

প্রাক আসবে, সবই নেবে, আগৱান ধাব সঙ্গে চ'লে ॥

## সন্ধি

এদিকে

ব্যাপার শৈতের গরম রাপার

ব্যবসা : বিষম প্ৰযোজন কেরোসিন ওজন

কৰছ,

লঙ্কা তিসিৰ থলি সুদেৱ দোকানে ভৱিছ—

হাটে চাড়ি মলি তাৰি অঙ্কিসন্ধি অনিশ্চয়

সঙ্গে নিয়ে চালি শ্যামবাজারের অদ্বিতীয় গলি

নিলামেৰ জুতো জামা ফিতে চাঁদিনতে : ঘূৰে মৰাছ-

ঘূঁটেৱ ধোয়ায় সন্ধ্যা হয় ॥

ওদিকে

হাওড়া খিজেৱ গঙ্গাৱ রূপোলি স্মোতে

কোথায় কোথা হ'তে সমুদ্রে-মেঘে রঙিন অভিম বেগে

ମନେ ମନେ

ଅନ୍ଧିଷ୍ଟ ଜଳେର ଚଳନ ପ୍ରାଣେ ଚେତ୍ତେ-ଏର ଗଡ଼ନ ସାଂଖ୍ୟ ମାତ୍ରାୟ  
ଅସଂଖ୍ୟ ଏକ ଯାତ୍ରାୟ ଆମାରି ସଂସାରେ ଛୁଟିଛେ—  
ଚୈତନୋ ଦୂରେର ସ୍ଵୀ ଉଠିଛେ ।  
କୋନଖାନେ ସେତୁ ବୀଚାର ହେତୁ—  
କେ ଦେଇ ସାଡ଼ା କବି ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ଛାଡ଼ା  
ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟର ବାଁକେ ତାରାଓ ହାରିଯେ ଥାକେ  
ନଇଲେ ସଇତେ ପାରତ ନା  
ତୈର କଲକାତାର ଅଗଗ୍ୟ କୋଟିର ପ୍ରାର୍ଥନା ॥

### ମଣିଷ ଘଟକ (୧୯୦୧)

ମନେ ମନେ

ଆଶର୍ଯ୍ୟ କବିତା ଲିଖି କଥନୋ କଥନୋ  
ମନେ ମନେ ।  
କଲକୋଳାହଳ ତୁଲେ ଖାତାର ପାତାୟ  
ଯେ କଥାରା କାଗଜ ଭରାୟ  
ତାରା ଯେଣ ବେଳୋ ଶେଷେ ମେଲା ଭାଙ୍ଗା ଅଚିନ ସବାଇ  
ଜନେ ଜନେ ଡାକି ଓ ସୁଧାଇ  
ହାତାଗୋ, ଛିଲେ ନା କି ମନେର ଭେତରେ ସଙ୍ଗେପନେ  
ଦୂରାର ନା ଖୋଲା ଘରେ ଅନାଦରେ କିଂବା ବିସ୍ମାରଣେ ?

ସବ ଶବ୍ଦ ବୋବା ହେଯ ଯାଇ  
କଥାଦେର କାକଲି ଫୁରାୟ  
ନିର୍ବାକ କାଗଜ ଶୁଦ୍ଧ ମୁଖ ତୁଲେ ସାଦା ଚୋଖେ ଚାଇ  
ଥମକେ ଯାଓରା କଲମେର ଝରଣା ଶୁକାଇ ।

ଯତଇ ଖୁଲି ନା କେନ ଅକ୍ଷରେର ଅକ୍ଷମ ପସରା  
କବିତା ଚାଇ ନା ଦିତେ ଧରା

## প্রেমেন্দ্র মিশ্র

বাঁকা চোখে বিদ্যুৎ ঝলকায়  
তারপর মৃচ্ছিক হেসে মনের মেঘের রাজ্যে লুপ্ত হয়ে যায় ।

গুরু গুরু দুরু দুরু মন  
থেকে থেকে শুনি তার চাপা গর্জন ।  
অকালে নামবে নার্কি ধারা বর্ষণ  
চাঁপা কদম্বের বনে বনে  
মনে মনে ?

(প্রেমেন্দ্র মিশ্র ( ১৯০৪ )

## ধৈনামৌ বন্দর

মহাসাগরের নামহীন কুলে  
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,  
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড় !  
মাল বয়ে-বয়ে ধাল হ'ল যারা  
আর যাহাদের মাণ্ডুল চৌচির,  
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল  
বুকের আগুনে ভাই,  
সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড় ।  
কুলহীন যত কালাপানি মথি'  
লোনা জলে ডুবে নেয়ে,  
ডুবো-পাহাড়ের গুঁতো গিলে আর  
ঝড়ের ঝাঁকুনি খেয়ে,  
যত হয়রান লবেজান তরী  
বরখাণ্ট হ'ল ভাই,  
পাঁজরায় খেয়ে চিঢ় ;

মহাসাগরে অখ্যাত কুলে  
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,  
সেই— অথর্ব ভাঙা জাহাজের ভিড় ।

দুনিয়ার কড়া চৌকিদারি যে ভাই  
হ'শিয়ার সদাগরি,  
হালে ধার পানি মিলেনাকো আর, তারে  
যেতে হবে চুপে সরি’ !  
কোমরের জোর ক’মে গেল ধার ভাই,  
যুগ ধ’রে গেল কাঠে, আর ধার  
কলজেটা গেল ফেটে,  
জনমের মতো জথম হ’ল যে শুবে ;  
সওদাগরের জেটিতে-জেটিতে  
খাজাঞ্জিখানা চুঁড়ে,  
কোনো দপ্তরে ভাই.  
খারিজ তাদের নাম পাবেনাকো খুঁজে !

মহাসাগরের নামহীন কুলে  
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই  
সেই সব ষত ভাঙা জাহাজের ভিড় !—  
শিরদাড়া ধার বেঁকে গেল  
আর দড়াদড়ি গেল ছিঁড়ে  
কঙ্গা ও কল বেগড়ালো অবশেষে,  
জৌলস গেল ধূরে ধার আর  
পতাকাও পড়ে নৃষে ;  
জোড় গেল ধূলে,  
ফুটে খোলে আর রাইতে যে নারে ভেসে,  
—তাদের নোঙ্গর নামাবার ঠাই  
দুনিয়ার কিনারায়,  
—ষত হতভাগা অসমর্থের নির্বাসিতের নৌড় !

## প্রেমেন্দ্র মিশ্র

পথ

সেই সব হারানো পথ আগাকে টানে ;—

কেরমানের নোনা মরুর ওপর দিয়ে,

খোরাশান থেকে বাদক্ষান,

পামিরের তুষার-পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকল থেকে খোটান !

শ্রান্ত উটের পায়ে-পায়ে যেখানে উড়েছে মরুর বালি,

চমরীর ক্ষুরে লেগেছে বরফ-গলা কাদা !

বাদক্ষানের চুনি আর খোটানের নৈলার নিষ্ঠুর ঝিলিক-দেওয়া,

ভেঙে-পড়া কারাভানের কঙ্কালে আকীর্ণ,

লুক বণিক আর দ্বরস্ত দুঃমাহসীর পথ—

লাদকের কঙ্কালির গুৰু যেখানে আজো আছে লেগে পুরানো স্মৃতির মতো ।

সেই সব মধুর পথের কথা ভাবি ;—

আকাশের প্রচণ্ড সূর্যকে আড়াল করা

দু-ধারের দীর্ঘ দেওয়ালের

শাওলাগন্ধ ছায়ায়-ছায়ায় সংকীর্ণ সর্পিল পথ,

সাপের মতো ঠাণ্ডা পাথরে বাঁধানো !

ভাঙ্গা ধাপ দিয়ে উঠে-যাওয়া,

ঝিল্লিমিল দেওয়া বাতায়নের নিচে থমকে-থামা,

ধূপের গুঁকে সুরভি ; দেবায় তনের দ্বারে ভূমিষ্ঠ-হওয়া পথ ।

ভয়ে-ভয়ে শ্মরণ কীরি সে পথ ;—

ঘন ঘাসের বনে, শিকার ও শ্বাপদের নিঃশব্দ সশ্রেণের ‘ঠৌরি’ ;—

যুগ্মযুগ্মাস্ত ধ’রে দুর্বল ও ভীত, হিংস্র ও নির্মম পায়ে মাড়ানো ।

যে-পথে তৃষ্ণার টানে চলে ভয়-চকিত মৃগ ;

অঙ্ককারে শান্তি চোখ চমকায় ।

ଯେ-ପଥ କୁରବର୍ଷ ଥେକେ ବୈରିଯେ ଏଳ ରଙ୍ଗାଙ୍କ,  
ଦୂର୍ବାର ତାତାର-ବାହିନୀର ଅଶ୍ଵକୁର-ବିକୃତ ;  
କରୋଟି-କଠିନ ଯେ-ପଥେ  
ତୈମୁରେର ଖୋଜ୍ବା ପାଯେର ଦାଗ ।

ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଇ ସେ-ପଥେର,  
ଅଞ୍ଚାଳ ଉତ୍ତରୀଣ ହେଁ ଆଗାମୀ କାଲେର ପାନେ—  
ସ୍ଵପ୍ନ ଘେଖାନେ ନିର୍ଭୀକ,  
ସ୍ଵଦେର ଚୋଥେ ଶିଶୁର ବିମ୍ବଯ,  
ପୃଥିବୀତେ ଉଦ୍ଧାର ଦୁରକ୍ତ ଶାନ୍ତ !

## ଫ୍ରାନ୍

ନଗରେର ପଥେ-ପଥେ ଦେଖେ ଅଶ୍ଵତ ଏକ ଝୀବ  
ଠିକ ମାନୁଷେର ମତୋ  
କିଂବା ଠିକ ନନ୍ଦ,  
ଯେନ ତାର ବ୍ୟକ୍ତି-ଚିତ୍ର ବିନ୍ଦୁପ-ବିକୃତ !  
ତରୁ ତାରା ନଡ଼େ ଚଡ଼େ, କଥା ବଲେ, ଆର  
ଜଞ୍ଚାଲେର ମତୋ ଜମେ ରାନ୍ତାଯ-ରାନ୍ତାଯ,  
ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟେର ଆନ୍ତାକୁଡ଼େ ବ'ସେ ବ'ସେ ଧେଁକେ  
ଆର ଫ୍ୟାନ ଚାଯ ।

ରଙ୍ଗ ନନ୍ଦ, ମାଂସ ନନ୍ଦ,  
ନନ୍ଦ କୋନୋ ପାଥରେର ମତୋ ଠାଙ୍ଗ ସବୁଜ କାଲଜା,  
ମାନୁଷେର ସଂଭାଇ ଚାଯ ଶୁଦ୍ଧ ଫ୍ୟାନ ;  
ତବୁ ଯେନ ସଭ୍ୟତାର ଭାଙ୍ଗେନାକୋ ଧ୍ୟାନ !

## প্রেমেন্দ্র গিট

একদিন এৰা বুঝি চষেছিল মাটি  
তাৰপৰ ভূলে গেছে পৰিপাটি  
কত ধানে কত হয় চাল ;  
ভূলে গেছে লাঙলেৱ হাল  
কাঁধে তুলে নেওয়া যায়,  
কোনোদিন নিয়েছিলো কেউ,  
জানেনাকো আছে এক সমৃদ্ধেৱ ঢেউ  
পাহাড়-টলানো ।

অম ছেঁকে তুলে নিয়ে,  
ক্ষ-ধাশীৰ্ণ মূখে যেই ঢেলে দিই ফ্যান  
মনে হয় সাধি একি পৈশাচিক নিষ্ঠুৱ কল্যাণ ;  
তাৰ চেয়ে রাখি যদি ফেলে,  
প'চে-প'চে আপন বিকারে  
এই অম হবে না কি মৃত্যুলোভাতুৱা  
অগ্নি-জ্বালাময় তীৰ সুৱা !  
রাজপথে ক'চি-ক'চি এই সব শিশুৱ কঙ্কাল—মাতৃসন্নাহীন.  
দধীচিৱ হাড় ছিলো এৱ চেয়ে আৱো কি কঠিন ?

## তিনটি গুলি

তিনটি গুঁড়িৱ পৰ  
ন্তক এক কণ্ঠৱক্ষ রাত  
ভূলে গেল চন্দ্ৰসূৰ্য  
ভূলে গেল কোথায় প্ৰভাত ।  
তুমি কত কিছি- দিলে  
তপোদৈপ্তি জীবনেৱ সমন্ব বিৰুতি ;

## ତିନଟି ଗୁଲି

ସ୍ଵର୍ଗେର ମତନ ଦିଲେ ସବ ପରମାୟ—  
ବିକାରିତ ପ୍ରେମେ କରଣ୍ୟ ।  
ଆମରା ଦିଲାମ ଶେଷେ ତୁଳି  
ତିନଟି କଠିନ କ୍ଲର ଗୁଲି ।

ପ୍ରଥମ ଗୁଲିର ନାମ  
ଅନ୍ଧ ମୁଢ ଭୟ ।  
ଦ୍ଵିତୀୟଟି ଆମାଦେର  
ନିରାଲୋକ ମନେର ସଂଶୟ ।  
ବିବର-ବିଲାସୀ ହିଂସା  
ତୃତୀୟ ଗୁଲିର ପରିଚୟ ।

ତିନଟି ଗୁଲିର ଶବ୍ଦ !  
ଅନ୍ତହୀନ ତାର ପ୍ରାତିଧବନ  
କେପେ-କେପେ ଦିଗନ୍ତ ଛାଡ଼ାଯ,  
ମାନୁଷେର ଇତିହାସ ପାର ହ'ଯେ ଧୟ ।

ଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ ପାନେ ଚେଯେ-ଚେଯେ ଦେଖି—  
ପିନ୍ଧଲେର ଶବ୍ଦ ଆର ନଯ ।  
ଅଗଗନ ମାନୁଷେର ସୁକେ ବେଜେ-ବେଜେ  
ସ୍ଵଗ ଥିକେ ସ୍ଵଗାନ୍ତରେ  
ପ୍ରତିହତ ସେଇ ଶବ୍ଦ ନିଜେରେ ଭୋଲେ ଷେ ;  
ହ'ଯେ ଓଠେ ପରିଶୁଦ୍ଧ  
ମୃତ୍ୟୁଜୀବ ବାଣୀ ବରାଭୟ ।  
ମାରଣ-ଅମ୍ବେର ନାଦ ପରମ ଲଙ୍ଘାଯ  
ଶାନ୍ତିର ଅନୁତ-ମନ୍ତ୍ରେ ପାଯ ଶେଷେ ଲଯ ।

## সাগর থেকে ফের।

নীল ! নীল !

সবজের ছোঁয়া কি না, তা বুঝি না,

ফিকে গাঢ় হরেক রকম

কম-বেশী নীল !

তার মাঝে শূন্যের আনমনা হাসির সামিল

ক'টা গাঞ্চিল ।

ভাবি, বালি, সাগরের ইচ্ছে,

সাদা ফেনা থেকে যেন

শাঁখ-মাজা ডানা মেলে

আকাশের তল্লাশ নিচ্ছে ।

মিথোই

মিল-খোঁজা মন চায় উপমা ।

নেই, নেই !

হৃদয় দু'চোখ হয়ে, শুধু গেয়ে ওঠে,

সেই ! সেই !

মাটি, গাছ, তীর সব একেবাবে ফেলে দিয়ে আসা,

সুবিশাল ডানা মুড়ে

নোনা টেট-ণ আলগে ছে ভাসা,

কুল-ছাড়া জল আর

মেঘ, তারা, হাওয়া নিয়ে থাকা,

সময়ের নীলে শুধু

উদ্বাম অবিরাম আলপনা আঁকা,

কি যেন কি যেন ঠিক

মন দিয়ে জানতে না জানতে,

ঢৌমার পেঁচে যায়

আজ কাল-পরশুর প্রাপ্তে ।

## অঙ্গিত দণ্ড (১৯০৭)

### ছাগল

গান্ধীর্ঘ ও প্রজ্ঞা ধেন বিচ্ছুরিত দাঢ়ির আভাসে,  
শৃঙ্খ দেখে শঙ্কা হয় তেড়ে বুর্বা দুঁ মাবে কথন,  
উদাসীন দৃষ্টি, কিন্তু তৎশচেপ লক্ষ বিলক্ষণ,  
যাহা পায় তাহা খায় বিধাহীন নির্বিচার গ্রাসে ।  
নধর মাংসল দেহ, তবু কিন্তু খুঁটি ছেঁড়ে না সে,  
সগুরের মূল্য জানে, ফল পায় চর্বিত-চর্বণ ।  
ধারে না ঝুঁচির ধার, নির্বিকল্প অনুবিঘ্ন মন,  
তত্ত্ববেদ্য দার্শনিক, বিশ্বরূপ দেখে কঁচি ঘাসে ।  
অঙ্গু-মাংস-মেদ-মজ্জা, ডুমো ডুমো কিম্বা মিহি কিমা,  
স্বাঙ্গ্য আর কাণ্ঠ দানে সবি ধন্য সভ্যতার হিতে ।  
সর্বদেশে-কালে প্রয়, হোক পক যে কোনো রীতিতে,  
ধর্মে কর্মে পালে-পর্বে স্বতঃসিদ্ধ জাতীয় মহিমা ।  
বলিবাদে কীর্তি ঘোষে নিজ চর্মে গড়া জয়তাক—  
তবুও কী সহ্যশীল দণ্ডাহত শ্যামল পোশাক ॥

## বুদ্ধদেব বন্ধু ( ১৯০৮ )

### সাগর-দোলা

ছোটো ঘরখানি মনে কি পড়ে,  
সুরঙ্গমা ?  
মনে কি পড়ে ? মনে কি পড়ে ?  
জানালায় নীল আকাশ ঝারে  
সারাদিনরাত হাওয়ার ঝড়ে

## বুদ্ধিদেব বসু

সাগর-দোলা,  
সারাদিনরাত টেউয়ের তোড়ে  
নাগর-দোলা,  
আকাশ-মাতাল জানালা খোলা  
দিগন্ত থেকে দিগন্তরে,  
দিগন্ত জোড়া সাগর ভ'রে  
টেউয়ের দোলা ।

সারাদিনরাত হাজার টেউয়ের উচ্চস্থরে  
অঙ্ক অবৈধ হাওয়ার ঝড়ে  
কী যে ঝটোপুটি ছুটোছুটি ঐ ছোট ঘরে  
মনে কি পড়ে ? মনে কি পড়ে ?  
কত কালো রাতে করাতের মতো চিরে  
ভাঙ্গচোরা ঠাদ এসেছে ফিরে  
তীক্ষ্ণ তারার নিবিড় ভিড়ে  
ভাঙ্গন এনে,  
কত কৃশ রাতে চুপে-চুপে ঠাদ এসেছে ফিরে  
সাগরের বুকে জোয়ার হেনে  
তোমাকে আমাকে অঙ্ক অতল জোয়ারে টেনে  
মনে কি পড়ে ?  
কত উদ্ধত সূর্যের বাগে তুমি আর আমি গিয়েছি ছিঁড়ে  
কত যে দিনেরে চুম্বন টেনে দিয়েছি ঘুচে  
কত যে আলোর শিশুরে মেরেছি হেসে  
সেই ছোটো ঘরে মনে কি পড়ে  
সুরঙ্গমা,  
মনে কি পড়ে ?  
জানালায় নীল আকাশ ঝরে  
সারাদিনরাত টেউয়ের দোলা,  
সমুদ্র-জোড়া দিগন্ত থেকে দিগন্তরে  
সারাদিনরাত জানালা খোলা ।

দস্য হাওয়ার উচ্চস্থরে  
 তপ্ত ঢেউয়ের মন্ত জোয়ার-জ্বরে  
 কী যে তোলপাড় দাপাদাপি ঐ ছোট ঘরে মনে কি পড়ে  
 সুরঙ্গমা ?  
 মনে কি পড়ে  
 তোমার আমার রক্তে ঢেউয়ের দোলা,  
 মনে কি পড়ে  
 তোমার আমার রক্তে হাজার ঝড়ে  
 কত সমৃদ্ধ তপ্ত জোয়ার-জ্বরে  
 মনে কি পড়ে ?  
 কত মৃত ঠাদে এনেছি ফিরায়ে রাঁঞ্চশেষে  
 কত বর্বর শিশু-সূর্যের মেরেছি হেসে  
 ঘন-চুম্বন-বন্যায় কোন অঙ্ক অতলে গিয়েছি ভেসে  
 মনে কি পড়ে  
 সুরঙ্গমা,  
 মনে কি পড়ে ?

### চিঙ্কায় সকাল

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলার  
 কেমন ক'রে বলি ।

কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সূলৰ,  
 ঘেন গুণীর কঢ়ের অবাধ উল্লুক্ত তান  
 দিগন্ত থেকে দিগন্তে :

## বৃক্ষদেব বসু

কৌ ভালো আমাৰ লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে ;  
চাৰদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাৰাঁকা, কুঘাশাৱ ধৈঁয়াটে,  
মাৰখানে চিঙ্কা উঠছে বিলিকিয়ে ।

তুঁমি কাছে এলে, একটু বসলে, তাৰপৰ গেলে ওদিকে,  
ইস্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ই দেখতে ।  
গাড়ি চালে গেলো !—কৌ ভালো তোমাকে বাসি,  
কেমন ক'রে ব'লি ।

আকাশে সূর্যের বন্যা, তাকানো ধাৰ না ।  
গোৱগুলো এক মনে ঘাস ছিঁড়ছে, কৌ শান্ত !  
—তুঁমি কি কখনো ভেবেছিলে এই হৃদেৱ ধাৱে এসে আমৱা পাৰে  
ষা এতদিন পাইনি ?

ৱল্পোলি জল শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সন্ত আকাশ  
নীলেৰ স্তোতে ব'রে পড়ছে তাৰ বুকেৰ উপৰ  
সূৰ্যেৰ চুম্বনে ।—এখানে জ্ব'লে উঠবে অপৰূপ ইন্দ্ৰধনু  
তোমাৰ আৱ আমাৰ রক্তেৰ সমৃদ্ধকে ঘিৱে  
কখনো কি ভেবেছিলে ?

কাল চিঙ্কায় নৌকাৱ যেতে যেতে আমৱা দেখেছিলাম  
দুটো প্ৰজাপতি কত দূৱ থেকে উড়ে আসছে  
জলেৰ উপৰ দিয়ে ।-- কৌ দুঃসাহস ! তুঁমি হেসেছিলে, আৱ আমাৰ  
কৌ ভালো লেগেছিলো

তোমাৰ সেই উজ্জ্বল অপৰূপ সুখ । দ্যাখো, দ্যাখো  
কেমন নীল এই আকাশ ।—আৱ তোমাৰ চোখে  
কঁপছে কত আকাশ, কত ঘৃত্য, কত নতুন জল  
কেমন ক'রে ব'লি ।

## বেশোর মৃত্যু

তারই বোন-সতিনেরা কাঁধে করে নিয়ে এলো তাকে :  
মাথা হেঁট, চোখে ফেঁটা-ফেঁটা ঘাগ, দুর্বল পা ফেলা,  
গুটি কয় গন্তীর বালিকা যেন, অকস্মাত ভলে গেছে খেলা ;—  
ঈষৎ বিস্ত হ'লো আকাশ ও লোকজন দেখে ।

দিনের বিশাল রৌদ্র বদলে দিলো তাদের চেহারা ;  
সব মূখ এক যেন, সব দেহ বাতাসে বিস্ত ;  
অচেনা, অস্বাস্তিকর, আশান্তীত লঙ্জায় আবৃত  
পরম্পরে ভর দিয়ে কঁকড়ে ছোটো হ'য়ে গেলো তারা :

হারালো অস্তিত্ব এই ভিন্ন দেশে, নিঃস্ব হ'লো নারীত্ব, ষেইবন.  
যেহেতু কোথাও আর নেই যেন কামুক পুরুষ ।  
এক বোবা, নিশচল দৃপুর শব্দ ; আর যেন মদ গিলে বিলুপ্ত, বেহ'শ,  
অনাকুমণীয় ঘূমে মগ্ন একজন ।

তার সব সজলতা মুছে নেয় ক্রমশ আগুন,  
ছাড়িয়ে রামিক জিহবা গ্রাস করে স্তন, জানু, ঘোনি ;  
যে সব গোপন রক্তে কোনো মন্ত নাগর নামেনি,  
সেখানেও লালসায় খুঁটে থায় অবশিষ্ট নুন ।

এদিকে শহরে সন্ধ্যা, অন্য ক-টি ঘরে ফিরে চলে,  
চোখ টেপে ল্যাম্পেস্ট, গালির গন্ধ উৎসাহ বাড়ায় ;  
পায়ে শুক্ত মাটি পেয়ে ভাগিনীরা আবার দাঁড়ায়  
দন্ধ হ'তে ক্ষুদ্রতর ক্ষুধার অনলে ।

## এক অপরিচিতী মৃত্যুর স্মরণে

বৃক্ষেও বৃক্ষীনি, তাকে নিয়ে গেলো নিঃশব্দে যথন  
রৌদ্রে আর মসৃণ নিয়মে লিপ্ত উজ্জ্বল বিকেলে :  
বাহফেরা, লুকজ্ঞান, সৌম্য, যেন আলোকলক্ষণ,  
চলেছে বিনয়, মৃদু, প্রায় যেন বাতাসে পা ফেলে ।

( রাসাবিহারী অ্যার্ডিনট শব্দ, যান, দোকানে দৈর্ঘ্যিক ;  
পথ ছেড়ে ব্যক্ততা দাঁড়ায় স'রে, কখনো বা তাকায় পর্যাপ্ত । )

এবং দু-চারজন অনুগামী মন্ত্র মোটরে :  
কিছুটা বিস্মিত, মৃগ—যেন কোনো অদম্য ডাকাত  
সব দৃষ্টি, সব দৃশ্য, লুঠ ক'রে নিয়েছে হঠাত,  
রেখে গেছে আশ্চর্য অধার শব্দু-চক্ষু-র কোটরে ।

( আশ্চর্য অধার—না কি অন্য এক আকাশের জ্যোতি ?  
রঙিন খেলেনা সব ভেঙে দিয়ে, কেউ বুঝি পেঁচলো সম্পূর্ণি । )

আর আমি, লেখা ছেড়ে, বারান্দায় শব্দের সন্ধানী,  
তাকে দেখেছিলাম মিনিট-দুই—মানিন, সে মৃতা ;  
মৃতা নয়—ঘোবনপ্রতিমা, নারী. হৃদয়প্লাবিনী,  
যেন স্বপ্নে-দেখা কোনো চিরস্মৃতি সন্তাব্য বনিতা ।

সুন্দর, সহত, শান্ত—নারীস্ত্রের আদিম স্বভাবে  
সম্মত সূর্যের দিকে উধর্মুখ—উজ্জ্বল, নিষ্কল,  
যেন ধীর, বিশাল গ্রীষ্মের যত্নে এইমাত্র পেকে-ওঠা ফল,  
নিংড়ে নিয়ে মাটির সমর্থ মদ, ধূতুর নির্যাস,  
পার হ'য়ে অবিশ্বাসী অপেক্ষার ভঙ্গুর উচ্ছ্঵াস,  
হ'লো সে চরম, পূর্ণ । এইবার থ'সে প'ড়ে থাবে ।

## ଗୋଯେର ମେଯେରୀ

ଆକାଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଟିଲ ଆକ୍ରୋଶ, ଛୁଲଛେ ରଙ୍ଗଦେର ରଙ୍ଗଚକ୍ଷୁ—  
ମାଟିର ଫାଟେ ବ୍ରକ୍ତ, ଶୁକନୋ ଜଳାଶୟ, ଧୂକଛେ ନିର୍ବାକ ପଶୁରା ;  
ଶ୍ଵାହୀନ ମାଠ, ବନ୍ଧ୍ୟା ସଧବାରା, ଦିନେର ପରେ ଦିନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଶନ୍ୟ—  
ବୁଣ୍ଡି ନେଇ !

ଦୃଃଥ ଆମାଦେର ମୁଖରା ନନ୍ଦିନୀ, ମୃତ୍ୟୁ ଆମାଦେର ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ,  
ତବୁ ତୋ କିଛୁ ଭାଲୋ ମେନେଇଁ ସଂସାରେ, ଜେନେଇଁ ଦେବତାରା ବକ୍ଷ—  
ଯେହେତୁ ଫଳେ ଓଠେ ସୋନାଲି ଧାନ ଆର ସୋନାର ସନ୍ତାନ ମାୟେର କୋଳେ,  
ଏବଂ ଅଞ୍ଚି ଓ ଜଳେର ମିତାଲିତେ ଅମୃତମ୍ବାଦ ପାଯ ଅଛି ।

ବଲ ତୋ, ବୋନ, କବେ ଆବାର ମୃମତୀ ଗାଭୀର ବାଁଟ ହବେ ଉଚ୍ଛଳ ?  
ତେବେକିର ଗଭୀର ଶବ୍ଦେ ଦିଯେ ତାଲ ଜାଗବେ ହାତେ ପାଯେ ଭାଙ୍ଗ ?  
ବ୍ୟାଙ୍ଗେର ଛାତା କବେ ସାଜାବେ ପୃଥିବୀରେ ? ଡାକବେ ଉତ୍ତାମେ ଦର୍ଦ୍ଦର ?  
ଶିଶିରବିନ୍ଦୁର ଆଦରେ ଭରପୁର ବୁଲବେ ଆଙ୍ଗିନାୟ କୁମଡ୍ଭୋ ?

ଯେଘନ ବେ'ଚେ ଥାକେ କେନ୍ଦ୍ରୋ, କେନ୍ଦ୍ରୋ, ଆର ମାଟିତେ ବ୍ରକ୍ତ ଟେନେ ପଞ୍ଚଗ,  
ଯୋଜନ ପାର ହୟେ କ୍ଳାନ୍ତ କୂର୍ମେରା ଆବାର ଫିରେ ପାର ସିଙ୍କ,  
ତେମନି ଝତୁ ଆର ଶ୍ରମେର ଆଶ୍ରୟେ ଚିତ୍ତାହୀନ ବାଁଚ ଆମରା—  
ଅଥଚ ବିନା କାଜେ ବିହାନ କାଟେ ଆଜ, ନାମେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶାନ୍ତି ।

ଅନ୍ତରାଜ ! ବଲୋ, କରେଇଁ କୋନ ପାପ, ଏ କୋନ ଅଭିଶାପ ଲାଗଲୋ !  
ଜନନୀ ବସୁମତୀ, ଭୁଲୋ ନା ଆମରାଓ ତୋମାରଇ ଗର୍ଭର ପରିଗାମ ।  
ହେ ଦେବ ଐରେଶ ! ମହାନ ! ମଧ୍ୟବାନ ! ଏବାର ଦମା କରୋ, ବୁଣ୍ଡି ଦାଓ—  
ବୁଣ୍ଡି ଦାଓ ।

ভৈরবীর পত্রাবলীর পাঠোক্তাৰ

( হপকিন্স অবলম্বনে )

মনস্মৰণী, মর্তাহীন, সমান, সংবাদী ; চৈতাছদ, বিৱৰণ, বিতত  
সন্ধ্যা তীব্র হ'তে চায় কালেৰ বিপুল, সৰ্বগৰ্ভ, সৰ্বগৃহ, সৰ্বশবাধাৰ নিশা ;  
ৱেছার্ত পাণ্ডুৰ তাৰ বিষাণ-প্ৰদৰ্শীপ অন্তে লগ্ন, তাৰ ঘন্ত অঙ্গঃশূন্য শুভ্র হিম-দীপ  
নভোলগ্ন,

দিশাহারা অপচয়ে, তাৰ সায়ন্তন নক্ষত্ৰেৱা, সামন্ত নক্ষত্ৰবৃন্দ আমাদেৱ শিয়াৱে  
সম্ভত অংশমুখাঞ্জিত মহাকাশে । কাৱণ মৰ্ত্য যে তাৰ সন্তাকে নিষ্কাশ কৰে,  
তাৰ বৰ্ণালি যে ক্ষান্ত হ'ল ;

গতলক্ষ্য নিৰূপিষ্ট, ঝাঁকে-ঝাঁকে, পৱনপৱে পৱনপৱাহীন, আজ্ঞ-মগ্ন আজ্ঞহৃতা  
অংজিহিমা,

বিচ্ছৱণে মৰ্তিছন্ম, সকলই এখন । হৃদয়, আমাকে ঘিৱে ধৰো, এ-বিভীষা  
বাঁধো : আমাদেৱ সন্ধ্যা শেষ ; নিশা আমাদেৱ কৰে ভৃত—অভিভৃত কৰে  
নিশ্চহ, নিৰ্গত ।

শূধু তুণ্ডন্ত তুণ্ডন্ত যেন নাগবংশী ; লোহিত বন্দনটে কাটে, তন্তুজ-মসৃণ  
নিষ্প্রাণ আলোক, কালো,

কালো আৱ কালো অৰ্তহীন । আমাদেৱ উপকথা, হে দিব্য কথক ! দাও  
আহা দাও জীঁঃনকে, জীঁণে,

খুলে-খুলে দিতে তাৰ জট, একদা বিচ্ছে, পঞ্জীকৃত, সংৱজিত মায়া-ৱেখ  
দুঃটি ভাগে ঘূৱণেৰ পাকে ;

এখন সমন্ত কিছু দুঃটি ষ্টুথ, দুঃটি জ্বাতি—কালো, শাদা ; জেনো মেনো এই মাত্ৰ,  
মন্দ, ভালো ;

মাত্ৰ দুঃটি ; দুঃটি মাল আৰিষ্য আড়তে, যেখানে কেবলমাত্ৰ এই দুঃটি এ-ওৱ  
চাহিদা হাঁকে ;

একই কলে, ষেখানে স্বৰক্ষ, স্বৰাবৃত, নিষ্কাশিত, নিৱাশন্ত, চিত্তার বিৱৰণকে চিন্তা  
আৰ্তনাদে নিষ্পেষিত, চূণ দীণ ॥

## ଭାଦ୍ର ମନ୍ଦ୍ରୀ

ଭାଦ୍ରେର ଶେଷେର ସଙ୍କ୍ଷୟା, ଆଶ୍ଵିନେର ଆସନ୍ନ ବଲରେ ।  
ଦେଖ, ଭାବ ନିର୍ଣ୍ଣୟେଷ ।  
ହେ ପୃଥିବୀ !

ହେ ସୁଦେଶ ! ତୋମାଦେର କିଛତେ ଯାଯ ନା ଭୋଲା ।

ଝାପେଗୁଣେ ଭୋର ପ୍ରାଣ, ମାନ୍ୟବିକ ଚୋଥ କାନ ସପଳିତ ହୃଦୟ  
ଢେଉ ତୋଲେ ଅଭିରାଗ, ନଳିତ ଚିତନ୍ୟେ ଦୋଲେ,  
ଅବିଶ୍ରାମ ଭାଣେ ପାଡ଼, ଅଭ୍ୟାସେ ଅପରାଜିତ,  
ଯେନ ଜୀବନେର ସୌଲଦ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରର । ଏବଂ ମାନୁଷ ଅଲୋକକ  
ସୌଲଦ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯାଦେର ଅପେକ୍ଷାୟ ଉଦ୍‌ଗ୍ରୀବ ଆଞ୍ଚଳ୍କ  
ଆକର୍ଷ୍ୟକ ଅକ୍ଷରନାନେ ହାସ୍ୟ ମ୍ରିତ,

ଯେନ ସୁଭଦ୍ରାର ତରଙ୍ଗିତ ଶରୀରେର ନାରୀତ୍ରେର ବିଭା,  
ମୁଖେର ନିଟୋଲ, କଟିର ଭାଙ୍ଗନ, ସକ୍ଷେର ପାହାଡ଼,  
ବାହର ନକ୍ଷତ୍ରବୃତ୍ତ, ଚିରଚ୍ଛାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନେର ଖୋଦାଇ ଆକାଶେ ବନ୍ଧନୀବ ।  
ଅଥଚ ଆଗରା ଚିରପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ—ଏଥନ ଏଥାନେ ଦ୍ରୁତ,  
ମୁହଁରେଇ ଓଥାନେ ନିଃବ୍ୟାମ ।

ଭାଦ୍ରେର ଆଲୋର ସନାନ, ଶରତ ଆକାଶେ ଶରୀରେ ଉଜାଡ଼ ।  
ମେଘ, ଢେଉ, ବାଲିଯାଡ଼ି, ଉପଲମ୍ବୁଥର ସୂର୍ଯ୍ୟେର ପ୍ରତିଭା,  
ଆଲୋର ତରଙ୍ଗେ ଦୋଲା ।

ତାରପରେ ? ସର, ଅନିଦ୍ରା ବା ଅନ୍ଧକାର ନୈଲାକାଶେ ଆସମୁଦ୍ର ସୂମ ॥

## অকাল মেঝে সূর্যাস্ত

ষান্দিচ শৈতের সূর্য, তবু অকালের মেঝের বাহারে  
অন্তগৌরীনাট্টে নামে চড়াশ্ব সূল্দুর ;  
কিংবা যেন প্রাঞ্জলি কোনো ন্যায়গুরু ভারতীয় নায়িকার মাথুরে শঙ্গারে  
শ্বিতধী গভীর সমে শ্লান দিগম্বর ভরে  
আলারিপ্রপু শেষ করে অনন্তবর্ণমে ।  
অথবা হয়তো কোনো চিরচিরাঙ্গদা, পৌরুষে রূপসী  
কিবু সপ্তবর্ণে মহান্যত্যপটীয়সী,  
বয়স বা অভ্যন্তর যার ভঙ্গে নিত্য নতীশির ।

কলকাতার বাড়িতে বাড়িতে ছাদে ছাদে,  
আকস্মাক দু'চারটি শান্ত স্তুক গাছে,  
গোধূলির শহরে বিষাদে অথচ একটি  
দীপ্তি বিজয়ের অন্দ্রংশিহ তীর্তায়  
কিপু বর্ণগঙ্গা ছায় সাবিত্রী কুন্দসী ।

এবং, স্মৃতিও ছায় উল্লোচিত বিস্মৃত আকাশে  
শহরে, শহর ছেড়ে অন্তহীন উদার নিসর্গে,  
সমুদ্রে বা পাহাড়ে প্রান্তরে ।  
সমস্ত স্মৃতির এক ব্যাপ্তি প্রতিভাসে,  
উদান্ত করণ ভর্গে অন্তরঙ্গ, তীক্ষ্ণ, স্তুক, স্বর্গ-নরকের চেয়ে  
অনেক উজ্জ্বল, সূর্যাস্তের মতোই-আপন, ঘনিষ্ঠ ও বরেণ্য,  
অসামান্য সাধারণে আমাদের ঘৃতুহীন  
জননীরই মতো গরীয়সী ॥

চার দশকের পুরোনো ছবি

তখনও কি বারান্দায়  
রোদুরের আলপনা ? নাকি শুভ ছায়ায় অধ্যাস ?

## চার দশকের পুরোনো ছবি

হালকা কুর্ণিতে তাঁর অক্লান্ত আসন,  
লিখে থান অপরিসর টোবলে,  
খোয়াই-এর প্রথর হাওয়ায়—

কি লেখেন ? উপন্যাস ?

অন্য এক গোরার বিকাশ ? কিংবা কোনও দামিনীর আরেক বিন্যাস ?  
কোনও অন্যায় বা অপরিচ্ছন্ন চিন্তার বিষয়ে  
প্রতিবাদী ব্যাখ্যার প্রবন্ধ ? বা ভাষণ ?  
নার্কি কোনও দীর্ঘায় কবিতা ? ছলে মিলে  
নিরবচ্ছন্ন বুননে মনে মনে কালের রাখাল বাঁশির লয়ে লয়ে ?

দাঁড়ান ! খোদাই মৃত্তি ! কলমের সে প্রচণ্ড গাঁত অবসান !  
পদক্ষেপ করবার, অন্য মনে, দুই কোণে মিত বারাল্দায় !  
দূরদেশী চোখের তম্ময়-অভ্যোগ  
মনে হয় অবচেতনের মুখে ফুটে আসে সূর, কথা !  
গান আসে, গান ওঠে, শব্দ সূর  
নামে পড়ত হাওয়ায় !

তারপরে আবার হঠাত টোবলে বিজয়ী হাত  
রাখেন, এবং ঐ কলমের দক্ষিণে হাওয়ায় সর্বত্ত, সর্বথা,  
ওড়ে কথা, ওড়ে সূর !  
অঙ্ক করেই না বন্ধ তার পাখা  
ব্যরাল্দায় স্র্যগুলি নেমে বসে নতজানু,  
ছায়াগুলি করে প্রণিপাত,  
ভুলুষ্টিত নিথর হাওয়ায় !

ছবি দেখা ক্ষান্তি পায় ।  
গাছের ছায়ায় স্থান—  
মুবকটি—বা বালকই—নির্বিড় চৈতন্য ধরে ফিরে যায়  
আসন্ন সঙ্গ্যায়,

টাটাহোসে চাখানায়, নার্কি রিস্ট বোলপুর স্টেশনের নিঃসঙ্গ চতুরে ॥

## ର୍ବିକରୋଜ୍ଜଳ ନିଜ ଦେଶ

ତୁଙ୍ଗ ହିମ ହୁଦେଇ ତୋ ଚିରକାଳ ନଦୀର ଶୈଶବ ।  
ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପାଯ ଶ୍ୟାମ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟଜେର ବହୀପେ ଗଞ୍ଜାୟ,  
ପାଞ୍ଚେ ନା କୌରବେ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶେ ଯାଦେର ଗୋରବ ।

ମାନସହୃଦେର ନୀଳ ଆମାଦେର ରଙ୍ଗାଙ୍କ ସଂଝ୍ଣାୟ—  
ଦୁର୍ଗାତର ଅନ୍ତ ନେଇ, ତବୁ ନୀଳ ଅନନ୍ତ ସାଗର,  
ତବୁ ଭାଗୀରଥୀ ବଯ ବୀର ପାଯେ ଜାନୁକେ ଜଗ୍ଘାୟ,

ଫାଁଟିତହୀନ ଶତରବେ ଦିନରାତ୍ରି ସମାନେ ଜାଗର  
କପିଲଗ୍ରହାୟ ସାତ୍ରୀ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ମୂର୍ଖ ଖୁଜେ,  
ସୂଳରୀବନେର ବାଘ ଭାସେ, ଡୋବେ କୁମାର ହାଙ୍ଗର ।

ଆଜଓ ଚାଇ ସକଳେଇ, କେଉ ଜେନେ କେଉ ବା ନା ବୁଝେ—  
ନାମାଇ ମାନସଗନ୍ଧ ର୍ବିକରୋଜ୍ଜଳ ନିଜ ଦେଶ,  
ନିର୍ବର୍ଣ୍ଣରେ ସ୍ଵପ୍ନଭଙ୍ଗେ ସମତଳେ ତୋରଣେ ଗଢ଼ିଜେ,

ଚାଇ ଅନ୍ଧାଜା ଦୀର୍ଘତେ ମୁକ୍ତ ର୍ବିରଶ୍ମା ଘେନ ମେଶେ,  
ଜନପଦେ, ଜୀବନେ ଓ ଜୀବିକାଯ ଚାଇ ସେ ବୈଭବ  
ଯା ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭବ ଯଦି ମୁକ୍ତୁ । ଆସେ ଦ୍ୱାରାମ୍ଭରେ ହେସେ,

ଯଦି ଆଶି ବହୁରେ ସମେ ଥାକେ ବୈଶାଖୀ ଶୈଶବ । ।

## সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯)

বট

কোথাও এমন বিল্লু নেই  
 যেখানে থেমেছে এসে প্রাণের কলঙ্কী ইতিহাস ।  
 সমৃদ্ধের গান শোনে সাইক্রোনে ঘাস ।  
 কোথাও পাপের ক্ষয় রাখে নি তেমন কিছু পরিচ্ছন্ন খেই  
 পাবকের মতো, ঘার নৌল বাহপাশ  
 পাবো নদ নদী-হ্রদ-সমুদ্র-সিনানে ।  
 তবু অস্নাতক দিনে খুঁজে নিতে হয় যদি না থাকার মাঝে  
 তোমাকে দেব না আমি যেটে  
 কোনো বিবাহিত-রাত্রি ঝলসানো আগুনের ক্ষেত্রে  
 পাছে আলোকিত ক্ষণে ক্ষতমুখ পাও  
 যা তুমি, অথবা হ'তে পারে মায়া সবুজকন্যাও  
 যা তুমি অনেক জন্মে ছিলে  
 আমি উনপশ্চাশের ফলতরু, পশ্চডাল নৌলে ॥

## অক্ষুণ্ণ মিত্র (১৯০৯)

এ জ্বালা কখন জুড়োবে

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?  
 আমার এই বোবা মাটির ছাতি ফেটে চৌচির । উঠোনের ভালোবাসার  
 ভোর এক মুঠো ছাই হয়ে ছড়িয়ে যায় শুকনো লাউডগার মাচায়, খড়ের  
 চালে কাঠবিড়ালীর মতো পালায় অনেক দিনের আশা, শুধু ভাসা ভাসা  
 কথার শূন্যে লেগে থাকে এক জলমোছা দৃষ্টি দৃপ্তেরের সূর্য হয়ে । কোথায়  
 সে আশঙ্কাকে পোষবার সংসার, ভূবিষ্যতকে আদর করবার সংসার ।

## অরুণ মিশ্র

গড়বার, আদর করবার, ফুলে ফলে কার্কালতে মিলিয়ে দেবার। মিলিয়ে  
গেল তা এই ক্ষেত্রে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে?

আমার কন্যাকুমারী কপাল কোটে পাথরে। কর্তব্য তুষার-শীতল  
স্নেহের প্রার্থনা পেতেছে সে দোরগোড়ায়, চেয়েছে উন্তুরে হাওয়ায়  
সক্ষ্যাত্ত্বার বর্ণ। কিন্তু ঝাঁক ঝাঁক বর্ধার বিষ উন্তাল করল তার তিন  
সমৃদ্ধ, এপার ওপার জুড়ল তার কান্নার কল্লোল। দাওয়ায় বসে  
থার ছায়াপথে স্বপ্ন পাঠানো যায় না, হারানো তারাগুলো শুধু কঁটা হয়ে  
ওঠে আগাছার ঝোপে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে?

পূরনো খবরের কাগজের পাতায় বালির তাঁরিখগুলো চাপা পড়েছে।  
খালি হৃদয়ের বাঁচার আল্লোলনে তারা বেঁচে। শোভাযাত্রায় শোকযাত্রায়  
মল্লগার মিলনে ভিতরে ভিতরে ফঁসে-ওঠা ফঁঁপয়ে ওঠা আবেগ শরীরের  
সমন্ত ত্বরিতে থরথর করে। সেখানে শান্তি বরে না, সান্ত্বনা বরে না।  
ছেলে ভুলোনো আসবে কাঠ-পুতুলের একটা একরোখা ভঙ্গি শক্ত হয়ে  
থাকে যেন এখনি ছিটকে পড়বে বিক্ষেত্রে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে?

গোমুখীর পাহাড়-চূড়ায় অঙ্ককার উড়িয়ে এ কোন্ জয়ের উল্লাস ! তার  
তাড়নায় অঁকাংকা সুতোলী নদী সাপের মতো মোচড়ায়। লাখ লাখ  
বুকের তুষানলৈর আভায় কালো দিগন্তে পাড় বোনা, দুর্গের গড়ে  
সঙ্গনের চকরিকির ফুলাংক আব রাজবাগিচায় জঙ্গলের চাউলি। আরো  
বালি চাই। অনেক তো দেওয়া গেল, অনেক প্রয়জনের পাঁজর  
গঁড়িয়ে গেল আচমকা ঢোপে। আর কত ! কবে আমার এই ধূলো  
পরিষ্ক বৃঞ্জিতে দোবে ?

এ জ্বালা কখন জুড়োবে?

কখন ?

ହାଓସାଧରେ ଉପରେ ମୋରଗଠୀ ସୁରହେଇ । ଆମି ଏକ ମରା ଆକାଶ ନିଯେ ଶହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ । ଆମାର ସାମନେ ଐ ହାଓସାଧର । ଆର ଏପାଶେ ଓପାଶେ ଦେୟାଲେର ଫାଟିଲେ ବଟେର ଚାରା ହାଓସାଧ ଶିରଣ୍ଶିର । ଭିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକଡ଼ ନାମତେ ଅନ୍ଧକାର କତଖାନି ଗଭୀର ହସେ କେ ଜାନେ । ତତକ୍ଷଣ ମେକେଲେ ଗାଛଗୁଲୋ ପାହାରାଅଲାର ମତୋ ଥାଡ଼ା । ତାଦେର ଶରୀର ଆମାର ଭାବଭାଲବାସାକେ ଆମଲ ଦେବେ ନା । ଅଥଚ ନୀଳ ଟ୍ଟାଂଦୋଯା ଥିକେ ଏକରାଶ ଫୁଲେର ଝାଡ଼ିଲାଞ୍ଚନ ଟାଙ୍ଗନୋ ହେଁବେ । ଟ୍ଟାଂକୋ ସବ ପାପଢ଼ିର ଭିତର ଦିଯେ ହାଓସାଧ ।

ଆଲତୋ ହାଓସା ଛାଇଗାଦାୟ । ଛାଇ ଆମାର ଆନ୍ତାନାର ଆନାଚେ-କାନାଚେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟାଟେ । ହାଁଟୋ ଘୋରୋ ଦୌଡ଼ିଓ, ମାଟିତେ କୋନୋ ରଙ୍ଗ ଛଲକାଯ ନା । ନା ଜଲେର ନା ଆଲୋର ନା ଧାସପାତାର । ଆର ଆଜିମେର ଲୋହାପାଥର, ତାରା ଯେନ ଧୂମର ସୁମେ ହାଓସା । କୋନୋ ସମୟ ହଠାତ୍ ରକ୍ତେର ଜ୍ଵାଳାଯ ଆମି ତାଦେର ଟେର ପାଇ । ବାଇରେ ସବ ଚୁପଚାପ । ଏମନକି ଆମାର ବୁକେର ଟାଲମାଟାଳ ଦୃଇ ଟୋଟ ଚେପେ ନିଃଶବ୍ଦ ହାଓସାଧ ।

ତରୁ ଇତିମଧ୍ୟେ ପାଁଚିଲେର ଗା ଥିକେ ହରିଗୁଲୋ ଖସତେ ଶୁରୁ କରେଛେ । ଟୁକରୋ ଟୁକରୋ ହାସିମ୍ବୁଥ ଶହରେ ତାଦେର ଉପର ଭାସଛେ । ହାଓସାଧ ।

### ଅନ୍ତିମଜ୍ଜାୟ କୋନେ ।

ଅନ୍ତିମଜ୍ଜାୟ ବୁଝି କୋନୋ ଗୋପନତା ଥାକେ ।

ତାଦେର ଠେଂଟ ଚୋଥେର ତାରା ଆର ବୁକେର ଆଲୋଯ

ଆମି ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହରେଛିଲାମ,

ତାରା ଗଲା ବାଡ଼ିଯେ ଆମାକେ ଦେଖେଛିଲ

ଆମି ତାଦେର କଥା ଶୁନତେ ପେରେଛିଲାମ,

କେଉ କିଛୁ ସାଜିରେ ସାଜିରେ ବଲେ ନି

ସବଟାଇ ପାପଢ଼ି ଥୋଲାର ସଙ୍ଗେ

## ଅରୁଣ ମିଶ୍ର

ପାତାର ଉପର ରୋଦ ପଡ଼ାର ସଙ୍ଗେ  
ମୌସୁମୀ ହାଓସାଯ ବୃକ୍ଷର ସଙ୍ଗେ  
ଏବଂ ଶିଶୁରା ବଡ଼ୋ ହୟେ ସଥନ ହଠାତ ତାକାଳ  
ଆର ତାଦେର ବାପ ମା ମନେର ବୋଝା ସଥନ ପାଲକେର  
ମତୋ ଉଡ଼ିଯେ ଦିଲ  
ତାର ସଙ୍ଗେ,  
କେଉ କିଛୁ ସାଙ୍ଗିଯେ ବଲେ ନି,  
କିନ୍ତୁ ପ୍ରତେ କଟା କଥା ନିଶାନେର ମତୋ ଦୁଲାହିଲ  
ଆମାକେ ଡେକେ ଡେକେ, ଆମ ଶୁନେଛିଲାମ  
ଏବଂ ଏକ ବକ୍ର ନଦୀ ଆମାକେ ପେଂଚେ ଦିରେଛିଲ  
ତାଦେର ବୁକେର ଦରୋଜାଯ ।

ଆରଙ୍କ କଥା ଚୋଖ ମୁଖ ଥେକେ  
ଆରଙ୍କ କଥା ହାତ ପା ସୁରୋଲେ  
ସବହି ଆକାଶେର ତାରା ହବାର ମତୋ,  
ଆମି ମାଥା ତୁଲେ ଧରେଛିଲାମ  
ଉଞ୍ଜଳିତାର ଜନେ ।

ଏବଂ ରାତ୍ରିବେର ସଙ୍ଗେ ସନିଷ୍ଠ ହରେଛିଲାମ ।

ଆଶର୍ଯ୍ୟ ଏହି : ଆମି ଏଥନ ନୈଃଶ୍ୱରେ  
କୋନୋ ଗୁଞ୍ଜନ ଆର ନାହିଁ  
ବାତାମେଣ ନା ଜାଲେଣ ନା,  
ଆମାକେ ଘିରେ ଏତ ଛଳଛଳ  
ଯେନ ଦୁଃଖୋତ୍ସବ ପାତାର ନିଚେ ଉଡ଼େ ହୟେଛେ ।

ତବେ କି କୋନୋ ବଳା ଧମନୀର ଭିତରେ ନାହିଁ ?  
ନିଶାନେର ଯତ ରଙ୍ଗ ବାନ୍ଧିବେ ଧୂମେ ସାଯ  
ଏବଂ କୋନ୍ତୁ ଉଂଚେ ଗାନ ଆହେ ତାର ଜନେ ; ଆମି ମାଥା କୁଟି  
ଚୋଖ ମୁଖ ଠୋଟେର ଭାଷାର ତଳାଯ  
ବୁନ୍ଦିକି ଏକ କରାତ ଶିକଡ଼େ ଶିକଡ଼େ ବସାନୋ ଛିଲ ।  
· ଅନ୍ତିତେ ଅଞ୍ଜାଯ ଭୟକରଣ ଗୋପନତା ଛିଲ ।

## ଆଶୋକବିଜୟ ରାହା ( ୧୯୧୦ )

### ପ୍ରାଣିକ

ପ୍ରାଣିକ, ତୁମ ନୂତନ କାଳେର ପ୍ରାଣେ ଦୀଡାଲେ ଏସେ  
ପୂର୍ବେର ଆକାଶେ ନୃତନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦୟ,  
ସତ ଛାଯାଭୟ ଆନାଗୋନା କରେ କାଳୋ ରାତ୍ରିର ତଳେ  
ମିଳାଯେଛେ ତାରା ସୁଦ୍ଧର ଦିଗନ୍ତରେ ।

ତବୁ ଝାନି ମନେ ପୃଥିବୀ ଏଥିନୋ ରଯେଛେ ଢାକା  
ପଲାତକ ରାତ ଆଡାଲେ ଫେରେ—  
ଆଦିମ ସନେର ବିଶାଳ ଛାଯା, ଗୁହାର ଅନ୍ଧକାରେ  
ସାପେର ମତନ ଏଥିନୋ ଜଡ଼ାଯେ ଆଛେ ।

ଅନ୍ଧ ମନେର ଅତଳ ଗହନେ ଜମାଟ ରାତ୍ରି କାଳୋ  
ମୁଡଙ୍ଗପଥ ଛଡାଯେଛେ ଶତ ଶତ—  
ମେ ଝଟିଲି ପଥେ ହିଂସାର ଛାଯା କଣ କରେ ଆନାଗୋନା  
ପ୍ରଥର ନଥର, ଶାନିତ ଚୋଥେର ଆଲୋ ।

ପ୍ରାଣିକ, ଆଜ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦୟ  
ରାତ୍ରିଶେଷେର ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରୋ  
ପ୍ରାର୍ଥନା କରୋ ପ୍ରାଣସୂର୍ଯ୍ୟର କାଛେ ।  
ମାନୁଷ ସେଥାନେ ହାରାଲୋ ନିଜେକେ ଅତଳ ଅନ୍ଧକାରେ  
ଛାଯା-ବିଭୀଷିକା ଘରେ ଆମେ ଚାରିଧାରେ  
ସେଥାନେ ପାଠାଓ ଆଲୋକେର ବରାଭୟ ।

ନୃତନ ଦିନେର ଉଞ୍ଜ୍ଜୀବନେର ମନ୍ତ୍ର ଶୋନାଓ କାନେ  
ବଲୋ, ପୃଥିବୀର ସତ ନରନାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ତ୍ତି ।

## বিমলচন্দ্ৰ ঘোষ ( ১৯১০ )

### জুতী পালিশ

বেগুয়ারিশ যত কিশোৱ ছেলেৱা অধ'নঘ দেহে  
 পৰ্যাকেৱ পদধূলায় মালিন তাকায় না কেউ সেনহে  
 জুতা ঘেড়ে ঘুছে পালিশ লাগায় দুৰ্বল কঢ়িহাতে  
 ঘুথে তবু এক অঙ্গুত হাসি অসীম অজ্ঞতাতে  
 মহানাগৰিক পাদুকাপঞ্চ দুৰ্ভাগ্য শিশুদল  
 পালিশেৱ প্ৰতিযোগিতায় কৱে কৰি কৱণ কোলাহল !

### এক ঝাঁক পায়ৱা

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়ৱা  
 সূৰ্যেৱ উজ্জ্বল রৌদ্ৰে  
 চণ্ডল পাখনায় উড়ছে ।  
 নিঃসীম ঘন নীল অৰ্বৱ  
 গ্ৰহতাৱা থাকে যদি থাক নীল শুনো ।  
 হে কাল হে গন্তীৱ,  
 অশান্ত সৃষ্টিৱ  
 প্ৰশান্ত মনুৱ অবকাশ,  
 হে অসীম উদাসীন বারোমাস !

চৈপ্ৰেৱ রৌদ্ৰেৱ উদ্বায় উজ্জ্বাসে  
 তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই.  
 শুধু ষেত পিঙ্গল কৃষ্ণ  
 এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়ৱা ।

দুপুৱেৱ রৌদ্ৰেৱ নিঃবুম শান্তি  
 নীল কপোতাক্ষীৱ কান্তি

এক ফালি নাগরিক আকাশে  
 কালজয়ী পাখনার চণ্ডল প্রকাশে—  
 চৈতালি সূর্যের থমথমে রৌদ্রে  
 জীবন্ত উল্লাসে উড়ছে  
 পাঁচরঙ্গ এক ঝাঁক পায়রা ।

একফালি আকাশের কোল-ঘেঁষা কার্ণিশ  
 রং চটা গম্বুজ দিগন্তে চিমনি,  
 সোনার প্রহর কাঁপে চণ্ডল পাখনায়  
 ছোট্ট কালের ঘোরে প্রাণ তবু তন্ময়  
 লীলায়িত বিগময়  
 সৃষ্টির এক ঝাঁক পায়রা ।

রূপালি পাখায় কাঁপে হিকালের ছন্দ  
 দৃপুরের ঝলমলে রোম্দুর  
 হে কপোত, পারাবত পায়রা  
 যে দিকে দুচোখ ধায় দেখা শায় যম্দুর  
 রূপালি পাখায় অঁকা শূন্য ।  
 আকাশী ফুলের শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ  
 কম্পিত শত শত উড়স্ত পাপড়ি  
 তুমি নেই, আর্মি নেই, কেউ নেই  
 দৃপুরের ঝলমলে জীবন্ত রৌদ্রে  
 ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা ।

## ଦିତଶ କାମ ( ୧୯୧୩ )

### କାନ୍ତେ

ବେଳନେଟେ ହ'କ ସତ ଧାରାଲୋ  
କାନ୍ତେଟା ଧାର ଦିଓ ବଙ୍ଗୁ,  
ଶେଷ୍ ଆର ବୋଗ ହ'କ ଭାରାଲୋ  
କାନ୍ତେଟା ଶାନ ଦିଓ ବଙ୍ଗୁ !

ବୀକାନୋ ଚାଁଦେର ସାଦା ଫାଲିଟି  
ତୁମ ବୁଝି ଥୁବ ଭାଲବାସତେ ?  
ଚାଁଦେର ଶତକ ଆଜ ନହେ ତୋ,  
ଏ ସୁଗେର ଚାଁଦ ହ'ଲ କାନ୍ତେ !

ଲୋହା ଆର ଇଚ୍ଚପାତେ ଦୂରିଯା  
ଯାରା କାଲ କରେଛିଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ,  
କାମାନେ କାମାନେ ଠୋକାଠୁକିତେ  
ନିଜେରାଇ ଚର୍ଣ୍ଣ-ବିଚର୍ଣ୍ଣ ।

ଚର୍ଣ୍ଣ ଏ ଲୌହେର ପୃଥିବୀ  
ତୋମାଦେର ରକ୍ତ-ସମୁଦ୍ରେ  
କ୍ଷଯିତ ଗଲିତ ହୟ ମାଟିତେ,  
ମାଟିର—ମାଟିର ସୁଗ ଉଦ୍ଧରେ ।

ଦିଗନ୍ତେ ଘୁଣିକା ସନାରେ  
ଆସେ ଓଇ, ଚେ଱େ ଦେଖ ବଙ୍ଗୁ !  
କାନ୍ତେଟା ରୈଥେହ କି ଶାନାରେ  
ଏ-ମାଟିର କାନ୍ତେଟା ବଙ୍ଗୁ !

## ଭାରତବର୍ଷ

ଚୋଖଭରା ଜଳ ଆନ୍ଦୋଳା ଅଭିମାନ୍-ନିଯମ  
କୋଲେର ଛୁଲେର ମତ ତୋମାର କୋଲେଇ  
ଘୁରେଫିରେ ଆସି ବାରବାର,  
ହେ ଭାରତ, ଜନନୀ ଆମାର !

ତୋମାର ଉତ୍ସୁକ ଡାଲେ  
କଥନ ଫୁଟୋଛି କଚିପାତାର ଆଡାଲେ,  
ଆମାର କଞ୍ଚୁ-ରୀ-ରେଣୁ ଉଡ଼େ ଗେଛେ କତ ପଥେ  
ଦିଗନ୍ତେ ଆକାଶେ ଛାଯାପଥେ,  
ତବୁ-ଓ ଆମାର ଛାଯା ପଡ଼େଛେ ତୋମାର ବୁକେ କତ ଶତ ଛଲେ  
ତୁମି ବାଁକା ଝିରାବରେ ନଦୀ ଛଲଛଲେ  
ବାଜାଓ ଦେହେର ବୁମ୍ବୁମ୍ବି,  
ଜନନୀ ଜନମର୍ତ୍ତ୍ଵିମ ତୁମ !

ତୋମାର ଆକାଶେ ଆମି ପ୍ରଥମ ଭୋରେର  
ପେଯୋଛି ଆଲୋର ସାଡା,  
ଦପଦପେ ହୀରେ-ଶୁକତାରା  
ଅକ୍ଷୁଟ କାକଳି,  
ଜଳେ ଫୋଟେ ହୀରକେର କାଳ  
ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ହୀରେର ରୋଦ—  
ହେ ଭାରତ, ହୀରକ-ଭାରତ !

କୋନ୍ ଏକ ଢେଉଛୋଯା ଦିନେ  
ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଥେକେ ପଥ ଚିନେ ଚିନେ  
କଥନ ଏସେଛି ଆମି ବିନୁକେର ମତ,  
ତୋମାର ସାମେର ହୃଦେ ଘାଲେର ସବୁଜେ  
ଥେଲା କାରି ଏକା ଅବିରତ !

## দিনেশ দাস

আঁধি তো রেখেছি শুধ  
তোমার গঙ্গোপ্তী-গনে অধীর উচ্ছুধ,  
মিটাল আগ্নেয় ক্ষণ্ঠা তোমার অক্ষয়বটফলে  
দিনান্তে সুড়োল জানু মালাবার করোমগলে  
দিয়েছি আমাকে কোল :  
কত জলতরঙ্গের রাণি উত্তরোল  
ভ'রে দিলে ষ্টুমের কাজলে :  
মিশে গেছি শিকড়ের তম্ভয়তা নিয়ে  
তোমার মাটির নাড়ি হাওয়া আর জলে  
গৌষ্য বর্ধা হেমন্ত শরৎ—  
হে ভারত, হীরক-ভারত !

আজ গোরীশঙ্করের শিখরে শিখরে  
জমে কালো মেঘ  
বৈশাখী পাঁখির ডানা ছড়ায় উদ্বেগ :  
তবু এই আকাশসমৃদ্ধ থেকে কাল  
লাফ দেবে একমুঠো হীরের সকাল  
চকচকে মাছের মতন—  
হে ভারত, হীরক-ভারত পুরাতন !

নোটবুক : ১৯৮৩

দেশের মাপকাঠি কি ছুরি-কাঁটায় !  
এসিয়াডের টেব্ল-টেনিস খেলোয়াড়েরা বলে গেলেন  
“হাইস্কুল, স্ন্যাশ, মোরগমশাঙ্গম, কইলে কাবাব,  
আর রঙিন ছায়াছবিতে ভারত পৃথিবীর ভূম্বর্গ !”

এদিকে অগ্রস্তি ভেড়া, শুয়োর, খাসী, বড়খাসীর আর্তনাদে  
বিনোবাঞ্জি অনশনে অনঙ্গ শন্যে মিলিয়ে গেলেন,  
তাঁর বিদেহী কষ্টে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল  
ভারীঃ ‘ভারতরঞ্জে’র হার, কতকটা সাঙ্ঘনা-পুরস্কারের মত !

এখন কে বলবে,  
এই সমারোহের দেশে অধেক লোক অর্ধাহারে, অনাহারে থাকে ?  
ক্ষণ্ঠার ফিতে দিয়ে এ মাটিকে কেউ মাপবে না ?  
এসিয়াড রঞ্জমশ্চের আড়ালে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খার্চন খেটে  
কত রাম্পকিশোর, কত রামপ্রতাপ, কত মৈনাবাইয়ের দেহ  
চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল বড় বড় লোহার বীম পড়ে  
শুধু দু'মুঠো গোপন গম সংগ্রহের জন্যে :  
মৈনাবাই তার সারা শরীরের শ্রমকে পরিণত করেছিল  
দুটি নিচৌল মাতৃস্তনে :  
আহা ! তার সাতমাসের বাচ্চাটি কি  
একটু দুধের জন্যে এখনো কাঁদছে !

এখনে সরকারী দপ্তরের শন্য চেয়ার টেবিলের আশেপাশে  
উদ্ভ্রান্ত, ক্লান্ত মানুষগুলো ঘূরে বেড়ায়  
যাদের মুখ আছে, কিন্তু জিভ নেই :  
তখন শোনা যায় কর্তামশায়ের নম্ব কণ্ঠস্বর,  
“কাকে বলব ? চেয়ারকে ?”  
এত ভাল হলে কি সরকারী সংসার চলে !

জানি, আমাদের র্বিষ্যৎ ঝুলছে শন্যে—মহাশূন্যে,  
তবু মনুমেটের শুভ্রের ওপর লাল রং লাগিয়ে কি লাভ ?  
আকাশে একটু নীল, একটু মেঘ, একটু জলের রং থাকলে ক্ষতি কী ?  
বরং বন্ধু মন্ত্রকরাজের কথামত  
শহরের স্ত্রীপণ সাফাই করলে বাতাস নিরাময় হ'ত,

## দিনেশ দাস

মার্কস-এঙ্গেলস, লোননের মর্মরমূর্তির গায়ে লাগত  
একটু স্বচ্ছ বাতাস,  
আমরাও ফুসফুসে ফুরফুরে অঞ্জিনেন টেনে  
কিছুদিন মাছের মত সাতার কাটতে পারতুম  
য়যদানের সবুজ সরোবরে ।

আমরা ধেন হঠাত ভাল হয়ে গেছি :  
একদা দশ টাকা কিলো মাছের দর উঠলে  
ক'লকাতার বাজারে চলত দমদম দাওয়াই,  
এক পয়সা ট্রামভাড়া বাড়লে  
একশো ট্রাম ঝলেপুড়ে ছাই হয়ে যেত ।  
তারপর সময়ের ডাল থেকে বরেছে অনেক শুকনো পাতা,  
বরাপাতার কবরে সব কিছু চাপা প'ড়ে গেছে ।  
এখন আমরা তিরিশ টাকা কিলোর মাছ কিনছি হাসিমুখে,  
ট্রামবাসের ভাড়া তিরিশ পয়সায় লাফ দিলেও  
আমরা আর লাফিয়ে উঠিনা :

হঠাত আমরা এত ভাল হয়ে গেলাম কী করে ?  
কতদিন আমরা নিজেদের ঠকাব !  
তবে কি বাতাসে কোথাও ভয় উড়ছে ?

কিসের ভয় ? কেন ভয় ?  
এ ভয় কি আমাদের নিরাপত্তা হারানোর আশঙ্কা,  
আমাদের সুখশান্তি, গাড়িবাড়ি, টি ভি-টেলিফোন  
ব্যাঙ্ক, শেয়ার-মার্কেট ধর'সে যাবার দৃঃস্থল ?  
এর চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর ভয়—  
আপনজনেরা আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল বলবে,  
আমাদের সামাজিক অস্তিত্ব হবে বিপন্ন ।  
তাই মনে হয়, আকাশে বাতাসে চারপাশে কোথাও ভয় উড়ছে  
এই সব অকারণ ভয়ের নাড়ীভূড়ি ছিঁড়ে  
কথে ভোরের আলোয় আমাদের জন্মান্তর হবে !

## সমৰ সেন ( ১৯১৬ )

মহায়ার দেশ

১

মাঝে মাঝে সন্ধ্যার জলস্নোতে  
অলস সূর্য দেয় একে  
গর্লিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর শৃঙ্খল,  
আর আগুন লাগে জলের অঙ্ককারে ধূসর ফেনায় ।  
সেই উজ্জ্বল শৃঙ্খল তাও  
ধৌঁয়ার বাঁকিম নিঃশ্বাস ঘুরে ফিরে ঘরে আসে  
শৌকের দৃঃস্মপ্তের মতো ।  
অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মাদির মহায়ার দেশ,  
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে  
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,  
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস  
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে ।  
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহায়া-ফুল,  
নামুক মহায়ার গন্ধ ।

২

এখানে অসহ্য, নিবিড় অঙ্ককারে  
মাঝে মাঝে শুনি  
মহায়া বনের ধারে কঢ়লার খনির  
গভীর, বিশাল শব্দ,  
আর শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে  
অবসর মানুষের শরীরে দৈখ ধূলোর কলঙ্ক,  
ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়  
কিসের ক্লান্ত দৃঃস্মপ্ত ।

## ମଦନଭ୍ୟେର ପ୍ରାର୍ଥନୀ

ମାଞ୍ଚଲେର ଦୀର୍ଘ ରେଖା ଦିଗଣ୍ଡଳେ  
ଜାହାଜେର ଅକ୍ରୂତ ଶବ୍ଦ,  
ଦୂର ସମୁଦ୍ର ଥିକେ ଭେସେ ଆସେ  
ବିଷଣୁ ନାବିକେର ଗାନ ।  
ସମ୍ପତ୍ତ ଦିନ କାଟେ ଦୃଃମୁଖେର ମତୋ ;  
ରାତ୍ରେ ନିବିଡୁ ପ୍ରେମ : କୁମୁଦେର କାରାଗାର ।  
କତ ଦିନ, କତ ମନ୍ତ୍ରର, ଦୀର୍ଘ ଦିନ,  
କତ ଗୋଧୂଲି-ଘନିର ଅନ୍ଧକାର,  
କତ ମଧୁରାତି ରଭେ ଗୋଙ୍ଗାଯନୁ,  
ଆଜ ମୃତ୍ୟୁଲୋକେ ଦାଓ ପ୍ରାଣ  
ଦୂର ସମୁଦ୍ର ଥିକେ ଭେସେ ଆସେ  
ବିଷଣୁ ନାବିକେର ଗାନ ।

## ନାଗରିକ

ମହାନଗରୀତେ ଏହି ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ତାରପର ଆଲକାତରାର ମଟୋ ରାତ୍ରି  
ଆର ଦିନ  
ସମ୍ପତ୍ତ ଦିନ ଭରେ ଶୂନ୍ନ ରୋଲାରେର ଶବ୍ଦ,  
ଦୂରେ, ବହୁଦୂରେ କୁଞ୍ଚିତାର ଲାଲ, ଚକିତ ବଲକ,  
ହାଓଯାଇ ଭେସେ ଆସେ ଗଲାନୋ ପିଚେର ଗନ୍ଧ ;  
ଆର ରାତ୍ରି  
ରାତ୍ରି ଶୁଦ୍ଧ ପାଥରେ ଉପରେ ରୋଲାରେର  
ମୁଖର ଦୃଃମୁଖ ।

তবু মাৰে মাৰে মূহূৰ্তগুলি  
 আমাদেৱ এই পথ  
 সোনালী সাপেৱ মতো অতিক্রম কৱে ;  
 পাটেৱ কলেৱ উপৱে আকাশ তখন  
 পাথৱেৱ মতো কঠিন,  
 মনে হয় যেন সামনে দৈথি—  
 দুধারে গাছেৱ সবুজ বন্যা,  
 মাৰখানে গেৱৰয়া পথ,  
 দূৰে সূৰ্য অস্ত গেল ;  
 ভৱা চাঁদ এল নদীৱ উপৱে,  
 চাৰদিকে অঙ্ককার—ৱাত্ৰেৱ ঝাপসা গন্ধ,  
 কিছুক্ষণ পৱে হাওয়াৱ জোয়াৱ আসবে  
 দূৰ সমুদ্ৰেৱ কোনো দীপ থেকে,  
 সেখানে নৌল জল, ফেনায় বেঁয়াটে-সবুজ জল,  
 সেখানে সমস্ত দিন সবুজ সমুদ্ৰেৱ পৱে  
 লাল সূৰ্যাস্ত,  
 আৱ বালিষ্ঠ মানুষ, স্পন্দমান স্বপ্ন—  
 যতদূৰ চাই ইঁটেৱ-অৱণ্য,  
 পায়ে চলা পথেৱ শেষে কান্নাৱ শব্দ !

ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়  
 হে মহানগৱী !  
 রক্ষাস রাণি শেষে  
 জুলস্ত আগন্তেৱ পাশে আমাদেৱ প্ৰাৰ্থনা,  
 সমান জীবনেৱ অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন  
 আৱ কত লাল শার্ডি আৱ নৱম বুক, আৱ টেৰিকাটা মস্ণ মানুষ  
 আৱ হাওয়ায় কত গোষ্ঠ ছেকেৱ গন্ধ,  
 হে মহানগৱী !

## କିରଣଶଙ୍କର ସେନଗୁପ୍ତ

ଯଦି କୋନୋଦିନ କର୍ମହୀନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବକାଶେ ବସନ୍ତ ବାତାସେ-  
ଶ୍କୁଲ ଆର କଲେଜ ହଲ ଶେଷ କ୍ଲାଇଭ୍ ସ୍ଟ୍ରଟ ଜନହୀନ,  
ଦଶ୍ଟା-ପାଁଚ୍ଟାର ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସ ଗିଯ଼େଛେ ଥେମେ,

ମନ୍ଦ୍ୟା ନାମଳ :

ମାଝେ ମାଝେ ସବୁଜ ଗାଛେର ନରମ ଅପରାପ ଶବ୍ଦ,

ଦିଗନ୍ତେ ଜୁଲକ୍ଷ ଚାଦି, ଚିତ୍ତପୁରେ ଭିଡ଼ ;

କଳି ସକାଳେ କଥନ ସ୍ଵର୍ଗ ଉଠିବେ !

କଲେରା ଆର କଲେର ବାଁଶ ଆର ଗଣୋରିଆ ଆର ବସନ୍ତ

ବନ୍ୟା ଆର ଦୂର୍ଭିକ୍ଷ

ଶୃଙ୍ଖଳ୍ବ ବିଶ୍ଵେ ଅନୁତମ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ :

ମନ୍ଦ୍ୟାର ସମୟ,

ରାତାୟ ଅନୁର୍ବର ଆଜ୍ଞାର ଉଚ୍ଛ୍ଵାସେ

ମାଝେ ମାଝେ ଆକାଶେ ଶୁଣି

ହାଓଯାର ଚାବୁକ,

ଆର ବାପମାଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ଅନୁଭବ କରି

ଚାରଦିକେ ଝଡ଼େର ନିଃଶବ୍ଦ ମଣ୍ଡାରଣ ।

## କିରଣଶଙ୍କର ସେନଗୁପ୍ତ ( ୧୯୯୮ )

ଦେଡ଼ଶୋ ବଛର ବାଦେ

( ଫ୍ରେଡରିକ୍ ବିଦ୍ୟାମାଗରକେ ନିର୍ବେଦିତ )

ଦେଡ଼ଶୋ ବଛର ବାଦେ ତୋମାର ଛୀବିର ସାମନେ  
ନତଜାନୁ ହଲେ ।

ଏମନ ଘୋଗ୍ୟତା ନେଇଁ ।

ତୁମି ନତ ହତେ ଶେଖାଗନୀ ।

সবল স্পর্ধায় মাথা উঁচু ক'রে  
অন্যায়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে  
বুক টান করে হাঁটতে শিখিয়েছিলে ।

আনুষ গাছ থেকে বনস্পতি হয়ে ওঠে  
যদি থাকে মনুষ্যস্ত ;  
নালা থেকে ক্রমশ নদী হতে পারে  
যদি রক্তের ভিতরে  
জেগে উঠে করুণানির্বার ।  
তুমি বাংলাদেশ গড়বার জনো  
মনুষাত্ত্বের উদ্বোধনে  
বর্ণপরিচয়ের মোমবাতিগুলো  
জ্বালিয়ে দিয়েছিলে ;  
‘অথচ দেড়শো বছর বাদে আমরা  
ভীষণ এক ভাঙ্গা বাংলায় বাস করছি,  
গঙ্গার এপার থেকে মেঘনার ওপার  
চোখের অস্পষ্টতার জনো  
এখন আর দেখা যায় না ।’  
দেড়শো বছর বাদে তোমার ছবির সামনে  
নতজানু হবো  
এমন যোগ্যতা নেই ;  
চতুর্দিশকে সুবিধানদী বেঁটে বামনের দল  
তোমার পাহাড়প্রতিম মূর্তির পাশে  
পিংপড়ের মতো ঘুবে বেড়াচ্ছে ।

আমরা এখন  
বুকভাঙ্গা রক্তগাথা এক দৃঃথী বাংলায়  
ঝড়ের নেইকায় বাস করছি ।

## ଷ୍ଟର୍ଣୋକ୍ତ ରାଘ ( ୧୯୯୯ )

ନଦୀ ଚେଟ ଝିଲିମିଲି ନୟ

ଶା ଭାବୋ ତା ନୟ । ନଦୀ  
ଚେଟ ଝିଲିମିଲି ନୟ ; ପ୍ରୋତ  
ଦାଁତେ କାଟା, ଧବସେ ପଡ଼ା ମାଟ, ମୂଳ ; ସ୍ମୃତି  
ବେଳେ ସାଗ୍ରହୀ, ମୋଡ଼ ମେଓହୀ  
ଜଳଧାରା, ଭେଙେ ଭେଙେ ଚଳା...

କିମ୍ବା ଆରୋ ହିଂସ । ରାତି  
ନିରମତ୍ତ ଜଙ୍ଗଲେ ; ଏକା  
ଗାଛେର ଶାଖାଯ, ବାଘ  
ନିଚେ ; ଦୁଟି ଚୋଥ  
ବୈଦ୍ୟରେ ଜ୍ଵାଲା ; ଅନ୍ଧକାରେ  
ଶାୟ୍ୟୁଦ୍ଧ ; ମିନିଟ...ମିନିଟ...

ତାରଟ କାଛାକାହି । ପ୍ରେମ  
ତୁଳନାମୂଳକ ନଡ଼ାଚଡ଼ା ; କାଳ  
ରଙ୍କେ ଜିହବା ଦିତେ ଚାଯ ; ଆମି  
ମିନିଟେର ପରେ ଅନ୍ୟ ମିନିଟେ ଶତାବ୍ଦୀ-ଲାଫ ଦିନ୍ରେ  
ଶୁନ୍ୟ ବାଜି ଧରି ।

ନାମ

ନାମ ବଡ଼ ମୋହମର ; ତଥୁ  
ନାଗରଦୋଲାର ଟାନେ  
ବାଜାରେର ଏଇ ଉଠାନାମୀ

সতত চগ্নি করে ; সদাই বিহুল  
 নিজের অতীত ব'য়ে ; কে জানে কখন  
 ফার্মারিং স্কোরাডের মতো ভবিষ্যৎ  
 দু' চোখে রুমাল বেঁধে  
 ছুঁড়ে দেয় দ্রুত বিস্ফোরণ !

নাম বড় ভয়কর ; ওই  
 লেলিহ আগুনে আঁঁম  
 অশ্র আয় ছুঁড়েছি অনেক ; দিনে দিনে  
 বেড়েছে দহন শুধ, জ্বালার বলয় ।  
 আগ্রাসী ক্ষুধায় তার লুক্ষে নেয় যেহেতু সকলি  
 আমাকে গ্রাসের আগে  
 সে ডাকিনী বেঁধে আঁঁম তাই  
 ঘরের বাতির মতো বিনীত আলোর  
 রেখে ঘেতে চাই—ভালোবাসা !!

সুভাষ ঘোষাপাধ্যায় ( ১৯২০ )

### অতঃপর

সম্পাদক সমীক্ষী,  
 মহাশয়, ইত্তত ভূম্পৰ্ণি আছে নিয়ন্ত্রকারীর ।  
 এ-দুর্দৈবে জ্যোতিরী রক্ষা দাই । বংশপরম্পরাগত কিংকর্তব্যবিমুচ্ত ভূবনে  
 ঈশ্বর চালান, চলি ।  
 পেয়াদারা বশ্যদ : প্রবণক আদায়ের প্রত্যেক ফিরিক তাদের  
 কণ্ঠস্থ আজো । অথব বকেয়া খাজনা প্রজারা দেয় নি গত দুই তিন সনে ।  
 আদালতে ফল অল্প ।

## সুভাষ মুখোপাধ্যায়

যৎসামান্য আয় আজো বন্ধকীতে । ভিক্ষাপাত্র নির্বাণ নতুবা ।  
বিদ্যার্থী দুলাল শেখে নৈশবিদ্যা কলকাতায় । বোতলে আগ্রহ তার অবশ্য  
অগ্রম—পৈতৃক বলাও চলে ।

বিপদ একাকী নয়কো !—সচ্চারণ্ত, কিন্তু ক'র্টি বৃদ্ধিহীন যুবা  
নিরক্ষর চামাদের বক্তৃতায় মুগ্ধ করে । দুর্ঘিতায় আমাদের হাত-পা সব হিম ।  
( সাম্যবাদী দল এরা ? )

এতৎসত্ত্বেও হয়ত গুরুভাগ্যে ঘূরে যাবে অদ্যতের চাকা ।  
ইংরেজ প্রভুর নেত্রে সর্ষেফুল ? আমাদের হাতে আসবে রাজ্যভার ? চমৎকার  
কিবা ! ধনীদের তো পোয়া বারো ।

বিশেষত, ভারতবর্ষে একচেটিয়া নেতা গান্ধী । গৌরীসেনী  
টাকা ভৰ্বিষ্যৎ ভাবে ছুব । মহাশয়,—জয়দারী যায় যাক ! বণিকের মৌলিক  
প্রতিভা দেশী শিল্পে যুক্তি পাবে ।

এ বিষয়ে পত্রপাঠ যুক্তি চাই ।

ইতি । বঙ্গচন্দ্র পাল । ঢাকা ॥

## ফুল ফুটুক না ফুটুক

ফুল ফুটুক না ফুটুক  
আজ বসন্ত ।

শান-বাঁধানো ফুটপাথে  
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোটা গাছ  
ক'র্চ ক'র্চ পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে  
হাসছে ।

ফুল ফুটুক না ফুটুক  
আজ বসন্ত ।

ফুল ফুটক না ফুটক

আলোর চোখে কালো ঠালি পরিয়ে  
তারপর খুলে—  
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে  
তারপর তুলে—  
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে  
যেন না ফেরে ।

গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে  
একটা দুটো পঁয়সা পেলে  
যে হরবোলা ছেলেটা  
কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত  
—তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো ।

লাল কালিতে ছাপা হল্দে চিঠির মত  
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে  
এ-গলির এক কালোকুচ্ছত আইবুড়ো মেয়ে  
রেলিণে বুক চেপে ধ'রে  
এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল—

ঠিক সেই সময়  
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল  
আ মরণ ! পোড়ারমূখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপৰ্তি ।

তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ ।

অঙ্ককারে মুখ চাপা দিয়ে  
দড়িপাকানো সেই গাছ  
তখনও হাসছে ॥

## যেতে যেতে

তারপর যে-তে যে-তে যে-তে  
এক নদীর সঙ্গে দেখা ।

পায়ে তার ঘুঙ্গুর বাঁধা  
পরনে  
উড়ু-উড়ু-চেউয়ের  
নীল ধাগরা ।

সে নদীর দুদিকে দুটো মুখ ।

এক মুখে সে আমাকে আসাছি বলে  
দাঁড় করিয়ে রেখে  
অন্য মুখে  
ছুটতে ছুটতে চলে গেল ।

আর  
যেতে যেতে বৃংখয়ে দিল  
আমি অমনি করে আসি  
অমনি করে যাই ।

বৃংখয়ে দিল  
আমি থেকেও নেই,  
না থেকেও আছি ।

আমার কাঁধের ওপর হাত রাখল  
সময়  
তারপর কানের কাছে  
ফিসফিস করে বলল---

ষেতে ষেতে

দেখলে !  
কাণ্টা দেখলে !  
আমি কিন্তু কক্ষনো  
তোমাকে ছেড়ে থাকি না ।

তার কথা শুনে  
হাতের মুঠোটা খুললাম ।  
কাল রাত্রের বাঁস ফুলগুলো  
সত্যই শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে ।...

২

গঞ্জপটার কোনো মাথাঘুণ্ডি নেই বলে  
বুঢ়োধারীদের একেবারেই  
ভাল লাগল না ।  
আর তাছাড়া  
গঞ্জপটা বানানো ।

পাছে তারা উঠে থায়  
তাই তাড়াতাড়ি  
ভয়ে ভয়ে আবার আরম্ভ করলাম :  
'তারপর ষে-তে ষে-তে ষে-তে...  
দেখি বনের মধ্যে  
আলো-জ্বালা প্রকাণ্ড এক শহর ।  
সেখানে খাঁ-খাঁ করছে বাড়ি ;  
আর সিঁড়িগুলো সব  
ঘেন স্বর্গে উঠে গেছে ।

তারই একটাতে  
দেখি চুল এলো করে বসে আছে  
এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা ।'...

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

লোকগুলোর চোখ চকচক করে উঠল ।

তাদের চোখে চোখ রেখে  
আমি বলতে লাগলাম—

‘তারপর সেই রাজকন্যা  
আমার আঙুলে আঙুল জড়ালো ।  
আমি তাকে আন্তে আন্তে বললাম :

‘তুমি আশা,  
তুমি আমার জীবন ।’

শুনে সে বলল :  
‘এতদিন তোমার জন্যেই  
আমি হাঁ করে বসে আছি ।’  
বুঢ়োধাড়ীরা আগ্রহে উঠে ব’সে  
জিগেস করল : ‘তারপর ?’

ব্যাপারটা তাদের মাথায় যাতে ঢোকে  
তার জন্যে  
ধৰ্ম্মায় ধৰ্ম্মাকার হয়ে  
মিলিয়ে যেতে যেতে আমি বললাম --

‘তারপর ? কী বলব—  
সেই রাক্ষসীই আমাকে খেলো !!’

## ବୌଦ୍ଧ ଚାଟୋପାଧ୍ୟାୟ ( ୧୯୨୦ )

ତିନ ପାହାଡ଼େର ସ୍ମୃତି

ସାଁଓତାଳ ମେଘେଦେର ଗାନ ।

ପାହାଡ଼ୀର ମଧୁପୁର, ମେଠୋ ଧର୍ମଲିପଥ  
ଦିନଶେଷେ ବୈକାଳୀ ମିଣ୍ଡି ଶପଥ ;  
'ମୋହନିଯା ବଞ୍ଚି ରେ ! ଆମି ବାଲିକା  
ତୋରଇ ଲାଗି ଗାନ ଗାଇ, ଗାଁଥ ମାଲିକା ।'

'ଆଜୋ ସଙ୍କ୍ୟାର ଶେଷେ ଖାଲି ବିଛାନା ;  
ଆମି ଶୋବୋ, ପାଶେ ମୋର କେଉ ଶୋବେ ନା—  
ତୁଇ ଛାଡ଼ା ଏହି ଦେହ କେଉ ଛୋବେ ନା ।'...

ସୁରେ ସୁରେ ହାଓସା ତାର ମିଣ୍ଡି ବୁଲାୟ ;  
ସାଁଓତାଳ ମେଘେ-କଟି ଦ୍ଵାଣି ଭୁଲାୟ

ଦିନ ଶେଷ—ଧୂଧୂ ମାଠ—ଧୂଧୂ ମେଠୋ ପଥ  
ସାଁଓତାଳ ମେଘେ-କଟି ଛାଲୋ ଶପଥ !  
ହାଓସାର ହାଓସାର ମତୋ ତାଦେର ଶପଥ !

୨

[ ଧୀରେ ମାଦଳ ]

ଆୟ ମିତନୀ, ଆଜ ରାତେ  
ଚାନ୍ଦକୁଡ଼ାନୋ ମାଝ ରାତେ  
ଆବହା ଆଲୋର କାନ୍ନାତେ  
ମୂର୍ଖ ରେଖେ ତୁଇ ଝର୍ଣ୍ଣାଧାରେ ଆୟ !  
ଆୟ ଜୋଙ୍ଗାନେର ମନ-ଜ୍ବାଲା  
ନାଚ ଦିଯେ ସଇ, ଗାଁଥ ମାଲା—  
ଚମ୍ପର ଗୋଲାସ ମଦ ଢାଲା  
ଦେ ଛୁଟେ ଦେ, ତିନ ପାହାଡ଼େର ଗାୟ ।

## বৈরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[ জোরে মাদল ]

আহা মাদল, মাতাল মাদল বাজছে তোরি জন্যে লো !  
খুশির হাওয়া, পাগলা হাওয়া গান দিলো রাজকন্যে লো !  
আয়, কাছে আয়, মন দে লো !

৩

চোখ কেন তোর কাপছে ঘেরে  
বুক কেন তোর দুলছে ?  
গাল দুখানি লালচে, শরীর  
সাপের মতোই ফুলছে ?  
কাকে মারবি ছোবল লো ?  
কোন্ ছেলে তোর কী করলো ?  
মাদল ভেবে কেউ কি তোকে  
আজকে বাজালো ?  
ফুল দিয়ে নয়, ফাগ ছড়িয়ে  
বিকেল সাজালো ?  
কেমন দিবি সাজা রে ?  
আর যাবি না পাহাড়ে !

৪

এত গান আকাশে  
এত গান বাতাসে !

সাঁওতাল ঘেরেটির টিপ কপালে  
ছেলেটি পেছন তবু নিলো কী-ব'লে ?  
রাঙা ফুল মেঘেটির খৌপায় জুলে  
ছেলেটি বাজালো বাঁশি তবু কী-ব'লে ?

এত মদ আকাশে  
এত মদ বাতাসে !

## ମାଇକ୍ରୋର ସମାଧି

ନେଶା ସେନ ଧ'ରେ ଯାଏ ଛେଲେଟିର ବାଁଶିତେ  
ମନେ ହସ ଦୋଷ ନେଇ ଭାଲୋବାସା-ବାସିତେ,  
ତବେ ଚାନ୍ଦ ସ'ରେ ଯାଏ, ସାଓ ତା ହଲେ...  
'ଓ ଛେଲେ, ପେଛନ ତୁଇ ନିଲି କାହି ବ'ଲେ ?'

'ପଥ ଭୁଲେ ଗେଛି ମେଘେ ଖିଲ୍-ଖିଲ୍- ହାସିତେ ;  
ଶୋନ୍-, କୋନ ଦୋଷ ନେଇ ଭାଲୋବାସା-ବାସିତେ ।'

ଏତ ଆଲୋ ଆକାଶେ  
ଏତ ଆଲୋ ବାତାସେ !

## ମାଇକ୍ରୋର ସମାଧି

ଜଳ ଥେକେ, ମାଟି ଥେକେ ପାଥରେର ଅନ୍ଧକାର ଥେକେ  
ବିଷଫୁଲ ଛିଂଡେ ଆନବ ;  
ପୁରୁଷ ନାମେର ସତ ଫୁଲ ଫୋଟେ ରୁକ୍ଷ ଓ କଠିନ  
ତୋମାର ଘୁମେର ସରେ ପ୍ରଣାମେର ମତ ରାଖବ ।

ଲାବଣ୍ୟେର ମତୋ ନାମ ସେ-ସବ ଫୁଲେର  
ରମଣୀର ମତୋ ନାମ ସେ-ସବ ଫୁଲେର  
କରଣୀର ମତୋ ନାମ ସେ-ସବ ଫୁଲେର  
ସେ-ସବ ଶାନ୍ତିର ଫୁଲ ହାତେ କ'ରେ  
ସାରକୁଳାର ରୋଡ ଦିଯେ ପଥ ହାଁଟିତେ ଆମାର ହୃଦୟ  
ସାଡା ଦେଉ ନା ।

କାଟା, ସାପ, ନରକେର ବମନ ମାଡିରେ  
ତୀରଙ୍ଗାଲା-ସାଦି କୋନ ଧୂତୁରା, ଅର୍କି'ଡ  
ଏକଦିନ ବୁକେ କ'ରେ ଆନତେ ପାରି ;  
ପାଷାଣପୂରୀତେ ଆଗି ତୋମାକେ ପ୍ରଣାମ କରତେ ଯାବ !

## যেন কেউ মন্ত্রী হয়ে

যেন কেউ মন্ত্রী হ'বে এইসব মানুষের প্রেম, মানবতা  
কিনে নেয়, যেন দুর্ভিক্ষের বালা মন্ত্রীদের সোনার খোলায়  
পারেস থাওয়াবে ব'লে এই সব খবরের কাগজের বার্তাবহদের  
জলশাঘরে হাতছানি দিয়ে ডাকে ।

এরা ভুলে যায়

দু'দিন আগেও অন্য প্রভূদের বাহবায় কীভাবে কেটেছে ভোর থেকে সন্ধ্যা ।  
ভুলে যায় বিশ বছর জন্মভূমির দিকে পিঠ রেখে অঙ্ককার রান্তির আড়ালে  
গৃষ্ঠচর, খুনী, গুণাদের সঙ্গে খানাপিনা, যখন তখন ককটেল পার্টি ;  
অর্তি-ভোজনের শেষে কীভাবে সামলাতে হ'তো ছিঁড়ে যাওয়া প্যাণ্টের বোতাম !

এরা খবরের কাগজের সাংবাদিক :

ভুলে যায়, নিরন্তরের বালাদেশ মন্ত্রীর মৃত্যের শোভা নয়, অন্য চায়...  
ভুলে যায়, বাংলার মানুষ আজ আগন্তনের পথ হাঁটছে ।

## মন্ত্রান্বকুমার ঘোষ ( ১৯২০ )

### মরা তারা

একটা তারা ফুটেল এই মাঝ, একটা তারাই ;  
কড়ে আঙুলে টিপ পরাল, হোট্র টিপ ।  
ছোট্ট আর ঠাণ্ডা, এই কপালে, দিয়ে গেল ।  
কপাল আমার !  
ঠাণ্ডা কেন, তখন থেকে ভাবিছ আরে,  
ঠিসান্ধিমায় ফুলমুখী চাঁদটাই বা  
ঝরল কোথায় । ইতিমধ্যে অন্য তারায় সারা আকাশ

সা-রা-রা-রা, তব- ভাবছি ওই তারাটার ছৌমা এত  
ঠাণ্ডা কেন !

মরে নি তো ওই তারাটা ? মরে থাকলেও কত বছর আগে ?

কাগজগুলোয় সেই খবর কি ছেপেছিল ?

নামজাদা নয় বলেই নাকি ? টিপ-কপালে তাই কাঁপছি ।

মহাকাশেও ইতস্তত মাংস্য-ন্যায়ের খনোখুনি, একতারাটার সুরটুকু তাই  
শীতল এত ?

খুন হয়েছে কোনকালে, আর অ্যান্দিনে তার পাত্তা হল ?

ঠিক তক্ষণে “চিঠ্ঠি” হেঁকে ডাকাপওনটা

জবাব দিল । হাত বাঁড়িয়ে আবার কাঁপছি ।

ঠিকানা ঠিকই, হাতের লেখাটা কার-কার-কার

মিতার নয়তো ?

মিতাও যদি...খুলতে গিয়ে থমকে যাচ্ছি ।

আজকাল কিছু বলা তো যায় না জীবন্মাত্র

শুনতে পাচ্ছি এই-আছে-আর-এই-নেই-নীর পদ্মপত্রে ।

মিতাও যদি...ডাকবাক্তাতে খামটা ফেলেই...

তাই যদি হয়, এই চিঠিটাও ঘরা তারার আলোর ঘতো ?

### মুক্তাচরণ চট্টোপাধ্যায় ( ১৯২০ )

#### সূর্যের সাম্রাজ্য ভিনদেশী

মাঠের মখমল থেকে তখনও যায় নি মৃছে রোম্দুরের শেষ কল্পাটুকু ।

বিকেল আটটার মক্ষে আলো-অধীরির চৌরাঙ্গার

এক হাতে রথে দিয়ে ট্রুলিবাস-ট্র্যাফিক-স্বর্ধর

ঘরঘুঞ্চি দিনান্ত, অশান্ত

## ମଙ୍ଗଲାଚରଣ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ

ଅନ୍ୟ ହାତେ ସ୍ଵାଗତ ଜାନାଲ ବିଦେଶୀକେ

—ଶୁଭସଙ୍କ୍ୟା—

ଗୋଲାପିର ଆଭାଲାଗା ମେଘେର ନିଶାନ-ଓଡ଼ା ସିର୍-ସିରେ ହାଓସାଯ

: କେ ଛେଡ଼େ ଏମେହ ସର ପୃଷ୍ଠକନ୍ୟା ପ୍ରୟଜନ

ଜଳେର ସଂକାର ଛେଡ଼େ କେ ଖୁଜେଇ ମର୍ମ-ସହୋଦର, ଖେଁଜୋ

ଆଞ୍ଚାର ସୁଦେଶ,

କାଳୋ ଶାଦୀ ବାଦ୍ୟାମି ଓ ପୌତ

କେ ତୁମି ଦୂରେର ପାର୍ଥି ଆମାର କୁଳାୟ ଖେଁଜୋ

ଡାନାୟ ର୍ଜାଡିଯେ ସାମ ଫୁଲ ଅନ୍ୟ ଅକ୍ଷର୍ତ୍ତ ଦ୍ଵାର୍ଘ୍ୟାର ସ୍ତାଣ

ଦୂରତ୍ତ ତୁଷାର ଆନଚାନ,

ଦ୍ୟାଖୋ ଛାଇସେଇ ଆମି ପଞ୍ଚଦଶ ଶାଖା ପାଥା ଶାଖାର ଆଶ୍ରଯ-ବାହୁ

ପଞ୍ଜବପୁଟେଇ ଜଳ

ଦ୍ୟାଖୋ ଡେକେ ନିଇ ଦିକ୍ଷଦିଗତେର ସହମେକ ଇମପାତ-କପୋତ

ଫେରାଇ ଓଡ଼ାଇ ଶତଲକ୍ଷ ଶୈତପ ପାରାବତ ଆକାଶେ ଆକାଶେ ମହାକାଶେ

ଦ୍ୟାଖୋ—ଏମୋ ମିଳେ ଯାଓ ମନେର ମେଲାୟ

ପାର୍ଥି, ଆମି ଗ୍ରୀଭମ-ସରୋବର :

ଏହି ବଲେ ଭିନ୍ନଦେଶୀକେ ଡେକେ ନିଲ ଆଜବ ଶହର

ଅଲୋକିକ ଆବହେ ଆବର୍ତ୍ତେ

ଫାସ କରେ ନିଲ ତାକେ ଦ୍ରୁତଜଳଧାର ଜନମୋତ

ବାସେ ଟ୍ର୍ୟାମେ ପାତାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରେଲପଥେ

ଭିଡ଼ ଓ ଶିଶୁର କାନ୍ନା ସହଧାତ୍ରୀ ପାଠୟଗ୍ରହ ତମ୍ଭର ପ୍ରେମିକ-ଶୁଗ ଭିଡ଼

ଲାଠିଭର ଜରତୀର ବଲିରେଖା ଶମେର କଠିନ ଚିହ୍ନ ଚୋଥେ-ମୁଖେ ଶୁବ୍ରା

ଭିଡ଼ ଟେଲାଟେଲି ତବୁ ବୁଢ଼ାକେ ଆସନ ଛାଡ଼େ ଶୁବ୍ରା

ଭିନ୍ନଦେଶୀକେ ପଥ ଦେଖାୟ ଚଣ୍ଠି ତରଣୀ

ହଙ୍ଗୋଛାଙ୍ଗି ଭିଡ଼ ଟେଲେ ଉଠେ ଆସେ ପାତାଲେର ମୁଖ

ଏସୁକାଲେଟରେର ଫଣ ଦାପାୟ କେବଲଇ

## সূর্যের সাম্রাজ্যে ভিন্দেশী

উঠে আসে তৃণাঞ্চকুর বৃক্ষের উধর্ঘর্গ বেগ  
সেনহ তেল-কয়লা-গ্যাস-মাটির নিশ্বাস গায়ে-মাথামার্থি নিয়ে  
বৈদ্যুত সুরক্ষ থেকে সূর্যের সাম্রাজ্যে ভিন্দেশী

উঠতেই ঝলমল করে ক্রেমালিন-চতুর ।

পাথর-প্রাকারে লাল অগ্নি-ন্তি মিনারে ক্রেমালিন  
ধরে রাখে রৌদ্রছায়া

লাল ভাগ্যতারা রক্ত-

পতাকায় পৃথিবীর

হাওয়ার নিশানা

দ্বারপ্রাণে লেনিনকে রাখে ।

ঘূরতে-ঘূরতে

সবপ্র-সনানথর্সির ভিড় ঠেলে যেতে-যেতে

প্রাচীরের অন্যপ্রাণে—ওকি

অঙ্গোত্তৈনিক-শৃঙ্গে অগ্নিভুক এ-উৎসার কোন উৎস থেকে ?

কুণ্ডুথে যুদ্ধোন্তর পুরষের মেলা

শিশুর জটলা, আর

যুগলে-যুগলে সদ্য-দর্প্পণতরা এসে

সেইখানেই রেখে ধাচ্ছে হৃদয় নৈঃশব্দ পৃষ্পগুচ্ছ ।

সহসা ভিন্দেশী বুকি পেয়ে গেল প্রশ্নের উত্তর

গলে গেল সূর্য-ভূষারের স্নোতে

পাতাল-রেলের স্নোতে পেটে-ল গ্যাসের পাশাপাশি

মিশে গেল এ মাটির নিচে বহিমান

বি঳বের আরও এক স্নোতে ।

## ନାରେଶ ଗୁହ୍ଣ ( ୧୯୨୪ )

ସଂଗ୍ରହ

ଚାଇ ନା, ଚାଇ ନା, ଚାଇ ନା ତୋଦେର, ଫିରେ ସା ତୋରା,  
 ଶ୍ରାବଣ-ଶୋଭନ ଗଗନେ ପବନେ ଅଲ୍ସ ବିଳାସେ ପାଲକ ଓଡ଼ା,  
 ଅମଲ ନୀଳାୟ ମୋହନୀ ଲୀଳାୟ ପାଲ ତୁଲେ ଭାସ ।  
 ଆକାଶ ଆମାର କେଉ ନୟ, ମେ ତୋ ଦୂରେର ଆକାଶ—  
 ଆରେକ ଦେଶେର, ଆରେକ ଗାଁରେ, ଆରେକ ପାଡ଼ାର :—  
 କତ ତାର ସଥା ଚନ୍ଦ୍ରତାରକା, ନିନ୍ଦାହାରାର  
 ବସ୍ତୁତା ମେନେ ଅପମାନ ହବେ ?

ଥାକ-ଥାକ, ତେର

ହାସ-ହାସ ମୁଖ, ଆହଲାଦି ଢଂ ଦେଖେଛି ତୋଦେର  
 ଫୁଟଫୁଟେ ଫୁଲ ।

ଏହି ଯେ, ବକୁଳ, କଥନ ଏଲେ ?

କେ ନା ଏକଦିନ ଛିଲ ତୋମାଦେରଇ ପ୍ରାଣେର ଦୋସର ? ଦୁ'ଦିନେ ମେ-ଛେଜେ  
 ପର ହ'ଯେ ଗେଲ ! ସାଧୁ ସାଧୁ ! ତବୁ କିଁ ଯେ ଭାଲୋ ନାମ  
 ମା-ବାବା ତୋଦେର ଦିଯେଛେ, ତାଦେର ଶତେକ ପ୍ରଗାମ ।

ଚାଇ ନା ବୁଝିଟେ, ଚାଇ ନା ଦୁଃଖରେ ଛଲୋଛଲୋ ମେଘ ।

ନେବୋ ନା କୁଡିଯେ ସନ୍ଧାର ରେଣୁ । ଯତ ଝଗଡ଼ାଟି ବାଡ଼େର ଆବେଗ  
 ତ୍ରିମୀମାୟ ଆର ଦେବୋ ନା ଘେଁଷତେ । ଶିମ୍ବଳ ଶାଲିଖ  
 ଦିକ ଧିକ୍କାର, ଯତ ପ୍ରାଗ ଭ'ରେ ଧିକ୍କାର ଦିକ ।

କତ ଭାଲୋ ଆମ ବେଶେଛି ତୋଦେରଓ, ନିଜେର ହାତେର ବାଚାଲ ଆଙ୍ଗଳ !  
 ଫୁଲେର ଶରୀର ଛେନେଛିସ ତୋରା, ଛୁରେଛିସ ତାର ଜୀନୁଢାକା ଚୁଲ ।  
 ତାର ନୀଳଖାମ ତୋରା ଛିନ୍ଦେଇସ, ଦିଯେଛି ଛିନ୍ଦତେ ଆମାର ଆଗେଇ :—  
 ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ, ନିଜେର ଶରୀର ତାକେଣ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ।

ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ବିଲାସୀ ଚୋଥେରେ, ହାୟରେ ଅନ୍ଧ । ସୁରଭିମନ୍ତ  
 ବିଷୟୀ ନାସିକା, ଏହି ଝରା ବନେ ଶୋନାବୋ ନା କୋନୋ ପରମତ୍ତ୍ମ ।  
 ଥାକୋ ମୁହିଁତ, ଥାକୋ ଭାବେ ଭୋର, ସ୍ଵାଧୀନ, ସ୍ଵବଶ, ନିବିଶ୍ଵଙ୍କ ।  
 ତୋଦେର ଛୋବେ ନା ଆଜ୍ଞାଗ୍ନିର ଦୀନ ହାତେ ଛାନା ପାପେର ପଢକ ।  
 ସଖନ ଚେଯେଛ, ସା ଚେଯେଛ ଠୋଟ, ସ୍ଵାର୍ଥସାଧକ କାନ, ଭୀରୁ ହୁକ,  
 ସାଧ ମିଟିଯେଛି, ଭାବିନ ତୋରା ଯେ ଏତ ପ୍ରତାରକ ।  
 ତୋରା ସୌଖ୍ୟନ, ତୋଦେର କୌ ଦାର, ତୋରା ତୋ ବେକାର ।  
 ସଂସାରେ ତୋରା ଦିଲିନେ କିଛୁଇ, ଇଚ୍ଛେ ହଲୋ ନା କିଛୁଇ ଶେଥାର ।  
 ଆଂକିମନି ଛାବ, ଗାଡ଼ିମନି ଗାନ, ମୃତ ବିବର୍ଣ୍ଣ କଠିନ ପାଥର  
 ଆଙ୍ଗୁଳ ବୁଲିଯେ ହଲୋ ନା କିଛୁଇ, କଥା ଛିଲ ରୂପ ହବେ !  
 ଅଜ ଫିରେ ସାଯ ଦେବତାର ସତ ବର ।

### ମୌଳିକ ନିଷାଦ ( ୧୯୨୪ )

#### ମୌଳିକ ନିଷାଦ

ପିତାମହ, ଆମ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ନଦୀର ଠିକ ପାଶେ  
 ଦାଁଡ଼ିଯେ ରଖେଛ । ପିତାମହ,  
 ଦାଁଡ଼ିଯେ ରଖେଛ, ଆର ଚେଯେ ଦେଖେଛ, ରାତିର ଆକାଶେ  
 ଓଠେନ ଏକଟାଓ ତାରା ଆଜ ।  
 ପିତାମହ, ଆମ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଘୃତ୍ୟର କାଛାକାହିଁ  
 ନିରେହି ଆଶ୍ରମ । ଆମ ଭିତରେ ବାହିରେ  
 ସୈଦିକେ ତାକାଇ, ଆମ ସ୍ଵଦେଶେ ବିଦେଶେ  
 ସେଥାନେ ତାକାଇ—ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ଧକାର, ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ଧକାର ।  
 ପିତାମହ, ଆମ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ସମୟେ ବେ'ଚେ ଆହି ।  
 ଏହି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ।  
 ସଥନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବଲେ କୋନୋ-କିଛୁ ନେଇ ।

## ନୈରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ

ସଖନ ନଦୀତେ ଜଳ ଆଛେ କି ନା-ଆଛେ  
କେଉଁ ତା ଜାନେ ନା ।  
ସଖନ ପାହାଡ଼େ ମେଘ ଆଛେ କି ନା-ଆଛେ  
କେଉଁ ତା ଜାନେ ନା ।  
ପିତାମହ, ଆର୍ଦ୍ର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସମୟେ ବେ'ଚେ ଆଛି ।  
ସଖନ ଆକାଶେ ଆଲୋ ନେଇ,  
ସଖନ ମାଟିତେ ଆଲୋ ନେଇ,  
ସଖନ ସନ୍ଦେହ ଜାଗେ, ଆଲୋକିତ ଇଚ୍ଛାର ଉପରେ  
ରେଖେଛେ ନିଷ୍ଠୁର ହାତ ପୃଥିବୀର ମୌଳିକ ନିଷାଦ—ଏଇ ଭର ।

ପିତାମହ, ତୋମାର ଆକାଶ  
ନୀଳ—କତଥାନି ନୀଳ ଛିଲ ?  
ଆମାର ଆକାଶ ନୀଳ ନୟ ।  
ପିତାମହ, ତୋମାର ହଦୟ  
ନୀଳ—କତଥାନି ନୀଳ ଛିଲ ?  
ଆମାର ହଦୟ ନୀଳ ନୟ ।  
ଆକାଶେର, ହଦୟେର ସାବତୀୟ ବିଖ୍ୟାତ ନୀଳିମା  
ଆପାତତ କୋନୋ-ଏକ କ୍ଷୁର ଅନ୍ଧକାରେ ଶୁଯେ ଆଛେ ।

ପିତାମହ, ଆର୍ଦ୍ର ସେଇ ଦାରୁଣ ନିର୍ବିଡୁ ଅନ୍ଧକାରେ  
ଦାଁଡ଼ିଯେ ରଯେଛି । ପିତାମହ,  
ଦାଁଡ଼ିଯେ ରଯେଛି, ଆର ଚେଯେ ଦେର୍ଥାଛ, ରାତ୍ରିର ଆକାଶେ  
ଓଟେନି ଏକଟାଓ ତାରା ଆଜ ।  
ମନେ ହୟ, ଆମି ଏକ ଅମୋଘ ମୃତ୍ୟୁର କାହାକାହି  
ନିଯେଛି ଆଶ୍ରମ । ଆମି ଭିତରେ ବାହିରେ  
ଘେନିକେ ତାକାଇ, ଆମି ସୁଦେଶେ ବିଦେଶେ  
ବେଥାନେ ତାକାଇ—ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ଧକାର, ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ଧକାର ।  
ଅନ୍ଧକାରେ ଜେଗେ ଆଛେ ମୌଳିକ ନିଷାଦ—ଏଇ ଭର ।

## ମିଲିତ ମୃତ୍ୟୁ

ବରଂ ଦ୍ୱିଷତ ହୋ, ଆଶା ରାଖୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଦ୍ୟାୟ ।

ବରଂ ବିକ୍ଷତ ହୋ ପ୍ରଶ୍ନେର ପାଥରେ ।

ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ନଥେ ଶାନ ଦାଓ, ପ୍ରତିବାଦ କରୋ ।

ଅନୁତ ଆର ସାଇ କରୋ, ସମନ୍ତ କଥାଯ୍

ଅନାଯାସେ ସମ୍ମତି ଦିଓ ନା ।

କେନନା, ସମନ୍ତ କଥା ସାରା ଅନାଯାସେ ମେନେ ନେଇ,

ତାରା ଆର କିଛୁଇ କରେ ନା,

ତାରା ଆଜ୍ଞାହନନେର ପଥ

ପରିବର୍କାର କରେ ।

ପ୍ରସଙ୍ଗତ, ଶୁଭେଳ୍ପର କଥା ବଲା ସାକ ।

ଶୁଭେଳ୍ପ ଏବଂ ସୁଧା କାଯମନୋବାକ୍ୟ ଏକ ହତେ ଗିଯେଛିଲ ।

ତାରା ବୈଚେ ନେଇ ।

ଅଥବା ଘୁମ୍ଭୟ ପାକଡ଼ାଶୀ ।

ଘୁମ୍ଭୟ ଏବଂ ମାୟା ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ କୋନୋ ବିଭେଦ ରାଖେନି ।

ତାରା ବୈଚେ ନେଇ ।

ଚିନ୍ତାଯ ଏକାଶ୍ଵରତ୍ତୀ ହତେ ଗିଯେ କେଉଁ ବାଁଚେ ନା ।

ଯେ ସାର ଆପନ ରଙ୍ଗେ ବୈଚେ ଥାକା ଭାଲ, ଏଇ ଜେନେ—

ମିଲିତ ମୃତ୍ୟୁର ଥେକେ ବୈଚେ ଥାକା ଭାଲ, ଏଇ ଜେନେ—

ତା ହଲେ ଦ୍ୱିଷତ ହୋ । ଆଶା ରାଖୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଦ୍ୟାୟ ।

ତା ହଲେ ବିକ୍ଷତ ହୋ ତକ୍କେର ପାଥରେ ।

ତା ହଲେ ଶାନିତ କରୋ ବ୍ୟକ୍ତିର ନଥର ।

ପ୍ରତିବାଦ କରୋ ।

ଓଇ ଦ୍ୟାଖୋ କରେକଟି ଅବିବାଦୀ ଶିହର

ଅଭିମନକଳନାବ୍ୟକ୍ତ ସୁବକ-ସୁବତ୍ତୀ ହେବେ ଯାଇ ।

ପରମପରେର ସବ ଇଚ୍ଛାର ସହଜେ ଓରା ଦିଯରେହେ ସମ୍ମତି ।

ଓରା ଆର ତାକାବେ ନ୍ୟ ଫିରେ ।

## নৌরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ওরা একমত হবে, ওরা একমত হবে, ওরা  
একমত হতে-হতে কুতুবের সিঁড়ি  
বেয়ে উধৰে উঠে যাবে, লাফ দেবে শন্ম্যের শরীরে ।

## কলকাতার যীগ

লাল বাড়ির নিষেধ ছিল না,  
তবুও ঝড়ের-বেগে-ধাবমান কলকাতা শহর  
অতক্তি'তে থেমে গেল ;  
ভয়ঃকরভাবে টাল সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল  
ট্যাক্সি ও প্রাইভেট্. টেম্পো, বাঘমার্কা ডবলডেকার ।  
'গেল গেল' আর্টনাদে রাস্তার দু-দিক থেকে যারা  
ছুটে এসেছিল—  
ঝাঁকামুটে, ফিরিওয়ালা, দোকানী ও খরিদ্দার—  
এখন তারাও যেন ক্ষুর চিপ্পির মতো শিল্পীর ইজেলে  
লগ্ন হয়ে আছে ।  
স্তুক হয়ে সবাই দেখছে,  
টাল-মাটাল পায়ে  
রাস্তার এক-পার থেকে অন্য-পারে হেঁটে চলে যায়  
সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি শিশু ।  
খানিক আগেই বুঝি হয়ে গেছে চৌরঙ্গীপাড়ায় ।  
এখন রোদ্দুর ফের অতিদীর্ঘ বলমের মতো  
যেঘের হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে  
নেমে আসছে ;  
মায়াবী আলোয় ভাসছে কলকাতা শহর ।

স্টেটবাসের জানালায় মৃথ রেখে  
 একবার আকাশ দৈখি, একবার তোমাকে ।  
 ভিখারী-মাঝের শিশু,  
 কলকাতার ষাণ্ঠি,  
 সমস্ত ট্রাফিক তুমি অন্তর্বলে থামিয়ে দিয়েছ ।  
 জনতার আর্তনাদ, অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁতের ঘষটানি,  
 কিছুতে অক্ষেপ নেই ;  
 দু-দিকে উদ্যত মৃত্যু, তুমি তার মাঝখান দিয়ে  
 টলতে টলতে হেঁটে যাও ।  
 যেন মূর্ত মানবতা, সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দে  
 সমগ্র বিশ্বকে তুমি পেতে চাও  
 হাতের মুঠোয় । যেন তাই  
 টাল-মাটাল পায়ে তুমি  
 পৃথিবীর এক-কিনার থেকে অন্য-কিনারে চলেছ ।

### জগম্বাধ চক্রবর্তী ( ১৯২৪ )

#### সর্বজ্ঞ

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন,  
 এই মুহূর্তে আমি অনেক কিছুই টের পাচ্ছি ।  
 আপনার ওই মূল্যবান টেরিলিন কিছুই ঢাকতে পারছে না,  
 এবং অ্যাটাচ-কেসের গালভরা লেবেল শব্দে পওশ্ব পওশ্ব ।  
 আপনার সমৃদ্ধ ইচ্ছার অবয়ব আমি দেখতে পাচ্ছি, এমন কি  
 আপনার তৃক্ষার নাম পর্যন্ত আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি ।  
 অথচ বিশ্বাস করুন,  
 আমি সাধু, ফর্কির, জ্যোতিষী কিছুই নই, হবার ইচ্ছাও নেই,  
 শব্দিও আকাশের তারা বা ছায়াপথ সবই আমি পড়তে পারি,

## ଜଗମ୍ବାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ

ଏବଂ ମେଷ-ବୃଷ-ମିଥ୍ଯାନ-କର୍କଟ ଆମାର ମୁଖ୍ୟ,  
ରାଶି-ଲଙ୍ଘ-ଦଶା ଗଣେ ବଲେ ଦିତେ ପାରି ।  
କିନ୍ତୁ ଏଥିନ ଆମ ମେ-ସବେର ଉପର ମୋଟେଇ ନିର୍ଭର କରାଇ ନା,  
ତାହାଡ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର-ବିଚାରେର ସମୟରେ ଏଠା ନାହିଁ ।

ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆମ ଅନେକ କିନ୍ତୁଇ ଟେର ପାଇଁ ।  
ଆପନାର ହାସିର ମଧ୍ୟେ ବିଷଦୀତ ଏବଂ ନଥର  
ଚୋଥେ ତିନ ତାମେର ଥେଲା, ଏବଂ ହାତେର ମଧ୍ୟେ ଏକ ରଙ୍ଗାଙ୍କ ହାତ  
ଆମ ଖୁବ୍ ସପ୍ରତି ଦେଖିତେ ପାଇଁ ।  
ନା, ଆପନାକେ ବ୍ୟାକ-ମେଲ କରାର ଆମାର କୋନୋ ପ୍ରୟୋଜନ ନେଇ,  
ଇଛାଓ ନେଇ ; ଆପଣି ଲିଖେ ନିନ  
ଆମି ଆପନାର କୋନୋ ଡାଯ়ରି ପଢ଼ିନି, ଏମନ କି  
ଆପଣି ଆଦୌ କୋନୋ ଡାଯରି ରାଖିଲେ କିନା ତାଓ ଜାଣି ନା ;  
କିନ୍ତୁ ବାଜି ଧରିଲା, ଆମି ଇଚ୍ଛେ କରିଲେ ଆପନାର ସବ କିନ୍ତୁ ଜିତେ  
ନିତେ ପାରି ।  
କାରଣ ଆମି ସବଇ ଟେର ପାଇ, ସବଇ ଟେର ପାଇଁ ।

ଆପଣି ବୁଥାଇ ଭୟ ପାଛେନ ।  
ଆମି ମୋଟେଇ ସାଂଘାର୍ତ୍ତିକ ଲୋକ ନେଇ, ସିଦ୍ଧାଂତ  
ପ୍ରୟୋଜନେ ଭୟକର ହତେ ପାରେ ଏମନ ଅନେକ  
ବୈପରୋଯା ଯୁଦ୍ଧକେର ସଙ୍ଗେ ଆମାର ରୀତିମତୋ ହୃଦୟତା ଆଛେ ;  
ନା, ଦୟା କରେ ତାଦେର ନାମ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବେନ ନା,  
ଆର କରିଲେଓ ଆମି ବୋଲିବୋ ନା ।

ତାହାଡ଼ା ଆପଣିଓ ଏମନ କିନ୍ତୁ ଧୋଯା ତୁଳସୀ ନନ ।  
ଆପନାର ପାଉଡ଼ାର-ପାଫ ବୁଲାନେ ହାସିର ଆଡ଼ାଲେ,  
ଆପନାର ଅନର୍ଗଳ କଥାର ସ୍ତୋତର ତଳାୟ—  
ଆପନାର ଚେଷ୍ଟାର ଅବଶ୍ୟ ତୁଟି ନେଇ,  
କିନ୍ତୁ ଆପନାର ମଧ୍ୟେ ଆଘ୍ୟାଗୋପନକାରୀ ଲୋକଟିକେ  
ଆମି ହବହ ଦେଖିତେ ପାଇଁ,  
ଧେମନ ହବହ ଦେଖିତେ ପାଇଁ ଆପନାକେ ଏହି ପୂଜାମଣପେର ସାମନେ ।

ବିଶ୍ୱାସ କରିଲା ଆର ନାଇ କରିଲା,  
କୋନୋ କୋନୋ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆମି ସର୍ବଜ୍ଞ ।

## ରାମ ବନ୍ଦୁ ( ୧୯୨୭ )

### ଏକଟି ହତ୍ୟା

ଓ ସେଥାନେ ପଡ଼େ ଆଛେ ରକ୍ତପଦ୍ମ ଫୁଟେଛେ ସେଥାନେ ।  
ଜନହୀନ ରାଜପଥ ସଂଭାହୀନ ଟ୍ରାମେର ଲାଇନ  
ଏ ପାଶେ ନିଷ୍ଠାଗ ବାର୍ଡି ଜଡ଼ସଡ଼ ଅଙ୍କକାର ମୁଖେ  
କରେକଟା ପୁଲିଶଟ୍ରାକ, ହେଲମେଟ, ରାଇଫେଲ, ଜୀପ,  
ଏକଟା ଶୋଲେର ଶବ୍ଦ, ମାଟି ଫେଟେ ଧୀରାର ନାଗିନୀ  
ପାକ ଥେଯେ ଉଠେ ପଡ଼େ, ଶ୍ଵନ୍ୟ ଦୋଳେ ଚକ୍ରମୟ ଫଣ ।  
ରକ୍ତାଙ୍କ ସେ ଶୁ଱େ ଆଛେ ପୃଥିବୀର ସାନ୍ତ୍ଵନାର କୋଳେ ।

ଓ ଥାନେ ରଯେହେ ଶୁ଱େ ଗୁଲିବନ୍ଧ ଏକଟା ମାନୁଷ  
ବୁକେ ତାର ରକ୍ତପଦ୍ମ ମୁଖେ ତାର ଚିତ୍ରର ପଲାଶ  
ଅଙ୍ଗ ଜୁଡ଼େ ଶାନ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତ୍ରଗାର ଗୋଲାପବାଗାନେ  
ତାକେ ଘିରେ ଗାଛ ପାର୍ଥି ବସନ୍ତର ପ୍ରକୃତି ଆକାଶ ।

ଏକଟା ହତ୍ୟାର ରକ୍ତେ ଭେସେ ଗେଲ ଶହରେର ମୁଖ  
ଚମକେ ନିଭଲୋ ଆଲୋ । ତାରପର ଘନ ଅଙ୍କକାରେ  
ତାର ଥୋଳା ଚୋଥେ ଏଲ ଆଣ୍ଟେ ଆଣ୍ଟେ ଭୋରେର ଆକାଶ  
ସେଇ ଚୋଥେ ଚୋଥ ରାଥେ ଏତ ସାଧ୍ୟ ଛିଲ ନା ଥୁନୀର ।

ଓ ସେଥାନେ ଶୁ଱େ ଆଛେ ସେଥାନେଇ ଜର୍ରେର ସମ୍ମାନ  
ସେଥାନେଇ ସ୍ଵର୍ଗ ଓଠେ, ସେଥାନେଇ ଜେଗେ ଥାକେ ଧାନ ।

## ମୁକାନ୍ତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ( ୧୯୨୬ )

### ଶ୍ରୀଯତମାନ୍

ସୀମାନ୍ତେ ଆଜ ଆମି ପ୍ରହରୀ ।  
ଅନେକ ରଙ୍ଗାଙ୍କ ପଥ ଅର୍ତ୍ତକ୍ରମ କ'ରେ  
ଆଜ ଏଥାନେ ଏସେ ଥମକେ ଦୀଁଡ଼ିଯେଛି—  
ସ୍ଵଦେଶେର ସୀମାନାୟ ।

ଧୂମର ତିର୍ଫ୍ଫନିସିଯା ଥେକେ ଚିନଙ୍ଗ ଇତାଲୀ,  
ଚିନଙ୍ଗ ଇତାଲୀ ଥେକେ ଛୁଟେ ଗେଛି ବିପ୍ଲବୀ ଫ୍ରାନ୍ସେ  
ନକ୍ଷତ୍ରନିୟାଳ୍ପତ ନିୟାତିର ମତୋ  
ଦୂର୍ବାର, ଅପରାହତ ରାଇଫେଲ ହାତେ :  
—ଫ୍ରାନ୍ସ ଥେକେ ପ୍ରତିବେଶୀ ବାର୍ମାତେଓ ।

ଆଜ ଦେହେ ଆମାର ସୈନିକେର କଡ଼ା ପୋଶାକ,  
ହାତେ ଏଥନୋ ଦୁର୍ଜୟ ରାଇଫେଲ,  
ରଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ ତରଙ୍ଗିତ ଜୟେର ଆର ଶକ୍ତିର ଦୂର୍ବିହ ଦଷ୍ଟ,  
ଆଜ ଏଥନ ସୀମାନ୍ତେର ପ୍ରହରୀ ଆମି ।

ଆଜ କିବୁ ନୀଲ ଆକାଶ ଆମାକେ ପାଠିଯେଛେ ନିଃନ୍ତର୍ଣ୍ଣ,  
ସ୍ଵଦେଶେର ହାଓଯା ବୟେ ଏନେହେ ଅନୁରୋଧ,  
ଚୋଥେର ସାମନେ ଘରେ ଧରେଛେ ସବୁଜ ଚାଠ :  
କିଛୁତେଇ ବୁଝି ନା କୀ କ'ରେ ଏଡ଼ାବ ତାକେ ?

କୀ କ'ରେ ଏଡ଼ାବ ଏଇ ସୈନିକେର କଡ଼ା ପୋଶାକ ?  
ମୁକ୍ତ ଶେଷ । ମାଟେ ମାଟେ ପ୍ରସାରିତ ଶାନ୍ତି,  
ଚୋଥେ ଏସେ ଲାଗଛେ ତାରଇ ଶୌତଳ ହାଓଯା,  
ପ୍ରାତ ମୁହଁର୍ତ୍ତେ ଶୁଥ ହୟେ ଆସେ ହାତେର ରାଇଫେଲ,  
ଗା ଥେକେ ଖ୍ସେ ପଡ଼ିତେ ଚାଯ ଏଇ କଡ଼ା ପୋଶାକ,  
ରାତ୍ରେ ଚାଦି ଓଠେ : ଆମାର ଚୋଥେ ସୂମ ନେଇ ।

তোমাকে ভেবেছি কতদিন,  
 কত শহুর পদক্ষেপ শোনার প্রতীকার অবসরে,  
 কত গোলা ফাটার মুহূর্তে ।  
 কতবার অবাধ্য হয়েছে মন, যুদ্ধজয়ের ফাঁকে ফাঁকে,  
 কতবার হৃদয় জ্বলেছে অনুশোচনার অঙ্গারে  
 তোমার আর তোমাদের ভাবনায় ।  
 তোমাকে ফেলে এসেছি দারিদ্র্যের মধ্যে,  
 ছুঁড়ে দিয়েছি দুর্ভিক্ষের আগুনে,  
 ঝড়ে আর বন্যায়, মারী আর মড়কের দুঃসহ আঘাতে  
 বার বার বিপন্ন হয়েছে তোমাদের অস্তু ।  
 আর আমি ছুটে গেছি এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর এক যুদ্ধক্ষেত্রে ।

জানি না আজো, আছ কি নেই,  
 দুর্ভিক্ষে ফাঁকা আর বন্যায় তালিয়ে গেছে কিনা ভিটে  
 জানি না তাও ।

তবু লিখছি তোমাকে আজ : লিখছি আস্তুর আশায়  
 ঘরে ফেরার সময় এসে গেছে ।

জানি, আমার জন্যে কেউ প্রতীক্ষা ক'রে নেই  
 মালায় আর পতাকায়, প্রদীপে আর মঙ্গলঘটে ;  
 জানি, সমুর্ধনা রটবে না লোকমুখে,

মিলিত খুসিতে মিলবে না বীরভূরের পুরস্কার ।

তবু, একটি হৃদয় নেচে উঠবে আমার আবির্ভাবে  
 সে তোমার হৃদয় ।

যুক্ত চাই না আর, যুক্ত তো থেমে গেছে :  
 পদার্পণ করতে চায় না মন ইন্দোনেশিয়ায় ।

আর সামনে নয়,  
 এবার পেছন ফেরার পালা ।

পরের জন্যে যুক্ত করেছি অনেক,  
 এবার যুক্ত তোমার আর আমার জন্যে ।

## সুকান্ত ভট্টাচার্য

প্রশ্ন করো যদি এত যুক্ত ক'রে পেলাম ক'ৰি ? উন্নত তাৱ-  
তিউনিসিয়ায় পেয়েছি জয়,  
ইতালীতে জনগণেৰ বন্ধুত্ব,  
ফ্রান্সে পেয়েছি মূক্তিৰ মন্ত্র ;  
আৱ নিষ্কণ্টক বাৰ্মায় পেলাম ঘৰে ফেৱাৰ তাগাদা !

আমি ঘেন সেই বাঁতওয়ালা,  
যে সক্ষ্যায় রাজপথে-পথে বাঁতি জ্বালিয়ে ফেৱে  
অথচ নিজেৰ ঘৰে নেই ঘাৰ বাঁতি জ্বালাৰ সামৰ্থ্য,  
নিজেৰ ঘৰেই জমে থাকে দৃঃসহ অঙ্ককাৱ ॥

## প্ৰাণী

হে সৰ্ব ! শৌতেৱ সৰ্ব !  
হিমশীতল সুদীৰ্ঘ রাত তোমাৱ প্ৰতীক্ষায়  
আমৱা থাকি,  
ষেমন প্ৰতীক্ষা ক'ৱে থাকে কৃষকদেৱ চণ্ডল চোখ,  
ধানকাটাৱ রোমাণ্ডকৰ দিনগুলিব জনো ।

হে সৰ্ব, তুমি তো জানো,  
আমাদেৱ গৱম কাপড়ৰ কত অভাব !  
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে,  
এক-টুকৱো কাপড়ে কান ঢেকে,  
কত কষ্টে আমৱা শীত আটকাই !

সকালেৱ এক-টুকৱো রোম্দুৱ—  
এক-টুকৱো সোনাৱ চেয়েও মনে হয় দামৈ !

এক অলীক শহরের গম্পা

ঘর ছেড়ে আমরা এদিক-ওদিকে থাই—  
এক-টুকরো রোশ্নুরের তৃষ্ণায় ।

হে সূর্য !  
তুমি আমাদের সঁজ্যাতসে'তে ভিজে ঘরে  
উত্তাপ আর আলো দিও,  
আর উত্তাপ দিও  
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে ।

হে সূর্য !  
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—  
শুনেছি, তুমি এক ঝুলন্ত অঁগুপণু,  
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে  
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা ঝুলন্ত অঁগুপণে  
পরিণত হব !  
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,  
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবো  
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে ।  
আজ কিন্তু আমরা তোমার অক্ষণ উত্তাপের প্রার্থী ।

কৃষ্ণ প্রব ( ১৯২৬ )

এক অলীক শহরের গম্পা

এ যেন এক অলীক শহরের গম্পা  
তার ঘর বাড়িগুলো দেখতে ঝকঝকে  
যেন বা ডানা মেলে এক্সুন উড়ে এসেছে  
অন্য কোনো শ্রহ থেকে ।

## কৃষ্ণ ধর

তাদের এক ঝুল-বারান্দায় লম্বা জোক্বা আর মেঘের টুপি পরে  
দাঁড়িয়ে শিসৃ দিছেন শহরের মেয়ের ।

রাস্তায় রাস্তায় উচ্চল রূপোলি আলোগুলো  
কামরাঙ্গা ফলের মতো  
হেলমেটপরা প্র্যাফিক পুরুলিশের মাথায় চুম্ব খাচ্ছে ।  
শহরের ট্র্যারিস্ট নারীদের দিকে না তাকানোই এখন ভব্যতা  
কেননা ওরা জন্মদিনের পোশাকে  
স্নান করতে নেমেছেন নদীতে ।  
আশ্চর্যের মেঘ দেখলেই  
ওদের বাঁড়ির কথা মনে পড়ে যাবে  
তখন ভিনাস ডি মিলোর ভঙ্গিতে জল থেকে উঠে এসে  
নিজস্ব সুর্গে ফিরে যাবেন লক্ষ্মী মেয়ের মতো  
সবার হাঁ-করা মুখের ওপর দিয়ে ।

অলীক শহরটা সেদিন খুব বেজার হবে তাদের ব্যবহারে  
তার বুকটা টেনটন করে উঠবে ব্যথায় ।  
ওরা ভাবতে থাকবে  
কবে আবার পাঁখিরা আসবে তার সাজানো বাগানে  
কবে তার গাছপালাগুলো আবার সবুজের কনসার্ট বাজাবে ভোরবেলা ।

শুধু ফুটপাতের ভিখিরির শিশুটা  
খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠবে তিনবার ।  
শহরের মেয়ের তিন সত্য করেছিলেন  
ওকে এবার শীতে একটা কম্বল দেওয়া হবে ।  
সেদিন থেকে সে স্বপ্ন দেখে  
সবার গায়ে রঙ-বেরঙের পশমের পোশাক  
সেই শুধু ঠকঠক করে কাঁপছে বোকার মতো  
মেঘের ম্যাজিকে যদি তার সেই কাঁপুনিটা থেমে যায়  
তাই সে হাততালি দিয়ে উঠল খুশিতে ।

## (লোকনাথ ভট্টাচার্য ( ১৯২৭ )

### রাধিকা

এখানে আপাতত নীরবতাই—ভালো না লাগে তো ভুল করে এসেছেন,  
ফিরে যান আপনার নিজস্ব কোলাহলে ।

এখানে আপাতত প্রতীক্ষা, এই কঠালিচাঁপারও গল্দে—মাদুর  
বিছানো মাটিতে, ফলমূল-মিট্টি উপহার নিয়ে রেকাবিখানি  
তৈরী । ওরাই আসোনি ।

তবু—না দেখলেও জানি কোথাও নিশ্চিত অজস্র হাঁটু-র চাকা  
চলছে, পাশের অশ্বথ অঁচরেই পিছনের—শেষে বিল্লু  
হয়ে মিলিয়ে মায়, কেবলি ঐ মিলায় দূরত্বের আকাশকে  
ভালোবেসে ।

ওরা আসছে-আসছে-আসছে, চোখ বুঁজে সেটা শুনৰ্ছ  
বলেই আমার দেয়ালে এই গাঢ় নীল মৌনের প্রলেপ,  
ঠোঁটে তর্জনী তুলে সামনের অল্প জাঁম বাগানটায়  
কঠালিচাঁপাও কোন্ ভাস্কর্য, যেন যেতে যেতে হঠাতে  
থেমেছে অভিসারিকা রাধিকা ।

অর্ধাত আমারও একটা কোলাহল ঘনিয়ে এল বলে, এবৎ  
এখনই চাইলে শঙ্খ কান পেতে সমৃদ্ধ শোনার মতো  
অনেক গলার খিলখিল হাসির সরোদ আপনি শুনতে পেতেন ।

শুনতে চান না, এই তো ? ফিরে যাবেন আপনি নিজস্ব কোলাহলে ।

## ଷୟହାଙ୍ଗଳ ଇମଖାୟ ( ୧୯୨୭ )

### ପୁକୁରେ ପିତାର ମୁଖ

ଆମାର ପିତା ପୁକୁରେର ପାଡ଼େ ବସତେ  
ବଡ଼ଇ ଭାଲବାସତେନ  
ସାରାଦିନ କ୍ରାନ୍ତିର ଶେଷେ ସନ୍ଧ୍ୟାଯ  
ଏଥାନେ ବସଲେ ଶରୀର ଛୁଡ଼ିଯେ ସେତ  
ପୁକୁରେର ପାଡ଼ିଟି ତାର ପ୍ରିୟତମ ମୂଳନ ।  
ପରିବର୍ତ୍ତଣ ।

ଦେଖେଇ ତାଙ୍କେ, ବାଇରେ ଥେକେ ସାଇକେଲ ହାଁକିଯେ  
ଦରଜାୟ ପୋଛେ ଡାକତେନ ମାକେ, ‘ମୋହାଗୀ, ମୋହାଗୀ’  
ଜାମାୟ ଜବଜବେ ଘାମ, ମୁଖେ କ୍ରାନ୍ତିର ଛାଯା,  
ସାଇକେଲଟି ଥାକତୋ ବାରାଦାୟ ଠେଁସ ଦେଯା  
ସଟ୍ଟାନ ଚଲେ ସେତେନ ତିନି ପୁକୁରେର ପାଡ଼େ  
ଲିଚୁ ତଳାର ଛାଯାଯ,

ସେଥାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ତାର ସମଗ୍ର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ  
କଥନୋ ନେମେ ସେତେନ ଜଲେର ଗଭୀରେ  
ସନ୍ତରଣ ଥେକେ କୁଡ଼ାତେନ ତାଙ୍କୁର ଗୁଛ ।

ଲାଠି ଖେଲାୟ ଆବାର ଥୁବ ନାମ ଡାକ ଛିଲ  
ଦୁ'ଚାର ଦଶଜନକେ ସାମଲାତେନ ଅନାୟାସେ  
ହାତ ସଞ୍ଚ ଛିଲ ଚିକିତ୍ସାଯ—  
ସାରାଦିନ ପାଲ୍‌ମେଟିଲା, କଷିଟକାମ, ଟ୍ୟାରେନ୍ଟଲା  
ତାର ଚୋଥେର ସାମନେ ସେନ ଏକ ଏକଜନ ମାନୁଷ  
କଥା ବଲଛେ, ଅସ୍ଵାନ୍ତ ବୋଧ କରଛେ, ଫଳି ଆଇଛେ,  
କେଷ୍ଟ ଏବଂ ନୀଳମନି ସଟିକ ତାର ଅବଗାହନେର ଆରେକ ଜଳିଧ ।  
ଦୂର ଦୂରାଟେ ସେତେନ ସାଇକେଲେ  
ଫିରତେନ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ, କିମ୍ବୁ ନେତାନୋ ନର ।

## পুকুরে পিতার মৃথ

মেরুদণ্ডটি ছিল বড় মজবুত, তাঁর ব্যক্তিগত মত ।  
ফিরেই ঘেতেন লিচু তলায়  
কালো জলে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকতেন, যেন দেখতেন  
পিতৃ পিতামহের প্রতিবিষ্ঠিত মৃথ  
চোখের সামনে কথা বলতো অনেক অতীত,  
'বড় সখ করে দাদা মিয়াই কেটেছিলেন পুকুরটা' ।  
বলতেন একটু-শ্বাস দীর্ঘ করে ।

একান্তরের জুলাইটি হায়েনা হয়ে  
আমাদের গ্রামে ঝাঁপমে পড়লো ।  
আমরা সবাই ছিটকে গেলাম  
আমার ভাগে মা আর ছোট বোন দৃটো  
বড় ভাই আর আব্বা যে কোথায় কোন্দিকে বিচ্ছিন্ন হলেন !

তিনটি মাস আমরা গ্রামমূখী নই  
আর্তনাদ এবং মৃত্যু, মৃত্যু এবং ধৰ্মস  
গ্রামটি ধৰ্ষণে ধৰ্ষণে অবস্থ  
নিজদেশে আমরা সবাই পরবাসী  
নিজগৰ্হে ফেরারী আসামী পলাতক অপরাধী  
—সে এক অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠা-রতম ঘটনার  
জৈবন্ত সাক্ষী হবার বিরল দুর্ভাগ্য আমাদের ।

কানে থবর এলো একদিন, দৃঃসংবাদ যেমন আসে,  
আব্বাকে ওরা হত্যা করেছে  
জ্যান্ত অবস্থায় পুকুরে ঢুবিবে ঢুবিয়ে,  
পুকুরের মায়া তিনি ছাড়তে পারেন নি  
পাশের গ্রাম থেকে মাঝে মাঝেই নাকি আসতেন  
বসতেন লিচু তলায়, চেয়ে থাকতেন সচকিত,  
স্লক্ষ্ম-সন্তুষ্টে নেমেই ধরা পড়লেন

## অৱিন্দ গুহ

হত্যার সময় ওরা বলেছিল, “পিও বাঙালী,  
পিও, ইয়ে দৰিয়া কা পানি বছত মিঠ্যা হ্যায় ।”  
ফিরে এসে আব্বাকে আমরা কবৰচ্ছ কৱেছি  
আব্বাকে নয়, আব্বার কৎকালকে  
যেটি জড়িয়ে ধৰে মা সংজ্ঞাহীনা  
ছাড়বেন না কিছুতেই  
বোন দুটোও, তিনজনেই আঁব্বার খুব কাছের মানুষ ।

পুকুরের জলে চোখ রাখলেই  
সহজেই চোখে পড়ে সেই দুটো চোখ  
একটি ঘৃথমৰ্ডল—শ্রান্ত অথচ ধীর, গন্ধীর,  
যেন তিনি এখনো অপলক কালো জলে চেয়ে আছেন  
আর্ত চিৎকারে বলছেন, “আমি যাব না,  
এখান থেকে যাব না কোথাও ।”

আব্বাকে সাঁত্য পুকুরের পাড় থেকে  
আর নেয়াই গেল না ।

অৱিন্দ গুহ ( ১৯১৮ )

## হত্যাকারী

একজন সার্থক হত্যাকারীর সঙ্গে  
নির্জনে দেখা কৰার বড়ো সাধ হয় ।  
বিশাল, বিশাল পাহাড়ের পথে  
এক ছায়াচন্ম শুল্কতায়  
যেন তার সঙ্গে হঠাত দেখা হয়ে যায় ।

থাকে হত্যা করেছিল  
 তার চেয়েও করুণ, ছিম্মাভ্র, সর্বস্মান  
 শরীর—  
 এই হত্যাকারী !  
 অথচ  
 কোনো পুলিশের বড়োকর্তা তাকে  
 সম্পর্শ করতে পারে নি ;  
 কোনো আদালতে তার  
 বিচার হয় নি ।  
 পাহাড়ের উদ্দাম অরণ্যে  
 দ্বিপ্রহরের আকাশের তলার  
 রাত্রির মতো আচ্ছাদিত মৃহূর্তে  
 তাকে আমি দৃ-হাত ধরে প্রশ্ন করতাম :  
 তাই, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে  
 সেই নিহত মানুষটি  
 শেষ নিষ্পাসের ভাষায়  
 কাকে অভিশাপ দিয়েছিল—  
 তোমাকে, না, ঈশ্বরকে ?

### শাস্ত্রীয় বাহমান ( ১৯২৯ )

এখানে এসেছি কেন ? এখানে কী কাজ আমাদের ?  
 এখানে তো বোনাস ভাউচারের খেলা নেই কিম্বা মাঝা  
 কোনো গোল টেবিলের, শাসনতল্লের ভেল্কিবাজি,  
 সিনেমার রঙিন টিকিট

ଶାମସୁର ରାହମାନ

ନେଇ, ନେଇ ସାକ୍ଷୀରେ ନିରୀହ ଅମୁଶ ବାଘ, କମର୍ଦ୍ଦ ଦେଖାନୋ  
ତରଣୀର ଶରୀରର ଝଲକାନ୍ତି ନେଇ କିମ୍ବା ଫାନ୍ଦୁ ଓଡ଼ାନେ  
ତା-ନେଇ, ତବ-କେନ ଏଥାନେ ଜମାଇ ଭିଡ଼ ଆଘରା ସବାଇ ?

## আমি দুর পলাশ তলৈর

## হাড়-ডিসার ক্লান্ত এক ফতুর কৃষক

## ମଧ୍ୟୟୁଗୀ ବିବର୍ଣ୍ଣ ପଟେର ମତୋ ଥୁ-ଥୁ,

আমি মেঘনার মাঝি, ঝড় বাদলের

ନିତ୍ୟ-ମହାଚର,

আমি চটকলের শ্রমিক,

ଆମି ଘୁତ ରମାକାନ୍ତ କାମାରେର ନୟନ ପୁଣ୍ଡଳି,

## আমি মাটিলেপা উঠোনের

উদাস কুমোর, প্রায় ক্ষ্যাপা, গ্রাম উজাড়ের সাক্ষী,

আমি তাঁরী সঙ্গীই হৈন, কখনো পার্ডিন ফার্মস', বুনেছি কাপড় মোটা-মিহি

ମିଶ୍ରଯେ ମୈଘୀର ଧ୍ୟାନ ତାଁତେ,

ଅର୍ଥ

ରାଜସ୍ବ ଦଫତରେର କରୁଣ କେରାଣୀ, ମାଛ-ମାରା ତାଡ଼ା-ଥାଓଯା,

## ଆଧି ଛାତ୍ର, ଉଷ୍ଣଜ୍ଵଳ ତର୍କଣ,

## আঁমি নব্য কালের লেখক,

## আমার হৃদয়ে চর্যাপদ্মের হরিণী

ନିତା କରେ ଆସା-ଯାଓୟା, ଆମାର ମନନେ

ରାବୀ'ନ୍ଦ୍ରକ ଧ୍ୟାନ ଜାଗେ ନତୁନ ବିନ୍ୟାସେ

এবং মেলাই তাকে বাস্তোর তুমুল রোদ্দুরে

ଆର ଚୈତନ୍ୟର ନୌଲେ କଠୋ ସ୍ଵପ୍ନ ହଁମ ଭାସେ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ସପଳନେ ସର୍ବଦା ।

ଆମରା ସବାଇ

এখানে এসেছি কেন? এখানে কী কাজ আগামীর?

## କୋନ, ସେ ଜୋଯାର

କରେଛେ ନିକ୍ଷେପ ଅୟମାଦେର ଏଥନ ଏଥାନେ ଏହି

ফাল্গুনের রোদে ? বৃক্ষ জীবনেরই ডাকে  
বাহিরকে আমরা করেছি ঘর, ঘরকে বাহির ।

জীবন মানেই

মাথলা মাথায় মাঠে ঝাঁ ঝাঁ রোদে লাঙল চালানো,

জীবন মানেই

ফসলের গুচ্ছ বুকে নিবিড় জড়ানো,

জীবন মানেই

মেঘনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দাঁড় বাওয়া আর পাল খাটানো হাওয়ায়,

জীবন মানেই

পৌষের শীতাত্ত রাতে আগুন পোছানো নিরিবিলি ।

জীবন মানেই

মূখ থেকে কারখানার কালি মুছে বাড়ি ফেরা একা শিস দিয়ে,

জীবন মানেই

টেপির মায়ের জন্মে হাট থেকে ভূরে শাড়ি কেনা,

জীবন মানেই

বইয়ের পাতায় মগ হওয়া, সহপাঠিনীর চুলে

অঙ্গরঙ্গ আলো তরঙ্গের খেলা দেখা,

জীবন মানেই

তালে তালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিছিলে চলা, নিশান ওড়ানো,

অন্যায়ের প্রতিবাদে শ্বেত্যে মৃঠি তোলা,

জীবন মানেই

মায়ের প্রসন্ন কোলে মাথা রেখে শৈশবের নানা কথা ভাবা,

জীবন মানেই

খুকির নতুন ফুকে নস্তা তোলা, চার-লেস্ বোনা,

জীবন মানেই

ভায়ের মুখের হাসি, বোনের নিপুণ চুল আঁচড়ানো,

প্রমাণ খেঁপায় ফুল গোঁজা ;

শামসুর রাহমান

জীবন মানেই

হাসপাতালের বেডে শুয়ে একা আরোগ্য ভাবনা,

জীবন মানেই

পলির মোড়ের কলে মুখ দিয়ে চুম্বকে চুম্বকে জলপান,

জীবন মানেই

রেশনের দোকানের লাইনে দাঁড়ানো,

জীবন মানেই

স্ফূলঙ্গের মতো সব ইলাহার বিলি করা আনাচে কানাচে

জীবন মানেই.....

আবার ফুটেছে দাথো কৃষ্ণচূড়া থেরে থেরে শহরের পথে

কেমন নিবড় হ'য়ে । কখনো মিছিলে কখনো-বা

একা হেঁটে ঘেতে ঘেতে মনে হয়—ফুল নয়, ওরা

শহীদের ঝলকিত রক্তের বৃন্দন, স্মৃতিগঙ্কে ভরপুর

একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ ।

এ রঙের বিপরীত আছে অন্য রঙ,

যে রঙ লাগে না ভালো চোখে, যে-রঙ সন্তাস আনে

প্রাত্যহিকতায় আমাদের মনে সকাল সন্ধ্যায়—

এখন সে রঙে ছেয়ে গেছে পথ ঘাট, সারা দেশ

ঘাতকের অশ্রুত আস্তানা ।

আমি আর আমার মতোই বছ লোক

রাত্রিদিন ভুল্লাখ্ত ঘাতকের আস্তানায়, কেউ মরা, আধমরা কেউ,

কেউ বা ভীষণ জেদী, দারুণ বিপ্লবে ফেঁটে পড়। । চতুর্দশে

মানবিক বাগান, কম্বলবন হচ্ছে তছনছ ।

বুঁবি তাই উনিশশো উন্মসন্তরেও

আবার সালাম নামে রাজপথে, শুনে তোলে ঝ্রাগ,

বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মথে ।

সালামের বুক আজ উর্ধ্বাধিত মেঘনা,

সালামের চোখ আজ আলোকিত ঢাকা,

পথের কুকুর

সালামের মুখ আজ তরঙ্গ শ্যামল পূর্ব বাংলা ।

দেখলাম রাজপথে, দেখলাম অমরা সবাই

জনসাধারণ

দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো

বারে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা

আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে

এখনো বৈরের রক্তে দৃঃখ্যনী মাতার অশুভজনে

ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চষ্টরে

হৃদয়ের হাঁরিৎ উপত্যকায় । সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ,

শির্হরত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রোদ্রে আর দৃঃখের ছায়ায় ।

### পথের কুকুর

অবশ্য সে পথের কুকুর । সারাঁদিন

এদিক ওদিক ছোটে, কখনো-বা ডার্টিবিন খুঁটে

ছুড়ায় জঠরজ্বালা, কখনো আবার প্রেমিকার

মনোরঞ্জনের জন্য দেয় লাফ হরেক রকম ।

হাড় নিয়ে ঘুঁথে বসে আছের ছায়ায়,

লেজ নাড়ে মাঝে-মধ্যে ফুর্তিবাজ প্রহরে কখনো

শুলায় গড়ায় । কখনো সে

শুন্যতাকে সাজায় চিঁকারে ।

আমি বন্দী নিজ ঘরে । শুধু

নিজের নিঃস্বাস শুনি, এত শুল্ক ঘর ।

অমরা ক'জন আসজাইবৈ

## শামসূর রাহমান

ঠায় ব'সে আ!—  
সেই কবে থেকে। আর্মি, মানে  
একজন ভয়াত্ত পুরুষ,  
সে, অর্থাৎ সম্পন্ন মহিলা  
ওরা, মানে কয়েকটি অতি মৌন বালক-বালিকা—  
আমরা ক'জন  
কবুরে শুল্কতা নিয়ে ব'সে আছি। নড়ি না চড়ি না  
একটুকু, এমন কি দেয়ালবিহারী টিকটিক  
চকিতে উঠলে ডেকে, তাকেও থার্মিয়ে দিতে চাই,  
পাছে কেউ শব্দ শুনে চুকে পড়ে ফালি ফালি চিরে মধ্যবিহু  
নিরাপত্তা আমাদের ! সম্পন্ন শহরে  
সৈন্যেরা উহল দিছে, যথেচ্ছ করছে গুলি, দাগছে কামান  
এবং চালাচ্ছ ট্যাঙ্ক যন্ত্রণ ! মরছে মানুষ  
পথে ঘাটে ঘরে, যেন প্লেগবিহু রক্তাঙ্গ ইঁদুর !  
আমরা ক'জন শ্বাসজীবী  
ঠায় ব'সে আছি  
সেই কবে থেকে। অকস্মাত কুকুরের  
শাণ্ট চিৎকার  
কানে আসে, যাই জনলার কাছে, ছায়াপ্রায়। সেই  
পথের কুকুর দোখ বারংবার তেড়ে যাচ্ছে জলপাইরঙ্গ  
একটি জীপের দিকে, জীপে  
সশস্ত্র মৈনিক কাঁতপয়। ভার্বি, ধনি  
অন্তত হতাম আর্মি পথের কুকুর !

## শুন্মুক্তার মুখোপাধ্যায় ( ১৯৩৯ )

### আত্মসমর্পণের পর

দুই রাজ্য জুড়ে সশস্ত্র বাহিনী  
বছরের পর বছর  
দিবাৱাৰা, তন্মতন্ম  
খুঁজছে এক অসুন্দর রমণীকে,  
তার কচি মাথার দাম দশ হাজাৰ টাকা ।  
হিংস্র হঠকারী একদল পুলিশ পুরুষ  
জঙ্গল থেকে জঙ্গলে  
টিলা থেকে টিলায়  
তোলপাড় করছে জানোয়াৱদেৱ জগৎ,  
কোথায় সেই বাইশ বছরের খুনী মেয়েটা ।  
এদিকে  
বনেৱ মধ্যে পাঁখিদেৱ শান্তিভঙ্গ  
টিপটিপ জোনাকিৱ আলো, বৃষ্টি, পাতা কৰছে খশখশ  
আৱ মেগাফোনে ফুলন দেবীৰ আহবান :  
“দারোগাজী, দারোগাজী  
গোলিয়াঁ না হো তো গোলিয়াঁ লে যাও,  
হিম্মৎ না হো তো চুড়িয়াঁ লে যাও”

ফুলন দেবী আত্মসমর্পণ কৱেছেন ।  
এখন গণতন্ত্ৰী দেশে সভ্য মানুষেৱ দল  
ষুক্তি দিয়ে, আইন দিয়ে, প্ৰেম দিয়ে খ্ৰুৰ ভদ্ৰভাৱে  
তাঁকে বাঁধিবে ; বাঁধুক,  
কাপুৰুষদেৱ ঘৃণা কৱতে কৱতে  
বাঘী ফুলন দেবী এখন ক্লান্ত ।

## ମୁଖୀଳ ବନ୍ଦୁ ( ୧୯୩୦ )

କଥାଗୁଲେ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥାଗୁଲେ ।

କଥାରା ଭାରୀ ମଜାର ଜିନିସ, ମଶାଇ—  
କଥାଗୁଲୋ ଲାଫାଯ ହାସେ  
କାଁଦେ ଭ୍ୟାଂଚାଯ

ଦେଦିନ ଏକ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏକଟା  
କଥାର ବଲ ଛଂଡେ ମାରଲେନ ଏକଜନକେ  
ଅମନି ତିନି କଥାର ଏକଟା କ୍ଷ୍ୟାପା କୁକୁର  
ଲେଲିଯେ ଦିଲେନ ତଣ୍କଣ୍ଠ  
ତାରପର ବଲ ଆର କୁକୁରେର ଝାପ୍ଟାଝାପ୍ଟ  
କାମଡାକାମଡି  
ଦୌଡ଼ୋଦୌଡ଼ି  
ଲଡ଼ାଇ !

କଥାରା ଭାରୀ ମଜାର ଚାରିନ୍ତ  
ମଶାଇ  
ଦୁ'ତଳା ଥେକେ ଏକ ଝାଁକ କଥା  
ଛଂଡେ ମାରଲେନ ଏକ ରୂପବତୀ  
ତାର ସ୍ଵାମୀକେ  
ଥାଲା-ବାସନେର ମୃତ୍ୟୁ ଝନ ଝନ କରେ  
ଭାଙ୍ଗତେ ଭାଙ୍ଗତେ କଥାଗୁଲୋ ଚୁରମାର ହୟେ  
ନୀଚେ ପଡ଼ତେ ଲାଗଲ  
କି ମଜାର ଚାରିନ୍ତ କଥାରା—  
କଥାଗୁଲୋ ହାସେ କାଁଦେ ଲାଫାଯ  
କଥାଗୁଲୋ ବାଘେର ମତୋ ଲାଫିଯେ ପଡେ  
ହରିଣ-ଶଶୁର ମତୋ ନିରାହ କଥାର  
ଘାଡ଼େର ଉପର  
ତାରପର ଚଲେ  
ଝାପ୍ଟାଝାପ୍ଟ  
ଖାମଚାଖାମାଚ  
ଲଡ଼ାଇ ।

## କବିତା ମିଥ୍ ( ୧୯୩୧ )

ଆନ୍ତିଗୋନେ

( କେରା ଚତୁର୍ବୀକେ )

ଏକଟି ସତେରୋ ବହରେ ମେଘର ପାଯେର ତଳାଯ  
 ଲୁଟିଯେ ପଡ଼ିତେ ପାରେ ନା ଏକବାର      ଏକବାରୋ  
 ତାବଣ ସଂମାର ?

ଶୁକରୀ ପାଲେର ମତୋ ମୁଖାବୟବହୀନ ରମଣୀର ଅପ୍ରମୋଜନ ?  
 ସାଡ ଧ'ରେ ନିଯେ ଏସେ,—ଅବଶ୍ୟ ନ୍ତନ ଓ ଉଦର ଛାଡ଼ା

ସ୍ଵାଦ ଥାକେ ଅର୍ତ୍ତିରଙ୍କ ସାଡ

ଏକବାର, ଶୁଧି ଏକବାର  
 ଚୁମ୍ବନ କରାତେ ଚାଇ ଆନ୍ତିଗୋନେ  
 ତୋମାର ଓଇ କଳାପାତାରଙ୍ଗ ପୋଶାକେର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାସ୍ତଦେଶ !

ଆନ୍ତିଗୋନେ ? ତୁମି କି ଜାନତେ ପେରେଛିଲେ ?  
 ନା ନା ଆନ୍ତିଗୋନେ, ଓରା, ପୁରୁଷେରା, ମନେ ମନେ  
 ସମନ୍ତ, ସବାଇ ହିସେବୀ କ୍ରେଯନ ଓରା

ତାବଣ ସଂମାର ଶୁଦ୍ଧ ଅଳୀକ ଆଠାଯ ଜୋଡ଼ା ଦିତେ ଚାଯ  
 ଆମି ଚାଇ କେବଳ ତୋମାର ଆଜ୍ଞା ଯା ଚାଯ ! ଯା ଚାଯ !  
 ଆନ୍ତିଗୋନେ !

ଆମି ଓଇ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଲୋଭୀ ମେ଱େଦେର  
 ଯାଦେର ସମନ୍ତ ଚାଇ, ସବ ଚାଇ, ସତୀଷ ଏବଂ ପରକୀୟା  
 ଏକମଙ୍ଗେ ସତୀଚନ୍ଦ ଚାଇ, ସବ ଚାଇ, ସତୀଷ ଏବଂ ପରକୀୟା  
 ଏକମଙ୍ଗେ ସତୀଚନ୍ଦ, ଏବଂ ରମଣ, ଏମନ କି ବାଂସାଯନ ଯାଦେର ବିଧାନ ଦେନ

ଦିନେ ସତୀ ରଜନୀତେ ବେଶ୍ୟା ବନେ' ଯେତେ ( ଇତିଗଜଃ ସ୍ଵାମୀର ସକାଶେ )

ଆନ୍ତିଗୋନେ !  
 ତୁମି କେନ ସତେରୋ ବହରେ ତବେ ଜେନେ ଗେଲେ

## କବିତା ସିଂହ

ଓইସବ ଶୁକରାଇରା ମନୋମତୋ ରାନ୍ଧାଘର, ସମର୍ଥ ପୁରୁଷ ଆର  
ଶ୍ରନେର ଦୁଧେର ଶାରାଈର ସମ୍ରଗ୍ଣ ଭାର କମାବାର ମତୋ ଶିଶୁ ପେଲେ  
ଥାମାବେଇ ସମନ୍ତ ଚିଙ୍କାର, ଶୁଦ୍ଧ ରେଖେ ଦିଯେ ତାର ଆଦି ଥିନ୍ମୁଣ୍ଡି ?

ଆନ୍ତିଗୋନେ ! ତୁମ କେନ ସତେରୋ ବଛରେ ଜୀବନରେ ପେରେଛିଲେ ସବ ?  
ଲୋଭ ଏକ ଛୁରି—ଲୋଭୀ ହତେ ନେଇ—ଲୋଭ କୁଟିକୁଟି ସବ ଦାଁତେ କାଟେ  
ଜନ୍ମଦିନେର ବଡ଼ ନିଟୋଲ ଚାଁଦେର ମତୋ କେକ  
ମେ କେବଳ ଥଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡ କରେ ।

ସମନ୍ତ ପୁରୁଷ କରେ ଜନନୀ ଗମନ, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଵୀକାରୋକ୍ତି କରେ ଇଡିପାସ ?  
ତାଇ ଆନ୍ତିଗୋନେ, ଅତ ସକାଳ ସକାଳ, କିଂବା ସକାଲେରେ ଆଗେ  
ନାକି ରାତେ ? ନାକି ଜଞ୍ଜମେର ସମସ୍ୟ—ନାକି ପିତାର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ  
ଓରସେଇ ଭାସମାନ ବ'ସେ

ତୁମ ବୁକେ ରେଖେଛିଲେ ମୃତ୍ୟୁବୀଜ ତୀର ସହଜାତ ?  
ସେଭାବେ, ସ୍ଵଭାବେ, ବୁକେର ଭିତର ବସ, ମିଥ୍ୟାର ସମ୍ରଗ୍ଣ କିଛୁ  
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଝିନୁକ !

ଆନ୍ତିଗୋନେ !

ତୋମାର ଉନ୍ନତ ବୁକେ ଈଶ୍ଵରେରୋ ଛିଲ ଆୟୋଜନ  
ତୋମାର ବନ୍ଧିର ସୁଗଠନେ ଥେବାଇ-ଏର ଅନାଗତ ନୃପତିର  
ପ୍ରଥମ ଦୋଳନା !

ତବୁ ତୁମ ତ୍ୟାଗ କ'ରେ ଚ'ଲେ ଗେଲେ ଦୁଧେର ଧାରାର ମେଇ ନିଃସରଗ-ସୁଖ  
ପ୍ରସବେର ଦୃଢ଼ପ୍ରାପ୍ୟ ଆସ୍ତାଦ  
କାରଣ ତୁମ ଯେ ଓଇ ସତେରୋର ଭୀଷଣ ସକାଳେ  
ଜେନେଛିଲେ ସତ୍ୟକାର କିଛୁ ପେଲେ କିଛୁ,—କିଛୁ ତୋ ଛାଡ଼ିତେଇ ହସ  
ମାସ ଓ ଶରୀର ।

ଆନ୍ତିଗୋନେ, ପୃଥିବୀର ସମନ୍ତ ପୁରୁଷ କରେ ମାତୃ-ଗମନ  
ସ୍ଵୀକାର ସାହସ ରାଖେ ଶୁଦ୍ଧ ଇଡିପାସ  
ଆର ଏକମାତ୍ର ମେଇ ଇଡିପାସଇ  
ଜମ ଦିତେ ଜାନେ ତୋକେ, ତୋକେ ଆନ୍ତିଗୋନେ !

## শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২)

### পুনর্বাসন

যা কিছু আমার চারপাশে ছিল  
ঘাসপাথর  
সরীসৃপ  
ভাঙা মন্দির  
যা কিছু আমার চারপাশে ছিল  
নির্বাসন  
কথামালা  
একলা স্মরণ  
যা কিছু আমার চারপাশে ছিল  
ধৰন  
তৈরবল্লম্ব  
ভিটেমাটি  
সমস্ত একসঙ্গে কেইপে ওঠে পশ্চিম মুখে  
স্মৃতি যেন দীর্ঘবাহী দলদঙ্গল  
ভাঙা বাক্স পড়ে থাকে আমগাছের ছায়ায়  
এক পাছেড়ে অন্য পায়ে হঠাতে সব বাস্তুহীন ।

যা কিছু আমার চারপাশে আছে  
শেঁয়ালদা  
ভরদুপুর  
উলকি দেয়াল  
যা কিছু আমার চারপাশে আছে  
কানাগাঁলি  
শ্লোগান  
মনুষেট  
যা কিছু আমার চারপাশে আছে  
শরণয্যা

## শাশ্বত দ্রোণ

ল্যাম্পেন্ট

লাল গঙ্গা

সমস্ত একসঙ্গে ঘিরে ধরে মঞ্জার অঙ্ককার  
তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাজে জলতরঙ্গ  
চূড়োয় শূন্য তুলে ধরে হাওড়া ফ্রিজ  
পায়ের নিচে গড়িয়ে থায় আবহমান ।

যা কিছু আমার চারপাশে ঝন্টা

উড়স্ত চুল

উদোম পথ

ঝোড়ো মশাল

যা কিছু আমার চারপাশে স্বচ্ছ

ভোরের শব্দ

স্নাত শরীর

শ্যানশিব

যা কিছু আমার চারপাশে মৃত্যু

একেক দিন

হাজার দিন

জন্মদিন

সমস্ত একসঙ্গে ঘুবে আসে স্মৃতির হাতে

অল্প আলোয় বসে থাকা পথভিখারি

যা ছিল আর যা আছে দুই পাথর ঠুকে

জ্বালিয়ে নেয় প্রতিদিনের পুনর্বাসন ।

## ବାବୁମଶ୍ଯାଇ

ଆଶା କରି ସକଳେଇ ବୁଝିବେଳ ଯେ ଏହି ଧରନେର  
ରଚଳା ପଡ଼ିବାର ବିଶେଷ ଏକଟା ମୂର ଆଛେ ॥

‘ମେ ଛିଲ ଏକଦିନ ଆମାଦେର ଯୌବନେ କଳକାତା !  
ବେ’ଚେ ଛିଲାମ ବଲେଇ ସବାର କିନେଛିଲାମ ମାଥା  
ଆର ତାହାଡ଼ା ଭାଇ

ଆର ତାହାଡ଼ା ଭାଇ ଆମରା ସବାଇ ଜୈନେଛିଲାମ ହବେ  
ନତୁନ ସମାଜ, ଚୋଥେର ସାମନେ ବିଶ୍ଵଲବେ ବିଶ୍ଵଲବେ  
ଯାବେ ଖୋଲ-ନଳିଚା

ଯାବେ ଖୋଲ-ନଳିଚା ପାଲଟେ, ବିଚାର କରବେ ନିଚୁ ଜନେ’  
—କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଥୁବ କାହେ ନୟ ଜାନେନ ସେଟୋ ଘନେ  
ମିଶ୍ର ବାବୁମଶ୍ୟ

ମିଶ୍ର ବାବୁମଶ୍ୟ ବିଷୟ-ଆଶୟ ବାର୍ଡିରେ ଯାନ ତାଇ,  
ମାଧ୍ୟେମଧ୍ୟେ ଭାବେନ ତାଦେର ନୂନ ଆନତେ ପାଞ୍ଚାଇ  
ନିତ୍ୟ ଫୁରୋଯ ସାଦେର

‘ନିତ୍ୟ ଫୁରୋଯ ସାଦେର ସାଧ-ଆହଳାଦେର ଶେଷ ତଳାନିଟୁକୁ  
ସେଟୋ କାଳ ରାଖବେ ତାଦେର ପାଯେର ତଳାର କୁକୁର  
ମେଟୋ ହୟ ନା ବାବା

ମେଟୋ ହୟ ନା ବାବା’ ବଲେଇ ଥାବା ବାଡ଼ାନ ଘତେକ ବାବୁ  
କାର ଭାଗେ କୀ କମ ପଡ଼େ ଯାଏ ଭାବତେ ଥାକେନ ଭାବୁକ  
ଦୁ’ଚୋଥ ବେରେ

ଅର୍ମିନ ଦୁ’ଚୋଥ ବେରେ ଅଳକେପେଯେ ଝରେ ଜଲେର ଧାରା  
ବଲେନ ବାବୁ ‘ହା, ବିଶ୍ଵଲବେର ସବ ମାଟି ସାହାରା’  
କୁମୀର କୀଦତେ ଥାକେ

কুমীর	কাদতে থাকে ‘আয় আমাকে নামা নামা’ ব’লে কিন্তু বাপু আর যাব না চৰাতে-ঙঙলে চের বুঝোছি
আমরা	চের বুঝোছি খেঁদীপেচী নামের এসব আদর সামনে গেলেই ভৱে মুখে, প্রাণ ভৱে তাই সাধে
তুমি	সে-বক্ষ না
তুমি	সে-বক্ষ না, যে-ধূপধূনা জুলে হাজার চোখে দেখতে পাবে তাকে, সে কি যেমনতেমন লোকে সব অগ্রাত্য
তাই	সব অগ্রাত্য পাহৰিণ এই বিলাপে খুঁশি ‘শুড়িখানাই কেবল সত্য, আর তো সবই ভূষি হায় বেচারা’
ছি ছি	হায় বেচারা ? শুনুন যাঁরা মন্ত পরিপ্রাতা। এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা
হেঁটে	দেখতে শিখুন ঝরছে কী খুন দিনের রাতের মাথায় আরেকটা কলকাতায় সাহেব আরেকটা কলকাতায় বাবুমশায় !

## ଆଲ୍‌ମାର ସରକାର ( ୧୯୩୨ )

### ଅଭିସାର

ଆଲ୍‌ମାରଙ୍ଗିତା ତୋମାର କୁଞ୍ଜବନେ ଏହି ଅଭିସାର ।  
 ପଥ ବର୍ଣ୍ଣମୂର୍ଖରିତ ନୟ ସର୍ପଶକୁଳ ଅରଣ୍ୟମୟ  
 ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ଦୂରଚ୍ଛିତ ଶୃତି, ଅନୁପଚ୍ଛିତ ରୌଦ୍ରମୟତାର  
 ଶୃତିଉଚ୍ଜୀବନୀ ଭାବିଷ୍ୟଉତ୍କାଶନୀ ସନ୍ଦାସକୁଟିଲ ଦହନ ।

#### ଇଞ୍ଜିନ୍‌ମେଲିନ ପ୍ରୟେ

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମୈନ ଅବଲୁପ୍ତି କ୍ରମଅପସିଯ  
 ବର୍ଣ୍ଣମୟ ଆଲେଖ୍ୟ ରକ୍ତମୟ ପ୍ରକ୍ଷାବ ବିଦ୍ୟୁତି ଉଚ୍ଚାରଣ ।  
 ନିଷ୍ଠକତା କ୍ଷୁରିତ ବିନ୍ଦୁତି ନିଃସ୍ଵ ବିବର୍ଜିତ ଉପାଚ୍ଛତି  
 ମେଘମୟତାଯ ତନ୍ଦୁନିଲିନୀ ଉଚ୍ଜୀବନ, ଭାବମୟ ଦ୍ୟୋତନା ।

#### ଶ୍ୟାମଲିମ ପଥ ଅର୍ପିତ ଅଭିସାର

ଯ୍ୟାନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଲୋକେ ଶାସ୍ତ୍ରତ ସମୟ ଏକଟି ସନ୍ତାର—

#### ଅଶ୍ରମ ଅପ୍ରାପ୍ତ ଆକାଞ୍ଚାହୀନତା ।

ଅନୁଶାସିତ ଅତୀତ ନୟ ବାସନା ନିଦେଖିତ ଭାବିଷ୍ୟାଂ ନୟ  
 ଅନୁସର୍ଜନିତ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବହମାନତା ।  
 ଆଲ୍‌ମାରଙ୍ଗିତା ତୋମାର କୁଞ୍ଜବନେ ଅନନ୍ତକାଳ  
 ଚିତନ୍ୟବିଲୁପ୍ତ ଆମାର ସାହା, ଆମାର ସମଗ୍ରତା ।

## ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ପଞ୍ଚ ( ୧୯୩୨ )

### ଗଭୀର ରାତ୍ରେ ଟ୍ରାଙ୍କକଲ

ଗଭୀର ରାତ୍ରେ ସମନ୍ତ ଟ୍ରାଙ୍କକଲ  
 ଯାତାଯାତ କରେ ଆମାର ଭିତର ଦିଯେ ।

## পূর্ণেন্দু পদ্মী

আর  
অসংখ্যবার  
হ্যালো হ্যালো বলতে বলতে  
হাঁপয়ে ঘাই  
আর ভাঙা মোমবাঁতির মতো  
এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকি সমস্ত রাত ।  
চারপাশের শাদা দেয়াল  
সবুজ জানলা  
হলুদ দরজা  
এমনকি কালো চেয়ার টেবিলগুলোও  
হংড়ি খেয়ে এগিয়ে আসে সামনে ।।  
ফ্রাঙ্ককলের মানুষ কী ভাষায় কথা বলে  
শুনতে চায় ওরা ।  
ওরা মাছ পাখি এবং গাছপালার ভাষা জানে  
এবং পড়তে পারে মেঘের স্বরলিপি ।  
সরু জলের রেখা পাছাপেড়ে শাঁড়িতে  
যখন বনের ভিতর  
নৃড়ির নৃপুর বাঁজিয়ে,  
অথবা পাতলা হাওয়ারা যখন  
গাছের ছায়ার  
আলপনা দেয় দেয়ালে,  
ওরা তাদের সঙ্গে গঢ়ে করে ।  
এমনকি  
মানুষের বহু সংলাপও ওরা চেনে  
সেইসব মানুষের  
যাদের কাঁধে গভীর ক্ষতের দাগ  
চোখে  
পুড়ে-যাওয়া বনের ছাই  
পায়ের পাতা  
অবেলার বৃষ্টিতে ভিজে ।

## গভীর রাতের প্রাঞ্জকল

প্রাঞ্জকলের মানুষের কাথাবার্তা শুনবে বলে  
এমনভাবে ঝুঁকে থাকে ওরা  
আমি নিষ্ঠাস নিতে পারি না,  
চশমা পরেও সরাতে পারি নয়

সামনের অঙ্গুষ্ঠতা ।

সমস্ত রহত

অর্থাৎ

যতক্ষণ ঝাউ-এর মাথায় কালপুরুষ  
যতক্ষণ অঙ্গুষ্ঠারে আদিম সব স্বপ্নের  
রাজসভা

যতক্ষণ

পুরুষ জোনাকির সঙ্গে  
মেয়ে জোনাকির ভালোবাসাবাস

যতক্ষণ

মশারির মধ্যে পৃথিবীর আন্ত মানুষগুলো  
খোসা ছাড়ানো ফলের মতে বেআৰু  
আমি ভাঙ্গ মোমবাতির মতো

এক পায়ে ।

হ্যাঙারে আমার টেরিন্স  
পরা হয় না ।

বিছানায় আমার উর্ধশী

ছোয়া হয় না ।

জানলায় অফসেটে-ছাপা আকাশ  
দেখা হয় না ।

গভীর রাতের সমস্ত জরুরির প্রাঞ্জকল  
আমাকে এফেঁড়-ওফেঁড় ক'রে এইভাবে  
যাতায়াত করে কেবল ।

ଟ୍ରାଙ୍କକଲେର ଭିତରେ ଆମ ଶୁନତେ ପାଇ

ପ୍ରବଳ ସବ ଉଡୋଜାହାଜେର

ଆକାଶ-ଛେଡା ଚିଢ଼କାର ।

କାର ଉପର ଓଦେର ରାଗ

ଜାନି ନା ।

ଟ୍ରାଙ୍କକଲେର ଭିତରେ ସାର ସାର ସାଁଜୋଯା ଗାଡ଼ିର

ଦୂରପାଞ୍ଚା ଚୋଥ

ଆଗୁନ ଛିଟିଯେ ସାଯ ବାତାସେ ।

କାର ଉପର ଓଦେର ଆକ୍ରୋଶ

ଜାନି ନା ।

ଶୁନତେ ପାଇ ।

ମୃତ ହରିଣ ଶିଶୁଦେର ଫୁଁପଯେ କାନ୍ଧା,

ଘର-ପୋଡ଼ାମୋ ଆଗୁନେର

ଖିଲିଖିଲ ହାସ,

ଆର ଧରସେ ପଡ଼ିଛେ ଧେ-ସବ ଘରବାଡ଼ି ।

ଥାମାର ଏବଂ ଗାନ୍ଦିରେର ଲଞ୍ଚା ଚୁଡ଼ୋ

ତାଦେର ହାଡ଼ଗୋଡ଼େର କାତରାନୀ,

ତେଷ୍ଟାଯ ଶୁକିଯେ ଶୁକିଯେ ସାଓୟା

ଏକ-ଏକଟା ନଦୀର

ନୀଳ କଷ୍ଟନାଲୀର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ।

ଦେଖିତେ ପାଇ ନା

କିନ୍ତୁ ମନେ ହୟ

କ୍ରମଶ କାଳୋ ହୟେ ଆସିଛେ

ରକ୍ତେର ହିରଣ୍ୟ ଫୌଟାଗୁଲୋ,

ଦେଖିତେ ପାଇ ନା କିନ୍ତୁ ମନେ ହୟ

ଶୁଲୋ ଏବଂ ସାମ ଅବିକଳ ଜନନୀର ମମତାୟ

ରକ୍ତେର ମୃତ ଫୌଟାଗୁଲୋକେ

তুলে নিছে নিজেদের কোলে-কাঁথে ।  
 আচমকা দাঙ্গা-হাঙ্গামায়  
 যেমন লুটপাট হয়ে যায়  
 সোডার বোতল,  
 সেইভাবেই মানুষের মৃঠো থেকে  
 চুরি হয়ে যাচ্ছে  
 ভোগরাসূক্ষ সোনার কৌটোগুলো ।

একটু চুপ করুন ।  
 প্রীজ, একটু আস্তে ।  
 এখন পাঁচতারা হোটেল থেকে  
 এক সোনা-বাঁধানো দাঁত  
 কথা বলছেন  
 এক হৌরে-বাঁধানো আঙুলের সঙ্গে ।  
 হৌরের আঙুলটি  
 এক জরির মুকুট-পরা মন্ত্রী মহোদয়ের  
 বড় স্নেহভাজন ।  
 এখন মন্ত্রী কথা বলছেন তাঁর  
 কর্মপিউটার-চালিত সেক্সেটারির সঙ্গে ।  
 সেক্সেটারি কথা বলছেন  
 ডান্লোপলোর মতো গড়ানো যায়  
 এমন মৎস্যকন্যার সঙ্গে  
 যিনি ঢুবে আছেন বাথটাবের বুদ্বুদে ।  
 কত রকমের মুখোস-অঁটা শব্দ  
 ইশারা-ইঙ্গিত  
 পাকা-মাছের ঘাই  
 আলজিভের টরে-টৰ্কা

ଗଭୀର ରାତର ଏହିମବ ଟ୍ରାଙ୍କକଲେ ।  
 ଶଦ୍ଵେର ବିଷୟେ ଆମି ଆରୋ ଅନେକ କଥା  
 ବଲତେ ପାରି ଆପନାଦେର ।  
 ଏମନ ସବ ଜାହାଜେର ଡେଂ୍ବ ଶୋନାତେ ପାରି  
 ଅଥବା ଏମନ ସବ ସୁଧୂର ଡାକ  
 ଯା ଏକ-ଏକଟା ଦିନ-ଦୁ ପୁରକେ  
 ଝାଁଖରା କରେ ଦିତେ ପାରେ ସୁଦେର ସାଇରେନେ ।  
 ଏକଟୁ ଚୁପ କରନ,  
 ପ୍ଲାଜ, ଏକଟୁ ଆଣେ ।  
 ଏହିମାଘ ଖବର ଏମେଛେ  
 ଭେଣେ ଗେଛେ ଇଲ୍ଲପ୍ରଷ୍ଟେର ଗୋଲ ପ୍ରାଣେଲ ।  
 ଭେଡ଼ାର ପ୍ରକ୍ଷାବେ ଶୁଘୋର ରାଜୀ ନୟ ।  
 ଶୁଘୋରେର ପ୍ରକ୍ଷାବେ ଛାଗଲ ରାଜୀ ନୟ ।  
 ଛାଗଲେର ପ୍ରକ୍ଷାବେ ଛୁଟୋରା ରାଜୀ ନୟ ।  
 ଆମାଦେର ଦେଶେ ରାଜ-ସିଂହାସନ ବଲତେ  
 ଏକଟାଇ  
 ଯାର ଉପରେ ଅଶୋକକ୍ଷତର ତିନଟି ସିଂହେର ମୁଖ  
 ତିନଦିକେ ।  
 ଭେଡ଼ାକେ ସିଂହାସନ ଏବଂ ଲାଲ କାର୍ପେଟ ଦିତେ  
 ଶୁଘୋରେରା  
 ଶୁଘୋରକେ ସିଂହାସନ ଏବଂ ନୀଳ ପାଶପୋଟ ଦିତେ  
 ଛାଗଲେରା  
 ଛାଗଲକେ ସିଂହାସନ ଏବଂ ସିଂଦକାଠି ଦିତେ  
 ଛୁଟୋରା ରାଜୀ ନୟ ।  
 ଏଥନ ଏରା ଫିରେ ସାବେନ ଯେ ଯାର  
 ମୁଖୁକେ ।  
 ମୁଖୁକେ ଗିଯେ ଏରା ହୟେ ସାବେନ ଏକ ଏକଟି  
 ହଲୁଦ ଡୋରାର ବାବୁ ଅଥବା  
 ପ୍ରକାଣ ମାଥାଓୟାଲା ସିଂହ ।

ঁফরে গিয়েই ভাড়া করবেন তীব্রসূক্ষ সার্কাস,  
বর্ণাচ্য সব তাসাপাটি,  
তারপরই শুরু হবে  
এ'দের নাচ এবং নকশা  
এবং নিলাম !

বন্ধুগণ !

আমি সিংহাসনে নেই  
দেখুন দেখুন  
কী হাড়ির হাল হয়েছে সোনার ভারতবর্ষটার ।

দেখুন দেখুন  
প্রত্যক্ষের ভাতে এক-ডজন মাছি ।

প্রত্যক্ষটি দাঁতের গোড়ায় রক্তপুঁজময়  
সায়োরিয়া ।

বন্ধুগণ !

আমার হাতে তুলে দিন আপনাদের  
সিল্কের চাবি এবং  
সরল বিশ্বাস এবং.....  
বলতে বলতেই পরের দিনের কাগজে  
এ'রা হেডলাইন ।

দেশে এখন বিশুক্ষ ঘৃতের  
ভেঙ্গালহীন টিন বলতে এ'রাই ।  
এ'রাই ঈশ্বর-প্রেরিত সেই হামান্দিষ্ঠে  
যা একই সঙ্গে এলাচ, এবং লবঙ্গ  
এবং কালোজিরের সঙ্গে আমচুর  
এবং ধানী-লক্ষ্মার সঙ্গে ধূতরোবিচ  
তথ্যে করে বানিয়ে চলেছে  
এক অত্যাশ্চর্য  
বৌজাগুনাশক সার ।

## ପୁର୍ଣ୍ଣମୂଳ ପତ୍ରୀ

ତୁଳକାଳାମ ମଶଲା-ବ୍ୟବସାୟୀ ହିସେବେ  
ଏ'ରା ପ୍ରତ୍ୟୋକେଇ ଏକ-ଏକଟି ଭାରତଭୂଷଣ ।

### ୪

ପୃଥିବୀର ଆସଲ ମାନୁଷେରା ଯଥନ ଘୁମିଯେ  
ତଥନ  
ପୃଥିବୀକେ  
ଆମାକେ  
ପୃଥିବୀର ସ୍ଵକଲ୍ୟାପ ବାତାସକେ ଭେଦ କରେ  
ଗଭୀର ରାତରେ ଟ୍ରାଙ୍କକଲେର ତୋଳପାଡ଼  
ଦାବାଖେଲା ।  
ଗଭୀର ରାତରେ ଟ୍ରାଙ୍କକଲେ  
କେଉ କେଉ ପେଯେ ଯାଚେ ମୋନାର ମେଡେଲ  
କେଉ କେଉ ବାଇଜୀସୁନ୍ଦ ବାଗାନବାଡ଼ି  
ଆର କେଉ କେଉ  
ନିଜେର ଜୀମିଜମା ଥେକେ ଉତ୍ଥାତେର  
ନୀଳ ନୋଟିଶ ।  
ହାଁପିଯେ ଉଠୁଛି ଆମି  
ଅବିରଳ ବନ୍ଧନ ଶଦ୍ଵେର  
ଉଦ୍‌ଗାରେ ।  
ବିକ୍ଷେଫାରଗେର ଆଗେ  
ଆଗୁନେ-ବଯଳାରେର ମତୋ  
କ୍ରମଶ ହାଁପିଯେ ଉଠୁଛି ଆମି ।

## ଆମଳ ବାଗଚୀ ( ୧୯୩୩ )

ଫେବ୍ରୀ

ପୁରନୋ ସ୍କଟିଶ ଚାର୍ଟ, ଡାକବାଂଲା, ପଞ୍ଜାବିତ ଅର୍କିଡ ରୋଷ୍ଟର,  
ନାଗରଦୋଲାଯ ବୁଲହେ ଅନ୍ଧନାରୀ, ପ୍ରାକ୍ତନ ସେଦନା  
ଭୃତୁଡେ ସମୟ ଥେଲେ ଗଞ୍ଜଲେ, ଉଟେଟୋପାଟୋ ଜଳପ୍ରୋତ ଛର୍ଯ୍ୟେ  
ଦରଜାର ନୟରେ, ନାମେ, ଡାକନାମେ, ଅବିଷ୍ମରଣାଗୀଯ କବିତାର  
ଆଜ୍ଞାହତ୍ୟକାରୀ ସବ ବିଚିତ୍ର ଲାଇନେ ; ବେଳା ସାଯ .  
ଚକରିକ କଲକାତା ବୁକେ ତାପ ଦିଯେହେ ବହକାଳ ଥେକେ  
ନିମତଳା ଲେନେର ବାଢ଼ି, ବାଗବାଜାର, ଉନିଶ ବହର  
ପ୍ରଥମ ଚିଠିର ମତ କୈଶୋରେର ଡାକବାଙ୍ଗ ଭରା  
ଦିନଗୁଲି ରାତଗୁଲି ଚଲେ ଗେଛେ ଚକ୍ରଧି ମୁହଁ ରେଖେ ।

ସମ୍ମନ ଥୋଯାଇ ଶ୍ରୀତ, ସ୍ଟୋନ ଚିପ୍‌ସ୍, କ୍ୟାକଟାସ ଏଥନ  
ସମ୍ମନ ଗଲ୍ପେର ଗିଲିଟ୍, ମାରାଭକ ଭାଲୋବାସାଗୁଲି  
ଆମାର ସର୍ବସ୍ଵ କେଡେ ନିଲ ।  
ହଲ ନା ପ୍ରତିମା ଗଡ଼ା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁତୁଳ, କୋନ କିଛି  
ନକ୍ଷତ୍ରେର ଦିକେ ଚେଯେ ନିଃସଙ୍ଗତା ଚିନ୍ମୟିଛ ଏଥନ  
ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକେ ବୁକେ ନିଯେ ଉତ୍ତାଳ ତିରିଶେ  
ଜଳ ପଡ଼େ ପାତା ନଡ଼େ ଅନ୍ଧକାରେ, ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଅନ୍ଧକାରେ  
ମର୍ଗ ଥେକେ ଫିରେ ଏଲ ନଷ୍ଟଚାନ୍ଦ ଘୋବନ କୁଠିଯେ ।

୨

ମାନସୀର ଗାନ ଶୁଣି ନା କତଦିନ, ରେଡିଓ ଖୁଲି ନା  
ହାତେର ଛଡ଼ାନୋ ତାସ, କ୍ୟାରମେର ଘର୍ଟି, ସହୋଦରା  
ବୋନଗୁଲି, ପଟେ ଲେଖା, ଦିଲ୍ଲିବାଂଲା ଜୁଡେ ନାନାଥାନେ ;  
ଭିଲାଇ ରାଉରକେଳା ଦୁର୍ଗାପୂରେ ଉତ୍ୟାଦ ବନ୍ଧୁରା  
ମାଝେ ମାଝେ ଡାକ ପାଠାଯ,  
ଚମକେ ଉଠି ପୋକେଟେଜ ଜଳର୍ହିବ ।

## ନିଧିଲକୁମାର ନନ୍ଦୀ

କଳକାତାର ପାତ୍ରଶାଲା ପଡ଼େ ଥାକଳ, ରାତ ଦଶଟାର ବାସେ ଚଢ଼େ  
ଛଇଲେର ସୁତୋମୁଖେ ଫିରେ ଯାଇ,  
ଆବାର ଆବାର ଫିରେ ଯାଇ ;  
କିଛୁଇ ଥାକେ ନା ପ୍ରଯ, ପ୍ରୟତ୍ତମ, ନିଷ୍ଠାସେର ଗତ ।  
ବାସେର ଜାନଲାୟ ବସେ ମୁଖ ରେଖେଛି ଅନ୍ଧକରତଳେ  
ହାଓଡ଼ାର ବ୍ରିଜ ଥେକେ ହାଓୟା ଆସଛେ ଉଥାଲପାଥାଲ,  
ଡାଲହୌସି ଶ୍ରୀଯେ ଆହେ ଜି ପି ଓ-ର ବିନିନ୍ଦ ସାଡିତେ  
ହଠାତ୍ ଡାକନାମ ଶ୍ରୀନେ ଚମକେ ଜେଗେ ଉଠି  
ହାଓଡ଼ାର ସୁନୀଲ ହାଜରା ଟୈଷ୍ଟରୀ ପାଟନୀ ଚେଯେ ଆହେ ।  
ଫିରତେ ପାରେ ନା କେଟେ ଅନାମ୍ବତ ବେଦନାର ମୁଖ ଢକେ ରେଖେ, ଜାନଲାମ ॥

## ନିଧିଲକୁମାର ନନ୍ଦୀ ( ୧୯୩୩ )

### ଦିନଗତ

ଯେ କ୍ରମପଦ ଦିରେଛ ବାଁଧି ବିଶ୍ଵତାନେ  
ରିଲାବୋ ତାଇ ଜୀବନଗାନେ ।

ଏକଥା ଭେବେଇ ଘୋବନ ହଲ ଉତ୍ତଳ ବାଉଳ  
କୂଳେର କାନ୍ଦା ଦୁଃଖରେ ସାରିଯେ ଧରଲ ଅକୁଳ ।

ମନେ ପଡ଼େ ଦେଇ କୁରାଶାକରଣ ଭୋରବେଳାକାର  
ଜମାନୋ ପାର୍ଦି  
ନଦୀତେ ନଦୀତେ । ହାଯ ସେଥାନେ ଓ ପ୍ରତିକୂଳତାର  
ହାଓୟା ଏକାକାର ଭାଙ୍ଗଳ ହାଲ, ବ୍ୟର୍ଥ ଦୀର୍ଘୀ ।  
ଦେଇ ନଦୀ ଧେଇ ଦାରଣ ଦୁମ୍ବରେ ସାଗରେ ଝିଶଲୋ ଆଶ୍ରଯବାଁକ  
ହାରାଲୋ । ଧୂମର ଘନଗର୍ଜନ ସଫେନ ସ୍ଵରେର ସର୍ପିଲ ଡାକ

ଶତଥମଳ୍ପ । ଦିଗନ୍ତ ଛଂଘେ ସଂଶୟ ହୁଯ ପ୍ରତାୟଦାନ :

ବାନ୍ଧବତୀରରେଖା କି ?

ମାନେ ନା ହୃଦୟ : ବିକ୍ରପ ବିଷେ ମାନୁଷ ନିଯତ ଏକାକୀ ।

ସମ୍ବନ୍ଧମଯ ମୁକ୍ତଜୀବିନେ ଶାନ୍ତି-ଏଷଣ ରମ୍ଭଅଶ୍ରୁ

ଅଳ୍ପକମ୍ପଶର୍ଷ । ଘନ-କାଲୋ ମେଘେ କାଜଲେର ଟାନା

ବଜ୍ରେର ଦୂତ ତାଢ଼ିବାହିନୀ ।

ପୃତ୍ତପରିଲାସୀ ବସନ୍ତ ତାଇ ହେଁଚେ ଗତପ ଏବଂ ନୀଳମା

ମୟୁରକଞ୍ଚୀ ତୁଚ୍ଛ କାହିନୀ ।

ମେଘଫେନନିଭ ଶଯନ ହେଁଚେ ପରଶ୍ୟା ।

ରକ୍ତେର ନୀଡ଼େ ଲାଲିତ ଆବେଗ ମୋହେର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ।

କୁହସର ଶୁଣେ ଚମ୍ପକେ ଭାବ୍ରାହି : ହାୟ ଦୂର୍ମର କେକା କି ?

ବିକ୍ରପ ବିଷେ ମାନୁଷ ନିଯତ ଏକାକୀ ।

### ଆଖୋକରଙ୍ଗମ ଦାଶଗୁଣ୍ଡ ( ୧୯୩୩ )

#### ଶ୍ରୀକାଳଙ୍କ

ଆମରା ଦୁ'ଜନ ଦୁ'ଦିକ ଥେକେ ଆମାଦେର ପିତାକେ

ତର୍ଜମା କରେ ଦିର୍ବିଚ୍ଛ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର କବିତା

ଆମାଦେର ପିତାର ବସନ୍ତ ବାଡ଼ଛେ, ଯେମନ ଚରାଚର ସବାରଇ ବସନ୍ତ ହତେ ଥାକେ  
ଆମାଦେର ଦୁ'ଜନେରେ ବସନ୍ତ ବାଡ଼ଛେ, ଅଭିଜ୍ଞତା

ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆଲୋକ ଆମାଦେର ଦୁ'ଜନେର ତର୍ଜମା

ଦୁ'ରକମ ହୁୟ ଯାଛେ ଆର ଆମାଦେର

ଶ୍ରୀକାଳଙ୍କ ପିତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆରୋ

ତିନି କୋନୋ ଭାଷ୍ୟଇ ଉଡ଼ିଯେ ଦିଚ୍ଛେନ ନା

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃତୀୟ ପାଠ ତୈରୀ କରେ ନିଚ୍ଛେନ

ମୂଳ ରଚନାର କାହାକାହି ।

## তাইরেসিয়াস

দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে  
 আনন্দ পেয়েছে কিনা বলৈনি, তবুও  
 দেবী তাকে অধ্য করে দিয়ে  
 আনন্দ পেয়েছিলেন, তার জননীর আর্তি শুনে শেষে,  
 নিজস্ব গহন ঝাঁপি থেকে নাগশিশুটিরে ডেকে  
 নিদেশ জানান :  
 ‘তাইরেসিয়াসের কান জিভ দিয়ে চেঁটে দে, তাহলে  
 বুঝতে পারবে যতো ভবিষ্যাকথক দৈববাণীরত  
 পার্থির সংলাপ !’

ফলত যেমন অধ্য তের্মান অধ্য রইল, সম্যাস  
 চায়নি, সম্যাসী তবু রয়ে গেল তাইরেসিয়াস।

তাছাড়া মিথুনমন্ত্র দেখেছিল পাহাড়চূড়ায়  
 দুটো সাপ, রমশের বদলে হঠাৎ আক্রমণ  
 করল তাকে সাপদুটো, সে তখন  
 লাঠি দিয়ে আঘাত করতেই  
 নাগনীর ঘৃত্য হলো। সেই শাপে তাইরেসিয়াস  
 নারী হলো, বেশ্যাৰ জগতে  
 তার খুব নাম হলো। ঠিক তার সাত বছৰ পৱ  
 দেখল সে একই ঘটনা, পুরুষ-সাপটাকে  
 হত্যা করতেই অভিশাপে  
 বনে গেল নিতান্ত পুরুষ।

তার যেন দার্য়াৰ সব দেখেও না-দেখাৰ ভান কৱা—  
 সেটো সে কৱৈনি, তাই অভিশপ্ত তাইরেসিয়াস।

তিনটি নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠোগিতায়  
একটিকে বলল সুন্দরী,  
আফ্রোদিতে তৎক্ষণাত্ত জরতী বাঁচিয়ে দিল তাকে ।  
নির্বাচিত মেয়েটি যদিও  
কৃতজ্ঞ দু'হাতে তাকে দিয়েছিল উপহার  
একরাশ কোকড়ানো চুলের বাহার  
কী করবে তাইরেসিয়াস একমাথা চুল নিয়ে, তার  
ভঁড়ার ঘথন শূন্য ?

দুর্সিপতা জিউস আর হেরা-র ভিতরে  
দৈরিথ বাধল :

শৃঙ্গারমুহূর্তে

নারী না পুরুষ কার বৈশিষ্ট্য ?

নিষ্পত্তি করার জন্য ডাক পড়ল তাইরেসিয়াসের  
ওয় নার্ক এই মর্মে খুব অভিজ্ঞতা ।

যদিও আমরা জানি এ বিষয়ে তার  
অন্তিমতার শেষ নেই, তবু কী করবে বেচারা  
তার এই নিয়ন্ত তাকে বিচারক হতে হবে, আর

নিজস্ব বিবেকমতো রায় দিলেই ঘটবে লাঞ্ছনা ।

তাইরেসিয়াস খুব অংক কষে রায় দিল শেষে :

‘শৃঙ্গারশিহর যদি দশ হয় নারীর আনন্দ

তিনকে তিন দিয়ে গুণ করলে বাঁকি শুধু থাকে এক,  
সেইটেই পুরুষের আনন্দ ।’

—জিউসের বিজয়ী মুখ দেখে হেরা এমনই চটলেন  
যে ওকে দ্বিগুণ অধি করে তবে তিনি  
আনন্দ পেয়েছিলেন শোনা যায় ; সর্বজয়ী দেবতা জিউস  
তাঁকে শার্ণস্ত দেবার ক্ষমতা  
ছিল না হেরা-র, তাই মানুষের একমাত্র প্রতিনিধি  
তাইরেসিয়াসকেই একহাত দেখে নিলেন, তাই নার্ক ন্যায় ।

## অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

জিউস অবিশ্য ততো অক্ততজ্জ ছোটলোক নন,  
তিনি তাকে দিব্যদৃষ্টি আৰ সাত জননেৰ আয়ু  
দিয়েছেন বটে, তবু তাইৱেসিয়াস  
কৰী কৱবে দিব্যদৃষ্টি নিয়ে  
যা শুধুই অমাৰস্যা দেখায় ? তাৰাড়া  
জন্ম নিতে জন্ম দিতে যাবে কেন সম্যাসী, যখন  
পাৱবে না শিশুকে তাৰ বৈতনিক পাঠশালায় দিতে ?

দুষ্টোৱ তুমিকা ভালো, বলি তাকে, আৰ দুষ্টাকেও  
মাৰে মাৰে চৰিষ্যে নামতে হয়, দক্ষিণ ভাৱতে  
এখনো মিথুনৰত সাপ দেখলে দুৰ্ভাগ্য ঘনায় ;  
বলৈছি ষ্টেতাষ্ঠতৰ উপনিষদেৱ অংশ তুলে :  
'তুমিই পুৱৰ্ষ, তুমি নারী, তুমি যুবন্ এবং  
সুকুমাৰী ; আচম্ভিতে নড়্বড়ে লাঠিতে ভাৱ রেখে  
জীৰ্ণ তুমি বৃক্ষ তুমি ঝৰ্কে পড়ো তাৱপৱে সহসা  
নীল পাখি, সবুজ, হে লোহিতাক্ষ তা-ও তুমি'—তবে কি তোমাৱও  
পৰিগামে স্পষ্ট কোনো ঘূঁঞ্চি নেই ?

সেন্ট পলস ক্যাথলিকালেৱ প্রাঞ্জণে শার্মিয়ানাব নিচে  
'আন্তিগোনে' অভিনয় শেষ হলে এইসব কথা  
জানাতেই আমাকে তাৰ ধৃতৱৰ্ষ-গান্ধারী দু'ডানা  
ছঁইয়ে অৰ্থব কৱে রেখে গেছে তাইৱেসিয়াস !!

## শক্তি চাটোপাধ্যায় (১৯৩৩)

এলেজি : মানিক বন্দোপাধ্যায়

অন্ত নক্ষত্র আজ খেলা করে আকাশের বৃক্ষে  
আমি যেন টের পাই  
আমি যেন দেখে ঘেতে পারি  
তোমরা ঔষধপত্র পেয়েছিলে কিনা ঠিকঠাক  
অন্ত নক্ষত্র দূরে খেলা করে—করে হতবাক !

ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়—ঐ নক্ষত্রের  
আমরা তো পৃথিবীর লোক  
আমাদের অভিমান হোক  
আমাদের হোক রাগদ্বেষ  
আমরা মেটাবো একা-একা  
অন্ত নক্ষত্র তবু খেলা করে—দূরে থায় দেখা !

ওদের সমন্বয় ওরা জানে কিনা  
ভুল হয় কেবলি ঠিকানা  
ওরাও কি লেখাপড়া জানে ?  
মিছে কানে-কানে  
কথা বলে—ওদের সকলে  
আমরা কি ইচ্ছুলের কলে  
জল খাই—করি না টিঁফন ?  
নক্ষত্র—জেনেছে ছাই—পড়ে আছে গাঁথা সেফাটিপন !

দূরে-দূরে  
আকাশের বৃক্ষ খুঁড়ে-খুঁড়ে

## শৰ্কু চট্টোপাধ্যায়

নক্ষত্র কোদাল হাতে চলে গেছে কে জানে কোথায়  
কবে কোন্কালে দেখা যায়  
ওদের রাজ্যের সব লোক ?  
আমাদের অভিমান হোক  
আমাদের হোক রাগব্রহে  
আমরা মেটাবো একা-একা  
নক্ষত্রের চেয়ে কিছু বাকি আছে মানুষের শেখা ?

মানুষ তোমার বাঁশি শুনেছিলো প্রিয় অর্ফিউস  
তুমি জেনে গেলে সব  
তোমার মৃত্যুর পর আমাদের ফুলে-ভরা টব  
লুণ্ঠনের দাগ মেখে আজো তো ছাদেই পড়ে আছে  
ভালোবাসা ছিলো খুব কাছে  
ভালোবাসা ছিল খুব কাছে ।

তুমি নীলকণ্ঠ চারা পুঁতে দিয়ে বলেছিলো—‘একে জল দাও  
একে আর বিষণ্ণ রেখো না  
আমার মতন এ-ও খুঁজেছে বিছানা ।’

‘ভালোবাসে  
কুকুরের মতো  
একে তুমি দিয়ো না নিষ্ফল  
ধূলোবালি’

বাংলাদেশে  
তোমার মৃত্যুর পরে এসে  
লাভ হলো—‘সতকীকরণ !’  
কত সুধা দেখেছিলো মন  
কত বিষ চেখেছিলো মন

ତା ସବଇ ଅଗ୍ନାନ  
ଷତଇ ବିଦେଶ ଥେକେ ଆନୋ  
ସ୍ଵାଧୀନତା ବୋଧ କାହିଁ ତା ଆମି ଜାନି—ତୁମି ସତ ଜାନୋ !

ତୁମି ଆଛୋ ଦୂର-ପରପାରେ  
ମେଖାନେ କଥନ ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼େ ?  
ଆଛେ ଟେଲିଫୋନ ?  
ତୋମାଦେର ବାଜାର କେମନ  
ତୋମାଦେର ଦୋକାନ କେମନ—  
ରାଜଧାନୀ ?  
କାହା ଦେଇ ମଦେର ଦୋକାନୀ ?

ତୋମାରୋ ପ୍ରକୃତ ନୟ ନକ୍ଷତ୍ରେ କାହେ ଧାର କରା  
ଯେ ବାଁଶ ବାଜାଓ ତୁମି  
ତାକେ ଆରୋ ମୁଲ୍ୟବାନ କରା  
ହବେ କି ଆମାର ?  
ପ୍ରୟ ଅର୍ଫିଟୁସ, ଆମାର ସ୍ତବେଇ ହଲୋ ହାର ॥

### ମନ୍ତ୍ରେର ମତନ ଆଛି ଶ୍ରୀ

ଯେ କାଂଦେ ସେ କାଂଦେ, ଆମ ମନ୍ତ୍ରେର ମତନ ଆଛି ଶ୍ରୀ  
ଶ୍ରୀବେର ମତନ ଆଛି, ଆଗାମୀର ସନ୍ତାବନାମୟ  
ପ୍ରେମେର ମତନ ଆଛି ପିଚ୍ଛିପିଚ୍ଛ, ପଶ୍ଚାକ୍ଷାବିତ  
ମାୟାର ମତନ ଆଛି, ଛାଯା ନୟ, ସାଂକେତିକ ନୟ  
ମୋହ ହେଁ ଆଛି, ଆଛି ମେଘ ହେଁ ମାଥାର ଉପରେ  
କଥନୋ ଝରବୋ ନା ଭେବେ, ନିରଙ୍କୁଣ୍ଠ ବୃଣ୍ଟି ହେଁ ଆଛି

## শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কাঁথার উপরে আছি ছংচ হয়ে, খরমুজের ফালি  
হয়ে আছি বোধময় কথিতার পঙ্ক্ষের মতন……

যে কাঁদে কাঁদুক, আমি মন্ত্রের মতন আছি স্থির ।

বৃক্ষ হয়ে আছি সেই যুবতীর কাছে  
যে আমাকে বলেছিলো, এখনি হাসাও  
হাসি আমি ভালোবাসি, সদি' ভালোবাসি  
ভালোবাসি মুখচোখ নৈকট্য প্রধান  
প্রেম, দেহতত্ত্ব আর কোলের সঞ্চান……  
বৃক্ষ হয়ে আছি সেই যুবতীর কাছে

যে কাঁদে কাঁদুক, আমি মন্ত্রের মতন আছি স্থির ।

কমলালেবুর মতো হয়ে আছি রোগীর শয়রে  
আরোগ্যের কথা ভেবে, পরিদ্রাগময় ঘন্টণার  
কথা ভেবে কমলার মতো হ'য়ে রোগীর শয়রে  
আছি দীর্ঘকাল ক্ষুরু ডাঙ্কারের মতো  
বৃক্ষ হয়ে আছি ঐ ডাঙ্কারের মতো  
যুবতীর কাছে আছি ডাঙ্কারের মতো  
—যে কাঁদে কাঁদুক, আমি মন্ত্রের মতন আছি স্থির ।  
জীবন নিঃশব্দ হয়ে শুয়েছিল পাতার আড়ালে  
শায়ুক ষেভাবে শুয়ে থাকে কোনো আড়ালে পাতার  
জেঁকের মতন খিন্ন, চপ্পল এবং শব্দহীন  
কণ্ঠস্বর বলে কিছু নেই বলে কথাও বলে না  
শব্দ একা একা চলে নিরন্দেশে, ভেসে চলে একা  
কিছুই দেখার নেই চোখ মেলে, হৃদয়ের দেখা  
সকল দুষ্টব্য, এই কথা জেনে কথার আড়ালে  
শুয়ে আছে গুটিসুটি মেরে এক শায়ুকের মতো

## মন্ত্রের মতন আছি চুর

পাতার আড়ালে শুয়ে আছে বোবা শায়কের মতো  
মূখে বুকে ধেন কোনো ভাষা নেই, ভাষাস্তর নেই  
শুয়ে আছে, শুয়ে আছে ধেন শুয়ে থাকাটাই  
অহস্তম কাজ জীবনের ।

ভাষার ভিতরে খুবই অভিমান আছে  
অভিমান কার নেই ? ধূলোবালি—তারও বুক ঠাসা  
অভিমান, মনে হয়, নিয়ে যাবে মৃত্যুর কৌটায়  
পুরে, কোনো মূল্যবান পাথরের মতো স্যতনে  
ভাষার ভিতরে খুবই অভিমান আছে  
এই অভিমান নিয়ে সংবাদপত্রের দষ্ট খুবই  
শুণ্ডের মতন সেই দষ্ট দেখে আস্তাতী যুবা  
মনে মনে চ্ছির করে, সময়ের বিবেচনা করে—  
নিজের দুহাতে নিজ কণ্ঠ চেপে সহসা বিদায়  
নেয়, কিংবা কোনোভাবে নিজেকে সংশয়মুক্ত করে :  
বিদায় প্রত্যন্তভূমি, বিদায় সম্যাস, ঘুরে ফেরা  
বিদায় বস্তুর মতো চেনাগলি, সবুজ, বিদায়  
স্নান ঘর ছিলো এই অঙ্কুশ প্রধান জীবনের  
একমাত্র খেলাঘর, খেলা ছিল, ভালোবাসা ছিল ।

এখন সময় নেই, খেলা গেছে, ভালবাসা গেছে ।  
এখন সমস্ত কিছু আশ্রয়ের তদারকি দিয়ে ঘেরা  
ঘরে ফেরা কেন কষ্টকর, তা কখনো স্পষ্ট নয়, তবু—  
ঘরে ফেরা কষ্টকর হলো—দিন দিন পাতার আড়ালে  
নিজেকেও নষ্ট করি, বাক্হীন করি  
অভিমান থেকে শুধু বের হয় শিকড়ের মতো  
অপমান বোধ আর নষ্ট হয় যা ছিলো জাগ্রত  
আলোর মতন সৃষ্টি, আরোগ্যের মত ধ্বনিময়

## সুনৌল গঙ্গোপাধ্যায়

মেঘ, যাতে বৃষ্টি হয়, সৃষ্টিছাড়া বৃষ্টি হতে থাকে  
সে সকলি নষ্ট হয় গ্রানিময় অপরাধ বোধে  
পাতার আড়ালে শুধু শামুকের খোসা  
ভিতরে পদার্থ নেই, জীবনের সমস্তই ভ্রালা ।

জীবনের উপরে ক্রোধ নিজেই জাঁচনা  
সে কারণে কষ্ট বেশি, নষ্ট হতে কষ্ট বেশি লাগে  
আকাশ-বাতাস সবই কষ্ট দেয়, অভ্যর্থনা নয়  
স্বাগত জানায় দূর শ্যামের ধৈর্যা  
ক্রমশ পোড়ার গন্ধ, বাল্যকাল ঘোবনের কিছু  
দিনরাত, গঙ্গানদী, মল্লপাঠ, চেলাকাঠ আর  
পরম কর্তব্যরত সন্তানের মুখ\*\*\*  
কষ্ট, যা ওদৈরি জন্মে, নষ্ট হয়ে গেলে  
কষ্ট, যা ওদৈরি জন্মে\*\*\*বড়ো অভিমান ॥

সুনৌল গঙ্গোপাধ্যায় ( ১৯৬৪ )

## ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি

প্রিয় ইন্দিরা, তুমি বিমানের জানলায় বসে  
গুঁজরাটের বন্যা দেখতে যেও না  
এ বড় ভয়ঙ্কর খেলা  
কুকুর জলের প্রবল তোলপাড়ে উপড়ে গেছে রেললাইন  
চৌচির হয়েছে বিজ, ঘৃত পশুর পেটের কাছে ছশছাড়া গানেক

## ইল্লিরা গান্ধীর প্রতি

তরঙ্গে ডেসে যায় বৃক্ষের চশমা, বৃক্ষের শিথরে মানুষের

আপৎকালীন বক্তৃতা

এই সব টুকরো দৃশ্য—এক ধরনের সত্য, আংশিক, কিন্তু বড় তীব্র

বিপর্যয়ের সময় এই সব আংশিক সত্যই প্রধান হয়ে ওঠে

ইল্লিরা, লক্ষ্মীমেয়ে, তোমার একথা ভোলা উচিত নয়

মেঘের প্রাসাদে বসে তোমার করুণ কপ্তস্বরেও

কোনো সার্বজনীন দৃঃখ ধর্বনিত হবে না

তোমার শুকনো টেঁট, কর্তৃদিন সেখানে চুম্বনের দাগ পড়েনি,

চোখের নিচে গভীর ঝালো ক্লাণ্টি, ব্যর্থ প্রেমিকার মতো চিবুকের রেখা

কিন্তু তুমি নিজেই বেছে নিয়েছো এই পথ

তোমার আর ফেরার পথ নেই

প্রয়দর্শনী, তুমি এখন বিমানের জানলায় বসে

উড়ে এসো না জলপাইগুড়ি, আসামের আকাশে

এ বড় ভয়ংকর খেলা

আমি তোমাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি—

উঁচু থেকে তুমি দেখতে পাও মাইল মাইল শূন্যতা

প্রকৃতির নিয়ম ও নিয়মহীনতার সর্বনাশা মহিমা

নতুন জলের প্রবাহ, তেজী প্রোত—যেন মেষলা আকাশ উল্লে

হয়ে শুয়ে আছে পৃথিবীতে

মাঝে মাঝে দ্বীপের মতন বাড়ি, কাণ্ডালীন গাছের পঞ্জীবিত মাথা

ইল্লিরা, তখন সেই বন্যার দৃশ্য দেখেও একদিন তোমার মৃখ ফস্কে

বেরিয়ে যেতে পারে, বাঃ কি সুন্দর !

দেখা হলো ভালোবাসা, বেদনায়

শব্দ মোহ বক্ষনে করে প্রথম ধরা পড়েছিলুম আজ মনে নেই  
কোনো এক নদীর তীরে দাঁড়িয়ে জলমন্ত্রের পাশে

অকস্মাত দেখা যেন ঠিক আর এক স্নোত  
সমস্ত ধর্মনির পাশাপাশি অন্য এক ধর্মন  
জীবন যাপনের পাশাপাশি এক অদেখা জীবন যাপন...  
এক একদিন মনে হয়, প্রত্যেক পথেরই বুকের মধ্যে রয়েছে  
দিক-হারাবার ব্যাকুলতা  
চেনা বাড়ির রাস্তা দৃঢ়থে কাতরায় নিরন্দেশের জন্য  
প্রত্যেক স্থানের ভিতরে আর একটি স্থান, তার ভিতরে, তার  
ভিতরে, তার ভিতরে...

নৌকোর গলুইতে পা ঝুলিয়ে বসার মতন প্রিয়  
বাল্যকাল ছেড়ে একদিন এসেছি কৈশোরে  
বাবার হাত শক্ত করে চেপে ধরে নিজের চোখের চেয়েও  
অনেক বড় চোখ মেলে  
পা দিয়েছিলাম এই শহরের বাঁধানো রাস্তায়  
ছোট ছোট সিটমারের মত ট্রাম, মুখ-না-চেনা এত মানুষ  
. আর এত সাইনবোর্ড, এত হরফ, দেয়ালের এত পোশাক, ভোরের  
কুয়াশার মধ্যেও যেন সব কিছুর জ্যোতি ঠিকরে আসে  
আগোর চোখে  
ঘোড়াগাড়ির জানলা দিয়ে দেখা মুহূর্ছ ব্যাকুল উন্মোচন  
কেউ জানে না আমি এসেছি, তবু চতুর্দশকে এত সমারোহ  
মাঝের গা ঘেঁষে বসা উষ্ণ আসনটি থেকে যেন আমি ছিটকে  
পড়ে ঘাবো বাইরে, বাবা হাত বাড়িয়ে দিলেন  
বাঁক ঘোরবার মুখেই হঠাৎ কে ঢেঁচিয়ে উঠলো, গুলাবি রেউড়ি, গুলাবি রেউড়ি  
কেউ বললো, পাথরে নাম লেখাবেন, কেউ বললো, জয় হোক  
তার সঙ্গে মিশে গেল হেৱা ও লোহ শব্দ  
সদ্য কাটা রক্তাঙ্গ মাংসের মতন টাটকা সৃতির সেই বয়েস...

তারপর

একদিন আমি নিজেই ছাঁড়য়ে নিয়েছিলাম বাবার হাত

বাবা আমাকে ধরতে এসেছেন,

আমি আড়ালে ঝুকিয়েছি

বাবা আমাকে রাস্তা চেনাতে গেলে

আমি ইচ্ছে করে গেছি ভূল রাখায়

তাঁর উৎকণ্ঠার সঙ্গে ঝুকোচুরি থেলেছে আমার ভয় ভাঙ্গা

তাঁর বাংসল্যকে ঠকিয়েছে আমার সব অজ্ঞান অঙ্কুর

তিনি বারবার আমায় কঠিন শান্তি দিলে আমি তাঁকে

শান্তি দিয়েছি কঠিনতর

আমি অনেক দূরে সরে গেছি..

প্রথম প্রথম এই শহর আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল তার

শিহরন জাগানো গোপন অঙ্গ প্রতিষ্ঠা

ছেলে ভোলানো দৃশ্যের মতন আমি দেখেছিলাম রঙীন ময়দান

গঙ্গার ধারের বিখ্যাত সূর্যাস্তে দারুণ জমকালো সব

সারবদ্ধী জাহাজ

ইডেন বাগানে প্যাগোডার চূড়ায় ক্যালেশারে ছবির মতন রোদ

পরেশনাথ মন্দিরের দীঘিতে নিরামিষ মাছেদের খেলা

বাসের জানলায় কাঠের হাত, দোকানের কাচে সাজানো

কাণ্ডনজঞ্চা সিঁরজের বই

প্রভাত ফেরীর সরল গান, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বাঁদরদের সঙ্গে পিকনিক

দু' মাসে একবার মামা-বাঢ়ীতে বেড়াতে বাবার উৎসব...

ক্রমশ আমি নিজেই ধূঁজে বার করি গোপন সব

ছেট ছেট নরক

কলাবাগান, গোয়াবাগান, পঞ্চাননতলা, রাজাবাজার

চিৎপুরের সৃড়ঙ্গ, চীমে পাড়ার গোলোকধাম, সোনাগাছি, ওয়াটগঞ্জ, মেটেবুরঙ্গ

. একটু বেশী রাতে দেখা অজ্ঞ ফুটপাতের সংসার

হাওড়া বুঁজের ওপর দীড়ানো বলিষ্ঠ উলঙ্গ পাগলের

প্রাণ খোলা বুক কাপানো হাসি

চীনাবাদাম-ভাঙা গড়ের মাঠের গম্পের শেষে হঠাতে কোনো

হিজড়ের অনুনয় করা কর্কশ কণ্ঠস্বর

আমায় তাড়া করে ফেরে বহুদিন

দশকর্ম ভাঙারের পাশে গাড়িবারাসার নীচে তিনটে কুকুর ছানার সঙ্গে

লাফালাফি করে একটি শিশু

কুকুরগুলোর চেয়ে শিশুটিই আগে দৌড়ে যায় ঝড়ের মতন লারির তলায়

সে তো যাবেই, যাবার জন্যই সে এসেছিল, আশৰ্ধ কিছু না

কিছু পরের বছর তার মা অবিকল সেই শিশুটিকেই আবার .

স্তন্য দেয় সেখানে

● এই সব দেখে, শুনে, দোঁড়য়ে, জিরিয়ে

আমার কণ্ঠস্বর ভাঙে, হাফ প্যাণ্টের নীচে বেরিয়ে থাকে

এক জোড়া বিসদৃশ ঠাণ্ডা

গান্ধী হত্যার বিকট টেলগ্রাম যখন কাঁপিয়ে দেয় পাড়া

তখন আমি বাটখারা নিয়ে পাশের বাস্তির ছেলেদের সঙ্গে

ছিপ খেলছিলাম...

ভেবেছিলাম আসবো, দেখবো, বেড়াবো, ফিরে যাবো, আবার আসবো

ভেবেছিলাম দূরবের অপর্যাচয় ঘুচবে না কখনো

ভেবেছিলাম এই বিশাল মহান, গভীর সুদূর শহর

গা ছমছমে অচেনা হয়েই থাকবে

জেলেরা যেমন সমন্দরকে, শেরপারা যেমন পাহাড়কে, তেমনি ভাবে

এই শহরকে আমি আক্ষেপ্যস্থে জড়িয়ে নিতে চাইনি

এক সময় দুপুর ছিল দিকহীন চিলের ছায়ার সঙ্গে ছুটে যাওয়া

শৈশব মেশানো আলপথ, পুকুরের ধারে বুকে থাকা খেজুর গাছ

এক সময় ভোর ছিল শিউর্লির গন্ধ মাথা, চোখে স্তুলপদ্মের স্নেহ

এক সময় বিকেল ছিল গাব গাছে লাল পিংপড়ের কামড়

অথবা মন্দিরের দূরাগত টুঁটাঃ

অথবা পাটক্ষেতে কঢ়ি অসভ্যতা

এক সময় সকাল ছিল নদীর ধারে স্কুল-নৌকোর প্রতীক্ষায়

বসে থাকা

দেখো হলো ভালোবাসা, বেদনায়

অথবা জারুল বাগানে হঠাৎ ভয় দেখানো গোসাপের হাঁ  
এক সময় সম্ম্যা ছিল বাঁশ ঝাড়ে শাকচূমীদের  
নাকিসূর শূনে আপ্রাণ দৌড়  
অথবা বাঁশ্টত রাজপুরুদের কাহিনী  
অথবা জামরুল গাছের নৈচে  
চিকন বৃঞ্চিতে ভেজা  
এক সময় রাত্রি ছিল প্রগাঢ় অকৃত্বিম নিষ্ঠকতা  
মৃত্যুর খুব কাছাকাছি ঘূম, অথবা প্রশান্ত মহাসমুদ্রে  
আন্তে আন্তে ঢুবে বাওয়া এক জাহাজ  
গন্ধ লেবুর বাগানে শিশির পাতেরও কোনো শব্দ নেই  
কোনো শব্দ নেই দীর্ঘির জলে একা একা চাঁদের  
অবিশ্রান্ত লুটোপুটির  
চৰাচৰ জুড়ে এক শান্ত ছৰ্বি, প্রাম বালায়  
মেঘেল আমেজ মাথা সুখ  
তার মধ্যে একদিন সব নৈংশব্দ্য খান খান করে ভেঙে  
সমস্ত সুখের নিলাম করা সুরে  
জেগে উঠতো নিশির ডাক :  
সন্তা না মূল ? সন্তা না মূল...

কৈশোর ভেঙেছে তার একমাত্র গোপন কানিঁস  
কৈশোরই ভেঙেছে  
ভেঙে গেছে যত ঢেউ ছিল দূর আকাশ গঙ্গায়  
শত ঢুকরো হয়ে গেছে সোনালী পীরিচ  
সে ভেঙেছে, সে নিজে ভেঙেছে  
পাথরকুচির আঠা দুই চোখে লেগেছিল তার  
রক্ত ঝরে পড়েছিল হাতে  
তবুও সমস্ত সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে এসে  
পা সেঁকে নিয়েছে গাঢ় আগুনের আঁচে  
কৈশোর ভেঙেছে সব ফেরার নিয়ম  
যে-রকম জলস্ত ভাঙে

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কৈশোর ভেঙেছে তার নীল মখমলে ঢাকা অর্তিপ্রয় পৃতুলের দেশ  
সে ভেঙেছে অনূপম তাঁত  
চতুর্দিশকে ছিন্নভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চুন, সূর্কি ধূলো  
মৃত পাখিদের কলকঠন্ডের উড়ে গেছে হাওয়ার ঝাপটে  
বেখানে বরফ ছিল সেখানেই জলছে মশাল  
বেখানে কুহক ছিল সেখানে কাশ্মাব শুকনো দাগ  
এখনো রেহের পাশে লেগে আছে ক্ষীণ অভিমান  
আয়নায় ধাকে দেখা, তাকেই সে ভেঙেছিল বেশী  
কৈশোর ভেঙেছে সব, কৈশোরই ভেঙেছে  
যখন সবাই তাকে সমন্বয়ে বলে উঠেছিল, মা নিষাদ  
সেইক্ষণে সে ভেঙেছে, তার নিজ হাতে গড়া সৈশরের মুখ...  
আমরা ধারা এই শহরে হড়মুড় করে বেড়ে উঠেছি  
আমরা ধারা ইট চাপা হলুদ ঘাসের মতন একদিন ইট টেলে  
মাথা তুলোছি আকাশের দিকে  
আমরা ধারা চৌকোকে করেছি গোল আর গোলকে করেছি জলের মতন সমতল  
আমরা ধারা দোষ্দুর মিশয়েছি জ্যোৎস্নায় আর  
নদীর কাছে বসে থেকেছি গাঢ় তমসায়  
আমরা ধারা চালের বদলে থেয়েছি কঁকড়, চিনির বদলে কাচ  
আর তেলের বদলে শিয়ালকঁটা  
আমরা ধারা নাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকা  
মৃতদেহগুলিকে দেখেছি  
আন্তে আন্তে উঠে বসতে  
আমরা ধারা লাঠি, টিরার গ্যাস ও গুলির মাঝখান দিয়ে  
ছুটে গেছি এ'কেবে'কে  
আমরা ধারা হৃদয়ে ও জঠরে জ্বালিয়েছি আগুন  
সেই আমরাই এক একদিন ইতিহাস বিস্মৃত সন্ধ্যায়  
আচমকা ছল্লাড়ে বলে উঠেছি, আঃ,  
বেঁচে থাকা কি সুন্দর !  
আমরা ধূমরকে বলেছি রাস্তম হতে, হেমতের আকাশে  
এনেছি বিদ্যুৎ

দেখা হলো ভালোবাসা, বেদনাম

আমরা ঠনঠনের রান্তায় হাঁটি-সমান জল ভেঙে ভেঙে  
পেঁচে গোছি সুর্গের দরজায়  
আমরা নাচের তাওব তুলে ঘূম ভাঁওয়ে ডেকে তুলেছি মধ্যরাত্রিকে  
আমরা নিঃসঙ্গ কুঠরোগীকে, পথভ্রান্ত জন্মাধ্বকে, হাড়কাটার  
বাতিল বেশ্যাকে বলেছি, বেঁচে থাকো  
বেঁচে থাকো  
হে ধৰ্মঘটী, হে অনশনী, হে চঙাল, হে কবরখানার ফুল চোর  
বেঁচে থাকো  
হে সন্তানহীনা ধাইমা, তুমিও বেঁচে থাকো, হে বার্ষ কীবি, তুমিও  
বঁচো, বঁচো, হে আতুর, হে বিরহী, হে আগন্তুনে পোড়া সর্বস্বাত্ত, বঁচো  
বঁচো জেলখানায় তোমরা সবাই, বঁচো হাসপাতালে তোমরা  
বঁচো বঁচো, বেঁচে থাকো, উড়তে থাক নিশান, জ্বলুক বাঁচন্তন্তন  
হাড় পাঁজরায় লেপটে থাক শেষ মৃহৃত  
তুমিকম্প অথবা বজ্রপাতের মতন আমরা তুলেছি বেঁচে থাকার তুমুল হংকার  
ধৰংসের নেশায়, ধৰংসকে ভালোবেসে আমরা চেয়েছি জন্মজয়ের প্রবল উত্থান।

যারা অপমান দিয়ে চকিতে মিলিয়ে গেছে পঞ্চের বাঁকে, তারা  
হয়তো তুলে গেছে, আমি ভুলিন  
স্মৃতির মধ্যে চুক্তিছুল বীজ, একদিন তা মহীরুহ হয়েছে  
সমস্ত গভীরতার চেয়ে গভীর পাতালতম প্রদেশে তার শিকড়  
সমস্ত উচ্চতার চেয়ে উঁচুতে অন্ধঁলিহ তার শিখর  
তার হিঁরণ্য ডালপালায় বসেছে এক পার্থি যার হৈরে কুঁচ চোখ  
বছদিনের অতীত ভেদ করে সে বলেছে, প্রতীক্ষায় আছি  
আমার সারা শরীরে ঝাঁকুনি লাগে, কার জন্য প্রতীক্ষা ?  
কিসের জন্য প্রতীক্ষা ?  
আমি বিস্তুল হয়ে আকাশের দিকে তাকাই, আকাশকে মনে হয়  
বারুদখানা  
আমি বুঁটির মধ্যে সরু হয়ে হেঁটে যাই, বুঁটিকে মনে হয়  
তেজিক্ষয়

## সূনৌল গঙ্গোপাধ্য্যায়

আঁমি জানলার গরাদের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার প্রাণ-প্রতিমাকে  
প্রশ্ন করি, জনো, কার জন্য প্রতীক্ষা ?  
কিসের প্রতীক্ষা ?

এ তো প্রতিশোধ নয়, প্রতিশোধের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক মনোরাজ্য  
যার কামারশালায় বিছুরিত শব্দের ফুলকি সর্বক্ষণ  
ঘিরে রাখে আমার

একলা সময়

আসলে আমার একাকিস্ত নেই, আমার নির্জনতা নেই, মুক্তি নেই

এক একদিন এই শহর স্তুক হয়ে যায়

এক একদিন এই চোখে দেখা জগতে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়

সমস্ত জনপ্রাণী

সেই মাতৃ গর্ভের মতন নিবাত নিষ্কম্প অঙ্গিহের মধ্যেও

জেগে থাকে আদিম শব্দ

সমস্ত জাগরণের পাশে সেই এক মহাজাগরণ

সমস্ত ধ্বনির চেয়ে সেই এক আলাদা ধ্বনি

তখন সমস্ত অন্ধকারের পাশে এসে দাঁড়ায়

এক অন্য অন্ধকার

স্পষ্ট চেনা যায় এক একবার, আবার চেনা যায় না

গভীর অতলের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে যেতে হঠাতে আঁকড়ে ধরি

ভাসমান তৃণ

এই নিমজ্জন ও ডেসে ওঠা, বারবার, যেন শরীরের মধ্যেই

শরীরকে খোঁজাখুঁজি

যেমন নারীর ভিতরে নারীকে, তার ভিতরে এক অন্য নারী, যেমন

শন ও কোমড়ের খাঁজে অন্য এক

রূপের চোখ ফাটানো বিভা,

তার ভিতরে অন্য এক, তার

ভিতরে, তার ভিতরে,

যেমন স্বপ্নের মধ্যে-

স্বপ্ন...

দেখা হলো ভালোবাসা, বেদনায়

এমনকি যেখানে সূন্দর অর্তি প্রথাসিঙ্ক, অরণ্যে বা পাহাড় চূড়ায়  
যেখানে মেঘ ও রৌদ্রের খেলায় মেতে থাকে মেঘ ও রৌদ্রের প্রভুরা  
সেখানে সমস্ত আলোর পাশে উভতে থাকে আরও একটি আলোর পদা  
সমস্ত বৃক্ষের মাথা ছাড়িয়ে উঠে আসে আর একটি বৃক্ষ, তার

### হিরণ্য ভালপালা নিয়ে

সেখানে বসে থাকে একটি পাখি, যার হৈরে কুচি চোখ  
অচেনাতম কঠস্বরে সে বলে ওঠে, মনে আছে? প্রতীক্ষায় আছি!  
তখনই শৃঙ্খলের মতন ঝনঝনিয়ে ওঠে নাদবন্ধ, তখনই

হ' নম্বরের দিকে ব্যাকুলভাবে চায় পাঁচটি ইল্লিয়  
কার প্রতীক? কিসের জন্য প্রতীক? উন্নতি পাইনা  
বাঁদিও জানি, এই নীলিমার পরপারে নেই আর অন্য নীলিমা  
মৃত্যুর ওপারে জীবন!

ছায়ার ভিতর থেকে বের হয়ে আসে ছায়া, সমান দূরত্ব রেখে  
যমজের মত ছুটে যায়  
অথবা হৃদের পাশে খুব শান্তভাবে বসে থাকা, যেন দু'রকম জলের কিনারে  
দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায়, দেখা হলো, দেখা হলো  
রোদ্বুরের মধ্যে ওড়ে কার্পাস তুলোর বীজ,

এত মায়া, এত বেশী মায়া  
পায়ে পায়ে চোর কাটার মত ভুল, ফেলে যাওয়া নীল রুমালের মত  
অভিমান

সব কিছু এক জীবনের নর্ম সহচর, দেখা হলো, আরস্ত সম্ভ্যায়

দেখা হলো নারী ও নৈরাজ্য, কয়েক ফৌটা ছমছাড়া কান্না বিশ্ব  
পড়ে রইলো ধাসে

এদিকে ওদিকে জাগে আকস্মিক হাতছানি, ষে-কোনো নদীর বাঁকে  
চোখের ইশারা

দেখা হলো, পাথরের বুকে মূম, নদীর দর্পণে লুপ্ত সভ্যতার সঙ্গে  
দেখা হলো

জননী-চুম্বক ছেড়ে আরও দূরে দেখা হলো নিছুত শিশুর বড়  
মর্মভেদী টান

দেখা হলো, দেখা হলো, দেখা হলো...

## সমাবেশ সেনগুপ্ত ( ১৯৩৮ )

### সরল প্রাণী

[ মানুষের মতো এমন সরল প্রাণী আর নেই ।

সেই প্রথম বিশ্বাস করেছে ঈশ্বর আছেন ।

হাজার মন্দির ঘূরে এসেও একটু জাগাণেই সে এখনও  
যুক্তে চলে যায়, রক্তের শ্রাবণে মাতে ।

বৃক্ষ মানুষকে বুঝিয়েছিলেন—তারা বুঝেছিল,

যৌবন মানুষকে শোনালেন—তারা চুপচাপ শুনল,

হিটলার হাতে অন্যায্য আয়ুধ, পাপী পরমাণু-

তুলে দিলেন—প্রতিবিষ্ট মানুষকেই মারল ।

তারপর একদিন হাসি-হাসি মুখে রাষ্ট্রনজেষ

দেশের বাঁধানো নাম সামনে নিয়ে গদিতে বসল মানুষ,

কিন্তু এক প্লাস জল খেতে-না-খেতেই শুনল,

ভাই ভাইকে মারছে, সংজ্ঞ বললেন, “দেখোছি” । শুনুন্তর ক্রান্তিতে

ভরে গেল বৈদৰ্ঘ আকাশ—সংজ্ঞ বললেন, ‘‘দেখোছি’’ ।

আমি দার্শনিক বিশ্বাবৃকে জিজেস করলাম,

তিনি বললেন, “তাইতো……” ]

যান গঙ্গাতীরে দেখবেন অজস্র ভালবাসার ভিত্তে শে আছে তীর !

ছোট সংক্রণ সরোবরে যান দেখবেন বেণ্টবুড়োদের সামনে

হাতে হাত দিয়ে নিঃশক্ত হাঁটিছে টাটকা ঘূর্বা ও উন্মুক্ত নাড়ির সাহসিকা !

এরই মধ্যে কেউ নক্ষত্রে তাকাচ্ছে, কেউ বলছে এবার বুঝির পরে

ময়দান বড় সবুজ ; কেউ বা বিচ্ছিন্ন—মাটির এক জায়গায় শিকড়ের মতো

স্থুর দাঁড়িয়ে ভাবছে, “এখানে নিশ্চয় কোনো গাছ ছিল ।”

পার্কে, রেন্ডোর্নীয়, শহরের ঘে-কোনও আঁধারে সূযোগ পেলেই

দম্পত্তি হয়ে উঠছে শরীর । ডেটলের গন্ধ, রাবারপ্লাভস্ খোলার শব্দ এসে

আমি আর করবী কুসুম

কেবলই আক্রমণ করছে বাবু কবিতাকে  
অঙ্গরগুলি সাদা শীর্ণ হতে-হতে বেরিয়ে পড়ছে কক্ষাল  
তারা মানুষের দরজা-জানালা আক্রমণ করছে,  
বাথরুমের কল থেকে আর জল পড়ছে না  
সময় পালাচ্ছে তবু ক্যালেণ্ডারের পাতা ছেঁড়া হয় নিঃ, কারণ  
মানুষের মতো এমন সরল প্রাণী আর নেই,  
সে এখনও বিশ্বাসপ্রবণ, এখনও সে পেঁপে ও শসা, নিটোল বেগুন  
কিনে আনে বৌ-এর জন্য। বিষ্পবীর স্তৰী করে লক্ষ্মী পূজা ;  
মন্ত্রীর পরিবার রাবিবার হাত দেখায় হরিশ আচার্যকে !  
মানুষ ভাগ্যের হাতে থামপড় থায়, কদাচিৎ বিরল চুম্বনও,  
তারপর শেষবার ঝক্কের শুকনো হাড়ে আগুন জ্বালিয়ে  
সৎ বোকার মতন নিজেকে পোড়ায় সরল মানুষ ।

বিনয় ঘড়ুমদার ( ১৯৩৮ )

### আমি আর করবী কুসুম

কার্য সমাপন হলে ছায়ার মতন এসে ছায়া দেয় সাবলীল ঘূম ;  
পরস্পর আলিঙ্গনে শুয়ে থাকি আমি আর করবী কুসুম ।  
আকাশের পরিসরে আলো আর অঙ্ককার নানাভাবে জড়িয়ে রয়েছে,  
সকল তারার আলো পরস্পর মেলামেশা করে  
প্রেমার্থ চিন্তার মতো, পরিশ্র চিন্তার মতো হয়ে ।  
কার্য সমাপন হলে ছায়ার মতন হয়ে ছায়া দেয় সাবলীল ঘূম ;  
প স্পর বাহপাশে শুয়ে আছি আমি আর করবী কুসুম ।  
চিন্তার সংকট এলে এইরূপ কথা ভাবা, দৃশ্য ভাবা, নিরাপদ, ভালো ।  
তবেই আদর করে ভালোবাসে সময় আকাশ অঁগ নক্ষত্রের আলো ।

## অমিক্তাঙ্গ দাখগুপ্ত ( ১৯৩৮ )

### কাঠের চেয়ার

কাঠের চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে  
মানুষও একদিন কাঠ হয়ে থার ।  
তার পায়ের আঙ্গুলগুলো  
শিকড় হয়ে চারিয়ে থায় মেঝের ভেতর ।  
তার কোমর থেকে  
সৌন্দরি, গরান, গাঁদের আঢ়া ঝরতে ঝরতে  
একদিন তাকে পুরোপুরি এঁটে ধরে তক্তার সঙ্গে ।  
কুরকুর.....কুরকুর  
ঘৃণপোকা ঘূরতে থাকে তার আশিরনখর,  
কাঠের চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে  
একদিন পুরোপুরি কাঠ হয়ে থায় সে ।

### তথন

কেউ তাকে চড় মেরে চলে যায় ।  
সে রাগে না ।  
সমর্পণ নিয়ে নারী এসে কাছে দাঁড়ায় ।  
সে কেপে ওঠে না ।  
টালমাটাল পায়ে শিশু ছুটে আসে ।  
সে দু'হাত বাড়িয়ে দেয় না ।  
একটার পর একটা কাঠ জুড়তে জুড়তে  
সে এমন এক কাঠের চেয়ার এখন,  
যার শরীরের সঁজিতে সঁজিতে শুধু  
জং-ধরা পেরেকের গান  
ঘূরঘূর ঘৃণপোকার গান  
একটানা করাত-চেরাইয়ের গান ।

ব্যে-হাত একদিন সমৃদ্ধ শাসন করত  
 তা এখন চেয়ারের দুই ভারী হাতল ।  
 যার দুই উরুতে একদিন  
 টগবগ করত একজোড়া বাদামী ঘোড়া  
 আজ তার ডান পা কেটে নিলে  
 বাঁ পা জানতে পারে না ।  
 কাঠের অশ্ব নেই, স্বপ্ন নেই, নিম্না নেই, হাহাকার নেই,  
 একটু কষ্ট করলেই  
 জানালায় দাঁড়য়ে সে দেখতে পেত  
 ঢ্যাঙ্গা কালো বেঁটে মাঝারি  
 উটের মতো পরিশ্রমী  
 মানুষ মানুষ আর মানুষ ।  
 কিন্তু কাঠের চেয়ারের এই হ'ল মুশকিল  
 সে জানলা-অব্দি হেঁটে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না ।

### শুধু

কাঠের ভেতর লোহার পেরেক-আঁটি  
 তার দুটো চোখ  
 বাকি জীবনভর  
 ছোট চেয়ার থেকে মেজ চেয়ার  
 মেজ চেয়ার থেকে বড় চেয়ার হওয়ার  
 স্বপ্ন দেখতে থাকে ॥

## ଆଳ ଘାହୁନ୍ଦ ( ୧୯୩୬ )

ଅଭୂତ ସ୍ଵପ୍ନ ଥେକେ ଫିରେ ଆସା

କାଳ ଆମ ଏକ ଦୃଶ୍ୟପ୍ରେର ଉପତ୍ୟକା ପାର ହେଁ ଏମେହି । ପ୍ରଥମ ମନେ ହେରିଛିଲ ଆମ କୋନୋ ଉପତ୍ୟକାଭୂମିର ସନ ଘାସ ମାଡିଯେ ସାଚିଛ । କିନ୍ତୁ ହାଁଟା ପଥେର ଚାରପାଶେ ଇତ୍ତତଃ ଇଟ ଆର କୋନୋ ପ୍ରାସାଦୋପମ ଅଟ୍ରାଲିକାର ଧବଂସାବଶେ ଦେଖେ, ଆମାର ଭୁଲ ଭାଙ୍ଗଲୋ ।

ଆମ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିର୍କେ ତାକାଳାମ । ଗନେ ହଲୋ,  
ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ନଗରୀର ନିଜନ ରାଜପଥେ ଆମ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଆହି ।

ଆମାର ଭୟ ହଲୋ, ଅଥଚ ମନେ ହଲୋ ବଡ଼ୋ ଚେନା ।  
କେ ଆମାକେ ଏଥାନେ ଆନଲୋ ? ତବେ କି ଆମ ଭୁଲ କରେ  
ରାତରେ ଅନ୍ଧକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ ନଗରୀ ମହାକ୍ଷାନଗଡ଼େର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଚଲେ ଏମେହି ?  
ବିଝିବିଝିର ଚିନ୍କାରେ ଆମାର କାନ ଝାଲାପାଲା,  
ଭୟ ଆର ଶୀତେ ଆମ କାପାହି । ଜୋନାକ ପୋକାର ଆନଲୋ  
ବିଲ୍ଲୁ ବିଲ୍ଲୁ ବୃଣ୍ଡିର ମତ ଆମାର ଚୁଲ, ଆମାର ମୁଖ, ଆର ବୁକେର ଓପର  
ସପର୍ଶ ରାଖଛେ ।

ଆମ ଦୌଡ଼ ମେରେ ପାଲାତେ ଚାଇଲାମ । ଆମାର ପା ସନଲୋ ନା ।  
ଆମାର ସାମନେ କବରେର ମତ ଯେ ଜାଯଗାଟା ଛିଲ,  
ମେଥାନ ଥେକେ ଧରକେର ମତ ଏକଟା ଶଳ ଏମେ ଆମାକେ ଧାରିଯେ ଦିଲ ।

ଆମ ମନ୍ତ୍ରମୁଣ୍ଡେର ମତ କବରେର ଦିକେ ଏଗୋଲାମ ।

ସଥନ କବରେର ପାଶେ ଦାଁଡ଼ାଲାମ,

କବର ଆର କବର ରାଇଲ ନା ।

ପୃଥିବୀର ପେଟେର ଭେତର ସିଁଡ଼ିର ମତ ଏକଟା ପଥ ଦେଖିତେ ପେଲାମ ।

କେ ଧେନ ଆମାକେ ବଲଲୋ, ‘ସାଓ’ ।

ଆମ ଆଶେପାଶେ ତାକାଳାମ, ନା, କାଉକେ ଦେଖାଇନ୍ତ ନା ।

ଆବାର ନିଦେଶ ହଲୋ, ‘ସାଓ’ ।

অভূত স্বপ্ন থেকে ফিরে আসা

ভয়ে আমি সিঁড়িতে পা দিলাম । আমার হৃদপিণ্ড দুলছিল ।  
অঙ্ককারে আমার চোখ অঙ্ক । তবু আমি প্রতিটি ধাপ পেয়ে যাচ্ছি,  
পেরিয়ে যাচ্ছি ।

আমি যখন থামলাম, তখন আর অঙ্ককার ছিল না ।  
এক ধরনের আবছা আলোর মধ্যে এসে পড়েছি ।  
কেউ থামতে বলেনি, আমার মন বললো এখানে থামা উচিত ।

আমার সামনে এক প্রাসাদ দেখলাম । মনে হলো, পুন্ড্রবর্ধনের  
প্রাচীন কোনো রাজবাড়ীর সিংহদরোজায় আমি দাঁড়িয়ে ।  
আমার কেন জানি মনে হলো, স্র্য ওঠার আগেই আমাকে  
প্রাসাদে প্রবেশ করতে হবে, না হলে উপায় নেই ।  
আমি ভেতবে প্রবেশ করে দৃঢ়ার ভেজিয়ে দিলাম ।  
দামী কার্পেটে পা ডুর্বিয়ে আমি ঘরের আসবাবপত্র দেখতে লাগলাম ।  
দারুণশিল্পের এক অতীত জগতে এসে পড়েছি । আমার চরিদিকে  
মেহগনির আসনের ওপর রেশমের গদী । দেয়ালের একটি বিশাল তৈলাচ্ছে  
নগরনটী কমলা অভয়দ্বায় ঝুতাপরা । দেয়ালের অন্য পাশে  
হরিণের চারটি মাথা । মৃত হরিণের তাদের চারজোড়া পোখরাজের হনুম  
চোখে  
আমাকে দেখছে ।

ভাবলাম, এ প্রাসাদ কার ? আর অর্মান ভেতবে একজোড়া কপাট  
আন্তে খুলে গেলো ।  
আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রাসাদের রাজা আর রাণী ।  
রাজা হাতে যে চাবুকটা আছে  
তা আমার কানের কাছে শব্দ করে উঠতেই, আমি  
ভয়ে কঁকড়ে গেলাম । কিন্তু রাণীমা মহারাজের হাত চেপে ধরে বললেন,  
মেরো না, কে ও ?  
আমি বললাম, মা আমি হত্যার অভিযোগে বন্দীদের একজন,  
আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাই । আর কোনোদিন আসবো না ।  
বিকট হাসিতে রাজপ্রাসাদ কেঁপে উঠলো । মহাসামন্তমহারাজাধিরাজ  
হাসতে লাগলেন ! মেহগনির তাকের ওপর কালো বৃক্ষমূর্তিটি

## ଆଜି ମାହୟନ୍ଦ

ଆରା କାଳୋ ହେଲୋ ମହାରାଜେର ହାସିତେ । ଆମି ଆବାର ଡ୍ୟେ

କୀପତେ ଲାଗଲାମ । ଆର ତଥୁଣ ମହାରାଣୀ ଆମାକେ ବାଁଚାଲେନ ।

ବଲଲେନ, ଆମାର ପେଛନେ ଏସୋ ।

ଏକ ଚତ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାର ହାସି ଆର ପୈଶାର୍ଚିକ ଚାବୁକେର ହାତ ଥେକେ ବାଁଚାର ଜନ୍ୟ

ବାଲକ ଭୂତ୍ୟେର ମତ ରାଜ୍ଞୀର ଭୂମିତେ ଲୁଟାନୋ ଆଁଚଳ ତୁଲେ ଥାବେ

ଆମି କମ୍ପିତପଦେ ତାର ଅନୁସରଣ କରଲାମ ।

ବହୁ ଘର ପାର ହେଲେ ଏକ ଉଞ୍ଜ୍ଜଳ କାମରାୟ ଆମାକେ ଥାମତେ ବଲା ହଲେ,

ଆମି ଚୋଥ ତୁଲେ ଦେଖଲାମ, ଚାରଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣମଯ ସିଂହ-ଆସନେ

ଚାରଜନ ରାଜକନ୍ୟା କଥୋପକଥନେ ରତ ।

ଚାରଜନେର ଚାର ବାହାରେର ଶାଢ଼ି ଆମାର ଚୋଥ ଧାଁଧିଯେ ଦିଲ ।

କେଉ ପରେଛେ ଜାମଦାନୀଁ, କେଉ କଣକେର କାଜକରା ମର୍ମଲିନ ।

କାରୋ ହାଙ୍କା ଆଭ୍ୟାନେର ସ୍ଵଚ୍ଛତା ପାର ହେଁ ଦେହଲତା ଦେଖା ଯାଛେ ।

ଆବାର କାରୋ ଗାଢ଼ ଲାଲ ନୟନମୂଳକ ଶାଢ଼ିର ପାଡ଼େ

ଶାଦା ଆଗୁନେର ମତ ଝରପୋର ଚୁମ୍ବିକ ଜୁଲଛେ ।

କୁମାରୀରା ତାଦେର ବୁକେର ଓପର ଦିଯେ ଦୀର୍ଘ ବେଣୀ ଦୁଲିଯେ ଦିଯେଛେ ।

ଯେନ ଚାର ରକମ ଅଞ୍ଚିତିକାର ଓପର

ବାଁପରେ ପଡ଼େଛେ ଚାରଟି କାଳୋ ସାପ ।

ଆମି ହତବାକ ହେଁ ରାଣୀମାର ଦିକେ ତାକାଲାମ ।

ତିନି ଅଭିଭାବିକାର ମତ ଆମାର ଦିକେ ଫିରେ ବଲଲେନ,

ଏଥାନ ଥେକେ ତୋମାର ସଙ୍ଗିନୀ ଦେବେ ନାହିଁ ।

ଆମାର ମନେ ହଲୋ, ତାର ନିର୍ଦେଶ ମେନେ ନେବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ଆମି  
କାକେ ପଛଳ କରବୋ ?

ଚାରଜନଇ ଆମାର କାହେ ସମାନ ଝରପୀ ବଲେ ବୋଧ ହଲୋ ।

ଏଦେର ମଧ୍ୟେ କେ ଅନ୍ୟତମା ?

ଆମାର ଚୋଥ, ଆମାକେ କୋନୋ ସାହାଯ୍ୟଇ କରତେ ପାରଛେ ନା । ,

ରାଣୀମା ଆମାର ଦିକେ ତାର୍କିରେ ହାସଲେନ,

ତୋମାର ଚୋଥ, କୋନୋ କାଜେର ନନ୍ଦ । ଆମି ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ବଲଲାମ,

ମା, ଆମାର ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଆହେ । ଦେଖୁଣ ଆମାର ହାତ,

## অভূত স্বপ্ন থেকে ফিরে আসা

আমি স্পর্শ করতে পারি । এই যে আমার নাক,  
আমি আত্মাগ নিতে পারি । আর  
এ জিহ্বা দিয়ে আমি লেহন করি ।  
চারটি প্রাণলাভণ্যের স্বাদ নিয়ে আমাকে পছন্দ করতে দিন ।

রাণী হেসে আমাকে মেয়েদের কাছে যেতে ইঙ্গিত করলেন ।  
আমি প্রথম কুমারীর চিবুক স্পর্শ করতেই পুলকে শিহরিত হলাম ।  
তার ওষ্ঠের পাশে ধাসফুলের মত একটি রক্তবর্ণ তিল দেখে  
আমার ভালো লাগলো ।  
দ্বিতীয় কুমারীর মাথায় হাত বেখে তার মুখের দিকে তাকালাম,  
সুন্দর নাসিকার ওপর মুক্তোর নাকফুল তিলপুঁপের চেয়েও  
অপরূপ মনে হলো । অর্মি অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম ।  
আমি ষথন তৃতীয়ার কাঁধ স্পর্শ করে দাঁড়ালাম, মেঝেটি হাসলো ।  
তার পানিনফলের মত অপরূপ দাঁত আমার টৌটে চুম্বনের ইচ্ছাশক্তির  
প্ররোচনা দিল । কিন্তু আমাকে তো চতুর্থজনকেও দেখতে হবে ?  
আমি শেষ অর্থাৎ প্রান্তিমার হাত ধরে দাঁড়ালো, এই কিশোরী  
লঞ্জায় নতমুখী হয়ে রইলো । অন্যহাতে তার চিবুক তুলে ধরতেই,  
সে চোখ বুজলো ।  
এই মুগনযন্নার দু'টি গাঞ্চিল আমার বাসনার সমুদ্রে  
উড়াল দিয়ে থাকলো । আমি কাকে নেবো ? আমার স্পর্শইন্দ্রিয়ও  
আমার সাথে নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । এবার আমি  
আমার ঘাগশক্তির কথা ভাবলাম ।

এই আমার শেষ পরীক্ষা । আমার আরও ইন্দ্রিয় আছে  
কিন্তু আমি কতক্ষণ আর এক মহান রাঙ্গীকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি ?  
প্রতীটি নারীকে আত্মাগ করার নিমিত্ত আমি প্রথমার কাছে ফিরে এলাম ।  
আমি তার বুকের কাছে মুখ নামাতেই  
সে তার প্রথম বোতাম খুলে দিল । বহুরাগত নেবুফুলের গকে  
আমার মন্তস্ক ভরে যাচ্ছে । হায়, ফুলের গকে

আল মাহমুদ

আমার কি কাজ ?

আমি দ্বিতীয়ার কাছে পেঁচবার আগেই, সে তার পোশাকের  
দু'টি বোতাম খুললো । মৃগনার্তির ঝঁঝালো গক্ষে  
আমার শরীর যদিও রোমাঞ্চিত হচ্ছে, তবুও  
আমি কস্তুরী-সুবাসের জন্যে উপত্যকা পার হয়ে আসেনি !  
আমি তৃতীয়ার বুকে ঠিনটি বোতামই খোলা দেখলাম ।  
দু'টি বর্তুল শঙ্খের মাঝে নাক ঢুবিয়ে আমি প্রাণপণ শুকতে লাগলাম ।  
ধূপের গক্ষে চিরকাল আমার দম বন্ধ হয়ে আসে,  
যেন আমি কোনো পূজামণ্ডপের অসংখ্য ধূপদানীর ধোঁয়ার আধারে  
দেবীর মুখ খুঁজে বেড়াচ্ছি ।

তারপর উচ্চতের মত আমি চতুর্থ, অর্থাৎ প্রাণ্তর্ভূতিনীর কাছে এসে  
নতজানু হয়ে বসে পড়লাম । বললাম, বাঁচাও আমাকে, দয়া করে ।  
নতমুখী রাজকন্যা দৃঢ়াতে তার বুক চেপে ধরলো । আমি  
দ্রুত তার কম্পিত হাত সরিয়ে দিলে, সে লঞ্জায়  
গ্রীবা বাঁকিয়ে অন্যদিকে চোখ ফেরালো । এই প্রথম  
আমি কোনো নারীর মধ্যে লঞ্জা দেখলাম ।  
আর তা আগুনের মত লাল, আর শোণিতের মত সগুণশীল ।  
তার দু'টি মাংসের গোলাপ থেকে নুনের হাঙ্কা গন্ধ আমার  
কান্দার ওপর দিয়ে বাতাসের মত বইতে লাগলো । ধেন আমি  
লবণ পর্বতের পাদদেশে ঘূমিয়ে পড়বো ।

সহসা সম্ভাজ্জীর দিকে ফিরে বললাম, মা  
এই আমার মনোনীতা । আমার বাক্যসফুরিত হওয়ামাত্  
ভোজবাজির মত রাণী তার অপরা কন্যাদের নিয়ে  
দৃঢ়িতের মত চারটি দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন ।  
আর আমি আমার মনোনীতার হাত ধরে বললাম,  
আমরা কোথায় যাবো ? বধু বললো, বাসরে ।

মেহগনির বিশাল পালংকে আমার বিছানা । আমি নদীর মত

বাঁকে বাঁকে বোরানো তার শাড়ির আঁচল  
 বখন মাটিতে লুটিয়ে দিচ্ছ, ঠিক তখন সেই  
 সর্বনাশা হাসি শুনতে পেলাম। ঠা ঠা শব্দে  
 রাজার সেই পাথর কাপানো হাসিতে আমার স্তৰী  
 দৌড়ে পালিয়ে গেলো। আর অদৃশ্য চাবুক ছোবল মারল  
 আমার মন্তকে। আমি ঝান হারিয়ে ফেললাম। আর  
 অঙ্গান মানেই হলো, অভূত স্বপ্ন থেকে ফিরে আসা।

### (দেবীপ্রসাদ বল্দ্যোপাধ্যায় ( ১৯৩৬ )

#### কম্পোজিশন

ব্রিজ উত্তরোলূম। টেম্পোট্রাকবাসআনুষমানুষ গলাগালি।  
 পিটের পিছ দিয়ে সীমানালাইন পেরিরে উডে চলেছে সিংহুরসূর্য,  
 টকটকে লাল নিঃশব্দ অরফ্যানগঞ্জের গলি।  
 সবাই নিশ্চায়া হয়ে চলেছে তুমিও  
 আন্তে আন্তে চলো প্রেমিকের কাঁধে ভর রেখে।  
 সবাই নিশ্চায়া, শুধু রেঙ্গোর্চির সুগন্ধে মিলিয়ে  
 দুলে উঠল ফুটন্ট লালের রঙে পোষমানা লুঁ।  
 তুমিও নিশ্চায়া ঢোকো ভেসে ওঠো হাতল ঘূরিয়ে।  
 দু হাত মাথায় ঝথ কদমে কদমে চলে যাচ্ছে, শুধু জড়তা ভাঙতে  
 মুঠো আঁট হয়ে ওঠে বল্কুকের বাঁটে, একএকবার।  
 বর্ধার গঁড়োর মতো আবছায়া উড়ছে—মাঠ ভর্তি লোক  
 ঢোকে ভেসে ওঠে লাল পলতের হাতল ঘূরিয়ে—  
 শুধু একজন, হারাশব্দ বয়ে হাতড়ে ছুটেছে—এই যে আমি—  
 রথের মেলার ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিলে  
 শুন তে পা ছো? —একচক্র তুরিত স্কুটার  
 বন্ধবম করোটি বাজিয়ে ছুটে খসে গেল অতল টানেলে...

## দিব্যালু পালিত ( ১৯৩৬ )

### আর যখন কেউ

আমি এখন অনেক কিছুই বিশ্বাস করি না ।  
সামনে ব'সে যখন কেউ অহঙ্কারের কথা বলে  
আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ  
রেসের ঘোড়ার মতো তার লম্বা কান দৃঢ়ো  
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে ।

আর যখন কেউ পশ্চমুখ হয়ে ওঠে আমারই প্রশংসায়  
আমি সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিই  
লোকটার কলমে আর কালি নেই—  
যা বলছে তা লিখতে পারবে না ।

টেবিলের ওদিকে ব'সে একটা শোটা লোক  
সারস সেজে বিমোয়—  
করমদ'নের জন্যে যখনই সে হাত বাড়ায়  
বুঝতে দেরি হয় না  
লোকটার পেট জুড়ে শনিবারের বায়—  
ক্রমশ চাপ দিছে রক্তে—  
গন্তীর না হলেই এখন তার বিপদ !  
এখন দরকার দু' চারটে ইয়ারদোষ  
সদ্য পালিশ-করা জুতোর মতো চকচকে ভাষায়  
যারা বলতে পারবে—  
'শীতকালেই তো সাজগোজ !'

আর যখন কেউ মৃত্যুর কথা বলে  
সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি

আৱ সতৰ্ক হবাৱ কিছু নেই—  
ঠিক এইখান থেকেই আমাকে এগোতে হবে নিৰ্ভয়ে,  
একা ।

শুধু খাৱাপ লাগে যথন  
ঘৰে ফেৱাৰ পৰ  
আমাকে বাঘেৰ গল্প শোনাতে শোনাতে ব্যস্ত একটি শিশু  
হ'ঠাৎ ব'লে ওঠে, বড়ো হয়ে একদিন সে বাঘ শিকাই বেৱোৰে !  
আমাৰ অবিশ্বাস থেকে তাকে আমি কিছুই দিতে পাৰি না ।

তাকে ক'ৰে বোঝাবো  
বাঘগুলো সবই বস্তুত চিৰিয়াখানায় ;  
আৱ ওই যে গায়েৰ ডোৱাকাটা দাগ—  
জঙ্গলে ছেড়ে দিলেও ওগুলো থেকে যাবে একইন্দুকম !

### প্ৰণৱলী দাশগুপ্ত ( ১৯৩৬ )

#### শ্ৰেত পাৱাবত

শ্ৰেত পাৱাবত, তুমি বড়ো বেশি দোৰিৰ ক'ৰে এলো—  
আৱো একটু পৱে হ'লে আমি ভাবতাম  
এই পৃথিবীতে অংকৰ ছাড়া কিছু নেই :

শুধু ঘণ্টা, সল্লেহ, অবিশ্বাস, ঈর্ষা, হানাহানি ।  
গাছ থেকে গাছে শুধু বাদুৱেৰ অক্ষ ঘাতাঘাত,  
ঝড়ে উপড়ানো ফুলে পোকাৰ গাঁথুনি,  
আৱ সারা দেশ ছুড়ে অয়ান শৃশান ।

তবু তুমি এইমাত্ৰ উদ্ভাৱিত হ'লে—  
পেছনেৰ দীৰ্ঘপথ ঝিনুকেৱ মতো ছৰে  
ছোট হ'য়ে এলো ।

শ্ৰেত পাৱাবত, তুমি যে আমাৰ কাছে আসতে পেৱেছো—  
চেৱ ধন্যবাদ ॥

## ପ୍ରଥମକୁଳାବ ସ୍ନାନୋପାଦ୍ୟାୟ ( ୧୯୩୬ )

### ହାତ

କଥାଟା ଠିକ କୀ, ବୋକା ଘାଁ ନା ପ୍ରଥମଟା,  
ଶୁଦ୍ଧ ତୀଙ୍କ ଏକଟା ଧବନି  
ଭେଣେ ଦେଇ ଘୁମ-ଜଡ଼ାନୋ ଚୋଖେର ଆଡ,  
ଖାନିକ ପରେ  
ଦୂର-ଥେକେ ଛୁଟେ-ଆସା ଡେଉରେ ମତନ  
ବିକୃତ ଓ ଅନୁନାସିକ ଉଚ୍ଚାରଣେ  
କାନେ ଏସ ଆହନ୍ତେ ପଡ଼େ  
ଯେନ ପ୍ରଥମ ଦୂଟି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ,  
ଦେଉ ସରେ ଗେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହସ  
ଛିମ ବିନୁକେର ମତୋ ଆରୋ ଦୂଟି ସ୍ଵର-ଖେଳାନୋ ଅକ୍ଷର-  
'ଦେ—ବେ ।'

ଦୂଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟେ ଯେତୁକୁ ବ୍ୟବଧାନ  
ମେଖାନେ ରମେଛେ ଏକଟି କଲାଇ-କରା ଥାଲା  
ଅନିଶ୍ଚୟ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟର ଦିକେ ତୁଲେ ଧରା ।

କେଉ ଦେଇ, କେଉ ଦେଇ ନା ।  
ତବୁ ଚଲମାନ ଏଇ ଅକ୍ଷରଦୂଟି  
କାପତେ ଥାକେ ସାତ-ସକାଳେର ହାତ୍ୟାର,  
ପୋଶାକ ପାଲଟେ ନିଯେ ତାରପର  
ଚୁକେ ପଡ଼େ  
ଚାରଦେଇଯାଲେର ଭିତରମହଲେ ।

ଏନାମେଲ-କରା ଅଦ୍ଦିଶ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ର ହରେ  
ଛୁଟିଲେ ଥାକେ ଅଷ୍ଟପହର  
ମାନୁଷେର ଦିକେ ମାନୁଷେର ବାଡ଼ାନୋ ଦୂଟି ହାତ ।

## (ଗୋରାଜ ଭୌଷିଙ୍କ ( ୧୯୨୯ )

### ତିନଟେ ମୁଖୋସ-ପରା ଲୋକ କାଳ ଏସେହିଲ

ତିନଟେ ମୁଖୋସ-ପରା ଲୋକ କାଳ ଏସେହିଲ ରାସବିହାରୀ ଥେକେ  
ଆଗିଓ ମୁଖୋସ ପରେ ତାଦେର ସଙ୍ଗେଇ ଥୁବ ଗଳ୍ପ କରେ କାଟିରେ ଦିଲ୍ଲୀମ ।

ମୁଖୋସେର ମୁଖେ ଛିଲ ମୁଖୋସେର ହାସ,  
ମୁଖୋସେର ଚୋଥେ ଛିଲ ମୁଖୋସେର ଚୋଥ,  
ମୁଖୋସେର କଟେ ଛିଲ ମୁଖୋସେର ଭାଲୋବାସାବାସି,  
ମୁଖୋସେର ବୁକେ ଛିଲ ମୁଖୋସେର ବେଦନା ଓ ଶୋକ ।

ଏକଟା ମୁଖୋସ ବଲଲ, ଏବାରେ ଚା ହୋକ ।  
ଏକଟା ମୁଖୋସ ବଲଲ, କର୍ଫି ।  
ଏକଟା ମୁଖୋସ ବଲଲ, ସାଇନ୍‌ନ୍‌ର ରାଯେର ଛବି ଭାଲୋ ।  
ଏକଟା ମୁଖୋସ ବଲଲ, ବେଠୋଫେନ, ନବମ ସିଙ୍ଗନି ।

ମୁଖୋସେର ସଙ୍ଗେ କାଳ କେଟେ ଗେଲ ଏଇଭାବେ ମୁଖୋସେର ପୁରୋ ଏକଦିନ ।

ଫାଁକେ ଫାଁକେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼େର ଗଳ୍ପ, ପ୍ରମୋଶନ, ବିଦେଶ-ଭ୍ରମଣ,  
ଫାଁକେ ଫାଁକେ ଜ୍ଞାନପୀଠ, ଆକାଦେମୀ, ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ।

ହଠାତ୍ ଚମକେ ଉଠେ ପିଛୁ ଫିରେ ତାକିଯେଇ କଥନୋ-ବା ଘେନ କାରୁ ଡାକେ !  
ଘେନ ବା ଦେଖେଇଁ, ରାମାଘରେ ଥୃଣ୍ଟ ନାଡ଼ୁଛେ ଏକଟା ମୁଖୋସ,  
ବାରାନ୍ଦୀଯ ଖେଲା କରଛେ ବାଚା ମୁଖୋସେରା,  
ଧବଧବେ ଶୋବାର ଘରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ପରିତୃପ୍ତ ଦୁଇଟି ମୁଖୋସ ।

ମୁଖୋସେର ଛେଲେରା ମୁଖୋସ, ମୁଖୋସେର ମେ଱େରା ମୁଖୋସ,  
ମୁଖୋସେର ମା ଓ ବାବା ଜନ୍ମ ଦିଙ୍ଗେ କେବଳଇ ମୁଖୋସ ।

ମୁଖୋସେର ଦେଶେ ନେଇ ଜନ୍ମନିଯନ୍ତ୍ରଣବିଧି ପାଲନେର କୋନୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ?

## শিশির ভট্টাচার্য ( ১৯৩২ )

### রৌদ্রময় দ্রুত দিনগুলি

রৌদ্রময় দ্রুত দিনগুলি,  
অশেষ পৌরয়ে দ্যাখো—  
একে একে কাছে আসে, উদাসীন চলে যায় দূরে ।  
যেন বহু ঘুরে,

পরাহে নিঃসঙ্গ ছেন, আলোঙ্গলা স্মৃতির স্টেশন—  
তারে দোলে মাছরাঙা, বিলে বক, ডাহক ডাহকী আনমন  
অকস্মাত আসে কাছে একে একে দূরে চলে যায় ;  
ফুলস্ত ঘোবনগুলি বয়স্ক ইচ্ছার ভারে বাঁকাপিঠ যেমন মোয়ায়  
ঘনিষ্ঠ সূর্যের হিঁরে, মাটি ভেজা ঘামে,  
কিংবা মধ্যায়মে —  
বহু ধান কাটা হাত, কাদা জলে অসাধ্য লাঙল  
কেন্দ্র থেকে দিগন্তে ফেরায় মুখ  
কেন্দ্রাংতগ এ কোন অসুখ !  
একে একে কাছে আসে, উদাসীন দূরে চলে যায় ।  
আমার স্বনের পার্থি শোণিত প্রবাহে তবু ওড়ে  
আলোড়িত অস্থির ডানায় ।

## মায়া বস্তু ( ১৯৩৩ )

### রঙের পুতুল

যতই ভাণ্ডে, আর যতই গড়ো  
আমি আর কোনদিনও প্রতিমা হব না ।  
নরম তুলতুলে, একতাল কাদার অন্তন,  
আমার সমস্ত সন্তা আর অন্তিমকে একাকার করে,  
আর কখনো তোমাকে মুর্তী গড়তে দেবনা ।

তোমার ঝঁঁচ অঙ্গরাঁচ কামনাবাসনা সৃথ দৃঃখ দিয়ে,  
তোমার আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছে অনিচ্ছে দিয়ে  
তোমার নিজস্বতাকে তোমার মনের মতন করে  
আর কখনো তুমি আমাকে  
একটা রঙের পৃতুল বানাতে পারবে না ।

আর কখনো তুমি আমাকে তোমার পসরায় সাজিয়ে নিয়ে,  
হাসি কান্না রাগ অনুরাগ, ভালবাসা না বাসার  
হাটে বাজারে  
অথবা চিত্তিত সংসারের কোন পগ্যশালায়  
ঘুরে ঘুরে, ফেরি করে করে বেড়াতে পারবে না ।

তোমার বিচিত্র দুর্বোধ্য জটিল অনুভূতিগুলোকে  
আমার মধ্যে সঞ্চারিত করে,  
প্রত্যেকদিন আমাকে ভাঙ্গাবার আর গড়বার  
কোন সুযোগই আমি আর তোমাক দেব না ।

আমার আর্মস্তকে—স্বকীয়তা স্বতন্ত্রতাকে—  
সর্বকিছুকে চূর্ণবিচূর্ণ করে  
যে মৃত্তিতে তুমি আমাকে রূপান্তরিত করেছ,  
সে তো আমি নই !

তাই, তোমার প্রবল ইচ্ছাশক্তির বজ্রকঠিন পিঙ়ারে  
আমি আর পোষা পাখি হবনা ।

সব শাসন বঙ্গন সব শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে  
ক্রমাগত ধ্যবমান বিহঙ্গের মত আমি  
উড়ে উড়ে চলে থাব —

দিকসীমাচ্ছহীন, বাধাবঙ্গহীন অন্য এক আকাশে,  
যেখানে তোমার মেছাচারী অহঙ্কারী নিষ্ঠুর হাত  
আর কোনদিনই আমার নাগাল পাবে না ।

## স্বাধীনা ঘূর্খাপান্ত্রায় ( ১৯৩৪ )

ফুলের মতো নয়

তুমি আমার সঙ্গে  
ফুলের মতো ব্যবহার করো না।  
আমার শরীরে মলমুগ্ধ আছে  
আছে থৃতু আছে শ্লেষ্যা  
বাজারের যে বেশ্যা  
তার শরীরের যা যা উপাদান  
আমার শরীরেও সেগুলিই প্রধান।  
তুমি তাই মিছিমিছি  
পেলবতা করো না আরোপ  
যে সমস্ত অন্ধকার ঝোপ  
রোমাণ্ডকর মনে হয়  
তাদের মধ্যে সত্যিকারের জেন্স  
নেই কোন লুকোনো বিস্ময়  
ফুলের মতোই যদি  
ভাব তুমি শুধু শুধু  
কষ্ট পাবে বড় স্বন শেষে  
তাই তুমি স্বাভাবিক হেসে  
আমার ক্ষিদে ও তেষ্টা  
করে নাও সহজে স্বীকার  
লৌকিকের চেয়ে বেশি  
কিছু জুটে গেলে দৈবাঙ  
সেটাই বাড়তি লাভ  
করব না আগে অঙ্গীকার

## ବୀତ ସୁର ( ୧୯୩୪ )

ଲଟାରି

ପରମାଣୁ ଫାଟିରେ ବେର କରେଛୋ ଦାନବ,  
ଅହାନ୍ତରେ ପାଠିରେଛୋ ନଭଚର—  
ତାତେ ଆମାର କି ?

ଗତ ବହରେ ଥରାଯ ବଲ୍‌ସେ ଗେଛେ ବ୍ରକ,  
ଏ ବହରେ ବନ୍ୟାଯ ଥୁବଡ଼େ ଗେଛେ ମୃଥ,  
ତିଲୋକୁମା ରାଷ୍ଟ୍ରସଙ୍ଗେ ଜମଛେ କତ ସୃଥ !

ଜୀବନ ଏଥନ ଛୁଯା,  
ଭାଗ୍ୟ ଫେରାଯ ଜ୍ୟୋତିଷୀ—  
ତାବିଜକବଚଣି  
ସା-ଶେଖାବେ ତାଇତୋ ଶିଥ,  
ଆଖ ଟାକାର ସ୍ଵପ୍ନ କିନି ଟିକିଟ,  
ଲଟାରି ଲଟାରି !

## ତୁମାର କାନ୍ଦ ( ୧୯୩୫ )

ସମୟ

ଆମ ନିଜେକେ ହାତକା କରେ ଏମେହି, ଏମନ  
ସାତେ କରେ ଶ୍ରୀଧବୀର ଭାର ଦେଡ଼ କିଲୋଓ ଅନ୍ତତ କମ ହର  
ଗଡ଼ପଡ଼ତ୍ୟ ନିଃଶ୍ଵରସଓ ଆଜକାଳ, କମ ନିଜି ଏମନ  
ସାତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଞ୍ଜଳେନ ଖରଚ ହୁଯ କମ,  
ନିଜେ ଚାକରୀର ନା ନିଯମ ମେଧାନେ ଅନ୍ୟ ଏକଟି ଲୋକେର  
ସୁଧିଥେ କରେ ଦେଉରାର ଅନ୍ୟ  
ମଶାଯ ନିଜେଇ ନିଜେଇ ପାଇଁର ଧୂଲୋ ନିଇ କଥିଲୋ,

ইট কাঠ পাথর থেকে বোঝেতে বজ্জাত ছৰচো পৰ্যন্ত  
 অস্তিত্বকে স্বীকার ও ভালোবাসা সঙ্গেও মশায়  
 কুৰ মুখগুলো সাঁৎ করে অকুৰ দণ্ড থেকে সৱে বাল্ল  
 কফি হাউসের দিকে, খড়মড় মাংস চিবোনো  
 গলায় বলে ওঠে, শালা কৰিব,  
 এৱা কি বাক্স ? যারা অৱফিকে মেৰেছিলো  
 নাকি জগাই মাধাই, এই ভাবতে ভাবতে দেখ  
 সেই সঙ্গে ছায়া ছায়া রাজনৈতিবিদ অধ্যাপক আৱ  
 মুখোশ খোলা বন্ধু, আসলে গুৱগুৰ করে ওঠে সময়  
 সময়ের মধ্যে তাৱপোড়া গন্ধ হাওয়ায় গ্যাজলা ফেনা  
 সমষ্টি বিশ্বাস-এৱে আগে অ বসিয়েছে কম্পোজিটার

তবু বাঁচার জন্য গোপন খাপে ভোজালি পূৰ্বতে  
 ভালো লাগে না, ভাবতে ভাবতে  
 লিফটে উঠতে সিঁড়িতে নামতে ভার কমাচ্ছ, এমন  
 যাতে করে পৃথিবীৱ ভার দেড় কিলোও অন্তত কম হয় ।

### সামন্তুল হক ( ১৯৩৬ )

#### বাঁশৰীকে

সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব হিসেবে  
 তুমি কেমন আছো বাঁশৰী  
 ‘পাঞ্জুন-পৱা মেঘ’ বিষয়ে  
 মন্দীকে শেষ পৰ্যন্ত কী জানালে.

হ্যাঁ ভালো কথা  
 মায়াকোভিস্ক-কে ডিসকোতে আনাৱ ব্যাপারে  
 এলসা ত্রিয়োলো-কে কি কোনো চিঠি লেখা হয়েছে  
 আৱ তোমাৱ মেই দশ বছৱেৰ সমিৰ্দ্দ্বা গ্ৰন্থ কেৱল

আমি এখন ছাঁতিমতলায়  
একা-একাই শুরোরের মাংস ধাই  
গ্রিকোণ ফ্রেস্কো-থেকে-বেরিয়ে-আসা  
সতেরোটা চোলাইবেজুন  
আমার মাথার উপরে উড়তে থাকে

এই বিষয়টা নিয়ে  
একটা নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনা কি  
তোমার দম্পত্তির গ্রহণ করতে পারে না  
জ্যাক লঙ্গুন পদত্যাগ করেছিলেন বলে কি  
তোমরা নিরুৎসাহ হয়ে থাকবে

### বাহুশুর হাজৰা ( ১৯৩৬ )

#### কিছু দৃশ্য

লিনোকাট ছবি হয়ে রয়েছে আকাশ ওই ওদিকের ঘাটে  
মেঘেরা করে না আজ খেলাধূলা  
এদিকে আসম সম্ম্যান নেমেছে বাঁশের বনে গৃহস্থের  
বাঁড়ির বাগানে  
ডোঁকানা ভূত খৌজে চোরা অশ্বকার—  
পশ্চিমে ছবির মধ্যে মিশে যায় বেপরোয়া ঘোড়া  
নীল জাসি' পরেছে সওয়ার—  
এরকম কিছু দৃশ্য—এবং দৃশ্যের মধ্য দিয়ে অন্য কিছু  
চোখের কঁগ'রা ভেঙে যায়  
তা দেখে চালাক বুঁড়ি হঠাৎ নিয়ম ভেঙে ভেঙায়  
পথের চিহ্নগুলো ।

তখন ফুলের গন্ধ উৎসের সকানে যায় কেশের গর্ভ পার হয়ে  
( গন্ধ থেন প্রজাপতি—প্রজাপতি উড়ে যায় প্রেমকার বাঁড়ি )

ଲିନୋକାଟ ଛବି ଥେକେ ତାଇ ବରେ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ମେଦେନ ଶରୀର  
ତବୁ ମେଦ ଜାନେ ଛୋଟ ଶଳମାଳା—ଜାନେ କଥା ବଲା—ଜାନେ  
ଚେତେର କର୍ଗିର୍ରା ଡେଙେ କୋନ୍ ଦଶ୍ୟ ଛୁଟେ ସାମ ଛବିର ଭିତର  
ଭୋରବେଳା ଗନ୍ଧ କୋନ୍ ଘାମେ ସାଯ—ପ୍ରେମିକାର ବାଢି  
କାର ନୀଳ ଜାସ୍ ଉଡ଼େ ସାଯ ।

### ଆମ୍ବୁଦ୍ଧବ (ଦେବ ( ୧୯୭୬ )

#### ନଷ୍ଟଚଞ୍ଜ

ଦଗଦଗେ ସାଯେର ମତ କେବଳଇ ଛାଡ଼ିଯେ ସାହେ ଶହର  
ବୁନୋ ଲତାପାତାର ମତୋ ଜଟିଲ ଆଭ୍ୟାସୀ ଦୂରତ୍ବ  
ଏଇ ସମୟରେ ତୋମାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲୋ ବୁବୁଲ  
ଟେଲିଫୋନେର ଦିକେ ହାତ ବାଡ଼ାତେଇ ଭୁଲ ଧରା ପଡ଼େ  
ଏକଟା ଝଂ ଧରା ପେରେକେର ମତ ଦୁଧରେର ପିଠେ  
ଆମାକେ କେ ପୁଣ୍ଟେ ରେଖେ ଗେଛେ  
ଟେର ପାଇଁ ଓଦିକେ ସମପ୍ରୟାନେର ଓପର ମାଥନେର ମତ  
ଗଲେ ସାହେ ତୁମ ନିଶ୍ଚାସେ ନିଶ୍ଚାସେ

ଏଥୁଣି କିନ୍ତୁ ଏକଟା କରା ଚାଇ  
ଟେନଶନେର ଚାଲାଯ ଏକଟି ଦ୍ରୁତ ଚାଲାକ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣକ୍ରିୟ ଟାଇପ ମୋସିନ  
ଥାଟଥାଟ କରେ ଭାଙ୍ଗିଛେ ସଂକେତ  
ମନ୍ତ୍ର ବଡ଼ ଟେବିଲେର ଓପର ଟାଉସ ହରେଇ ହେମନ୍ତ ଆର ଛାଇଦାନ  
ତଳାଯ ପଡ଼େ ଆହେ ମଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରୀଂ ବାଦାମେର ଖୋସା  
ଏଇ ଆମାର ଶହର, ଭାଙ୍ଗା ଟିଉବଓଯେଲେର ନିଚେ କୁକୁର  
ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭ ନନ୍ଦରତାୟ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ତୋମାର ଅଧଃପତନ  
ଏହିସବ ଝାଲୋମେଲୋ ଲଙ୍ଘନ ବିକଳାଙ୍ଗ ଜିନିସପଦ୍ଧର ମଧ୍ୟ  
ଇମ୍ବରେର ମତ କୁ଱େ ବେଢାହେ ଆମାଦେର କରେକଟା ଦିନ  
ଏର ମଧ୍ୟେ ଆବାର ବୃଣ୍ଟିର ଫୌଟାର ମତ କେନ ନେମେ ଏହେ ତୁମ୍ଭ  
ଅବେଳାଯ, ନଷ୍ଟ ହତେ ?

## ମୁଖ୍ୟଶକ୍ତର ଦାଶଗୁଣ୍ଡ ( ୧୯୭୭ )

ସେଇ ବ୍ୟଥାଟୀ ମନେ କରନ୍ତି

ମନେ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟରାତର ଟୈନ ଚଲେଛେ ଦ୍ରୁତତାଲେ  
ଦମ ନେଓରାଟୀ ହେବେ ଏକଶୋ କି. ମି.  
ମଧ୍ୟରାତର ଗାଁତରାଗେ ଦ୍ଵିମି ଦ୍ଵିମି  
ଟୈନ ଚଲେଛେ ଦ୍ରୁତତାଲେ ମନେ କରନ୍ତି

ମନେ କରନ୍ତି ଚୁଲଗୁଣିଲ ତାର ଉଡ଼ିଛେ ଝଡ଼େ  
ପାଶେ ବସା ନିଦ୍ରାତୁରା ସେଇ କିଶୋରୀର  
ଶର୍ଦ୍ଦରାତର ଆଲୋର ଜୋଯାର ବିଛାୟ ଶରୀର  
ଉଥାଳ ପାତାଳ ଟେଗ୍ରୁଣି ସବ ଦିଛେ ଉପିକ  
ଜାନଳା ଜୁଡ଼େ  
ଆଲୋଛାୟାର କାଟାକୁଟି ଅର୍କିବ୍‌ର୍କି  
କାମଡ଼ା ଜୁଡ଼େ

ମନେ କରନ୍ତି  
ଏକାଇ ଆପଣି ନିଦ୍ରାବିହୀନ  
ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଆଲୋର ବେଗେ ପାଲାଯ ଦ୍ରୁତ  
ପିଛନ ପାନେ ଛୁଟିଛେ କେଟୁ-ବା ଅବିରତ  
ସବ ଘିଲିଯେ କିଛୁ ଏକଟା ଯାଛେ ସଟେ  
ମନେ କରନ୍ତି

ରାତର ଗାଁଡ଼ ଦମ ନିଯେଛେ ଏକଶୋ କି. ମି.  
ଗାଁତରାଗେ ଛନ୍ଦ ବାଜେ ଦ୍ଵିମି ଦ୍ଵିମି  
ସେଇ ବ୍ୟଥାଟୀ ବଲତେ ଚାଇଛେ କୀ ସେ କାରି  
ମନେ କରନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟଥାଟୀ ବୁକେର ମଧ୍ୟେ  
କାକେ ଏଥିନ ଡେକେ ସାଙ୍ଗି

ଶାଲେର ବନେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ୟା ଏଥିନ ଦିଛେ ଉପିକ  
ରାତର ଗାଁଡ଼ ପୋଛେ ସ୍ବାବେ ପାହାଡ଼ତିଲି

সেই ব্যথাটা বলতে চাইছে কী যে করি  
রাণি ছাড়ে ঘূম নেমেছে, হার কিশোরী  
মনে করন সেই ব্যথাটা বুকের মধ্যে  
কাকে এখন ডেকে বলি  
ডেকে বলি ॥

### বিজয়া মুখ্যাপাত্র্যায় (১৯৩৭)

#### ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম

ফেটে যায় বাদামের খোলা  
নিচৰ্ক্কল অঙ্গুষ্ঠ ওঠে নামে  
তজ'নীর বৃত্তাকার কঠিন শরীরে গেঁথে যায়  
অদৃশ্য অপেক্ষমান জোড়চিঙ্গ বিরে ।  
দু' আঙুলে নিম্নমূখী তীব্র চাপ, নাকি ক্রোধ ?  
ঝঞ্চক মনুন করে নেমে আসে প্রাণিক পেশীতে  
রঞ্জস্বাস ভূপ্রকৃতি—ফেটে পড়ে নির্বাক  
বাদাম ।

হাত, নাকি প্রাচীন অ্যাটিলা ?  
পাঁচটি শৰ্কের মত দুবি'নীতি শিলা  
ফুলের পাপড়ির ছলে ভুলেও কখনও  
চেন করে নি নষ্ট, পরায় নি কোন  
রক্তিকা ।

ভাঙ্গতে নাশের মুদ্রা—কয়েকটি আঙুল  
প্রসিদ্ধ গঙ্গার তীব্রে ভেঙে যায় অনন্ত  
বাদাম ।

## তুলসী মুখোপাধ্যায় ( ১৯৩৮ )

### রাত দশটায়

রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোনো কার্লকাজি নিম্নে  
 সুচিরা যিন্ত হয়তো নিদারণ ব্যন্ত এখন  
     পৃথিবী তোলপাড় করে  
 হয়তো একটা শব্দ হাতড়াছেন সুভাষ মৃঢ়জ্য  
 ফেলুদা কিংবা নতুন কোনো ছবির সংলাপে  
     সত্যজিৎ রায় হয়তো মগ্ন আছেন  
 কোনো বিপ্লবী হয়তো  
 দুর্নিয়ার চেহারা পাল্টাতে তৈরী করছেন পোপন দলিল...

রাত দশটা এখন—  
 হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ-মানুষী  
     নিশাচর ইঁদুরের মতো  
 ইতিমধ্যে, দেখুন, কেমন হ্যাঁড়ি খেয়ে পড়ে গেছে  
 ডাস্টীবনে ছাই-এর গাদায় নালা নদ'মায়  
     নিশাচর ইঁদুরের মতো  
 হাজার হাজার মানুষ-মানুষী খণ্টে তুলছে অগুল্য জীবন ।

হাজার হাজার মাইল ভারতবর্ষ ঝুঁড়ে  
 হাজার হাজার বছর এম্বি চলেছে—  
     হাজার হাজার বছর এম্বি চলেছে ।

## স্বতি মুখোপাধ্যায় ( ১৯৩৭ )

### সেলাইকল

সক্ষ্যার কে ঘেন এসেছিল বরাকর থেকে, বলে গেছে,  
 আবার আসবে, আট তারিখে, সকালেই, ঘেন থাকি ।  
 পার্শ্বের টৈপতে মার্টের চার, ঘেতে হবে ।

ତପନ ଓ ସବିତା କାର୍ଡ ଦିଲେ ଏସେହିଲ,  
ମିଠୁର ବିଷେ ସାଧନେର ବୁଧବାର ।  
ଅମରେଶବାବୁ ଚିର୍ଟ ଦିରୋଛେନ : ଚେକ ଆପେର ଜନ୍ୟ  
ଏ ମାସେର ଚୌଦ୍ଦ ଥିକେ ଶୋଳ କଲକାତାର ଥାକବେନ ।

হিমঝরার মতো কেবলি দিন, একেক তারিখ,  
 যেন ক্যালেঙ্গারে টাদমারি ।  
 কাঠবেড়াজীর মতো তরতুর করে  
 মগডালে উঠে যাচ্ছে রোদ ;  
 ছাপাষ্ঠা পাকা চুল তুলে টুপুর বলে,  
 ‘দ্যাখো মা, বাপি কত বুড়া হয়ে গ্যাছে ।’  
 ভাবাছি, চাৰিশে রিবিবাৰ, তেইশে ও ছাঁচিশে ছুটি  
 মাৰেৱ প'চিশে একটা সি-এল নিলে দিব্য.....।

ମାଘରାତେ ଏକେକ ଦିନ ଅଛୁତ ଏକଟା ସେଲାଇକଲେର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି :  
ଶୁତୋର ବଦଳେ ତାରିଖ, ତାରିଖେ ତାରିଖେ କେ ଯେନ  
ସେଲାଇ କରଛେ ଆମାକେ, ନୋତୁମ ପୂରମୋ କାପଡ଼େ  
ଫୁଟୋ ଫାଟାଯ ଦିଜେ ତାଲି ।

মনে আছে, কাল রাতে, ঘূর্মিয়ে পড়ার ঠিক আগেই  
তুমি বলেছিলে, তোমার সব মনে থাকে, সব তারিখ,  
শুধু ভুলে যাও একটা দিন,

বছরে একবার, মন্ত্র একবারই যা' আসে।

যবিনে সুতো জড়িয়ে ছিঁড়ে যেতে মনে পড়ে,  
মনে পড়ে যায়, আজ বিশে জৈবষ্ট, আমাদের বিবাহ-বাস্তি' কী।

## মণিভূষণ কট্টাচার্য ( ১৯৬৮ )

একটি প্লেগানের জন্ম

আমি তো রাইফেলের গুলি নই যে সটান ছুটে থাবো—  
চৌড়া সাপ, আমজুক একে বেঁকে চলতে হয়।  
যতই এ-গুলি ও-গুলি কাঁর না কেন  
আমার লক্ষ্য কিন্তু বাদশাহী সড়ক,  
অবশ্য আমরা যখন পেঁচাব তখন সেটা আর বাদশাহী থাকবে না,  
বাদশাহরা তার আগেই ইতিহাসের পচা ডোবার পেটফোলা  
কোলাব্যাঙের মতো  
চিৎপটাং হয়ে পড়ে থাকবে ।  
ফলে, পদ্ধতিটা বুঝে নেবার জন্য দেয়ালগুলোর উপর  
নজর রাখতে হয়,  
কারা কখন কীভাবে কেন লিখছে এবং কী লিখছে  
কারা মুছে দিচ্ছে এবং কারা তাবৎ মোছামুছি তুঁড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে  
আবার লিখছে, সবই আমাকে মৃথুন করতে হয়।

যখন দেৰি, ‘সাম্রাজ্যবাদ নিপাত থাক’ তখন বুঝতে পারি  
বিষয়টা সহজে হবার নয় । কিংবা যখন দেৰি অমৃকচন্দ্ৰ তমুককে  
ছারপোকা মাৰ্কা বাজে ভোট দিন, তখন বুঝতে পারি বাজেৰ আডালে  
অন্ত কলা এবং কৌশল আছে । অথবা যখন অধ্যয়ন কাঁর—  
‘এণ্ডৱাৰ মুক্তিসূৰ্য জিজ্ঞাবাদ’ তখন রাস্তাৰ মোড়ে একটা ভিন্নিৰূপ  
বাড়ানো হাত ঠেলে সঁৰিয়ে দিয়ে আমি এই দৃ'নয়ন মুক্তিসূৰ্যের দিকে  
ভুঁক কুঁচকে তাকাই—ঝাঁ ঝাঁ রোক্স রে চোখ পুড়ে থার, পলা শুকিয়ে কাঠ হয়,  
কিন্তু বালসানো তামার ধালার মতো আকাশ আমাকে  
মুক্তিৰ কথা কিছুই বলে না ।

যখন পাড়ি, ‘কৰৱেড কানু সান্যালকে জেল ভেঙে ছিনয়ে আনুন’—  
তখন ভাৰি এ'রা অন্যেৰ উপর দাঁড়িয়ে দিয়ে  
চলে গোলেন কেন ? কিংবা আলকাতৰা এবং ব্ৰাশেৰ নৈশসংঘৰ্ষে

যখন দেরালে ফল্টে ওঠে, ‘বন্ধুকের নলই ক্ষমতার উৎস’ তখন  
ক্ষমতার আগে ‘রাজনৈতিক’ শব্দটা নেই বলে আমি অতিকে উঁচি এবং  
অবই চিন্তিত হয়ে পাঁড়ি এবং চিঙ্গা করতে করতে বার তিনেক  
হেঁচট খেয়ে, একটা গংতারঘান ষাড়কে ধাপ্পা মেরে  
সেই সারি সারি ভাঙা টালির ঘরগুলোর সামনে এসে দাঁড়াই । এবং  
সমস্ত নিষ্ঠক উনুন, নদীমার গড়ানো নোংরা জল, পচা গোবর,  
বিচুলির বেঁটকা গন্ধ, আর কানে-আঙুল-দেয়া খীঁস্তির বান  
এড়িয়ে এ-গলি ও-গলি করে শেষ পর্যন্ত পল্টুদের দরজায় এসে  
কড়া নাড়ি ; কিন্তু থুব সৃজ্ঞ দরকার থাকা সত্ত্বেও পল্টুকে পাই না—  
তা’র নাকি দুটো-দশটা ভিউটি ।

পল্টুকে পেলাম না বলে আমি অতিশয় মৃষড়ে পাঁড়ি এবং  
হতাশ হতে হতে পৃথিবীর সমস্ত শ্লোগানের অর্থ এবং  
অঙ্গসোরশন্যতা বিষয়ে যখন মনে মনে তর্ক ক’রে একমত হই এবং  
আলবেয়ার কাম্য কিংবা বুন্দেব বসুর উপন্যাসের নামকের মতো  
আমার ফোকলা অঙ্গিষ্ঠের বিলকুল গহন প্রদেশে যখন  
মহান শূন্যতার কুঁচকর ঘনঘটা দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং  
আমি ক্রমশ রাতের হাওড়া বিজের মতো বস্তু একা কিংবা অভিমন্তী  
শুশুকের মতো

ডোবা-ভাসা হয়ে যাই—ঠিক সেই সময়ে  
একটা খোলার ঘরের বারান্দায়  
ঠাণ্ডা উনুনের পাশে  
দু’হাত কোমরে রেখে  
থাটিয়ার উপর ডান পা তুলে দিয়ে  
গন্গানে রাগ এবং কান্নায় ফন্সে-ওঠা একটা আট-দশ বছরের  
ডলঙ ছেলে  
গুলমার্গ থেকে বিবেকানন্দশিলা পর্যন্ত থর থর করে কাঁঁপঝে দিয়ে  
ভারতবর্ষের সমস্ত দক্ষিণবাহিনী নদীকে  
বাঁ দিকে ঘূরিয়ে দিয়ে  
সমস্ত অস্ত্রকারখানা বিমানবন্দর, সমস্ত বেনামী জমির দক্ষিণ

পশ্চবার্ষী'কী পরিকল্পনার খসড়া, ধৌনসাহিত্যে আগন্তুন লাগ়িয়ে দিয়ে  
বিশাল পর্বতমালা জলপ্রেত মাঠ-ঘয়দানের সমষ্টি  
খরশান জমায়েতকে তিনটে শব্দের মধ্যে স্তুক ভয়ঙ্কর তোলপাড় ক'রে  
খাটিয়ার উপর লাই মারতে মারতে তার  
সুকেশনী ধূর্ত সৎমাকে চিংকার করে বললো—  
'ভাত দে হারামজাদী'।

### আশোক চাটোপাধ্যায় ( ১৯৩৯ )

রক্ষন শিল্প

রক্ষন একটা শিল্প  
তার জন্য চর্চা ও অনুরাগ দরকার  
প্রস্তুতি-পর্বতি আঘি লক্ষ্য করি

প্রথমে তুমি মুরগিটির মৃগু ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে চেপে ধরলে  
বাঁ হাতে দুটো ঠ্যাঁ সম্মেত শরীরটাকে টেনে ধরে  
ডান হাতের ছুরি দিয়ে গলার নিচে কুচস  
ছটফট করছে করুক ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে  
রক্ত বেরচে বেরক মাটি শুষে নেবে হাত পা ধূয়ে নেবে  
ছাড়বে না সহজে ছোটরাও ভয়ঙ্কর হতে পারে শেষ সময়েও  
ছিটকে দূরে চলে যেতে পারে  
রক্ত ছিটিয়ে নষ্ট করতে পারে তোমার শাঁড়ি আর প্রসাধন

এবার মৃগুটা কেটে ফেললে  
কোন ক্ষতি নেই ওদের জগতে শরীরটাই দামি  
আমরাই শুধু চোখ মুখ মৃগু নিয়ে মৃগু ঘামাই  
এবার গলার কাছ থেকে টান দিয়ে ওর শায়া শাঁড়ি সব খুলে ফেললে

କି ଅସହାୟ ଛୋଟ ପ୍ଲାସ୍ଟିକେର ଶରୀର !  
ଏବ ଡେତରେ ଏତ ଛଟଫଟାନି ଛିଲ, ଆଓଯାଜ ଛିଲ ! ଆଶର୍ବ !

କାଟିତେ ଶୁରୁ କରଲେ ହାତ, ପା, ବ୍ୟକ, ପେଟ  
ପେଟ ଚିରତେଇ ଏକଟା ଡିମ—ହଳଦେଟେ ଲାଲା  
ଓର ପେଟେ ପେଟେ ଏତ ଛିଲ ! ଶିଖେଛିଲ ସାବତୀଯ କୁରକ୍ଷ  
ଓର ପାଡ଼ାର ମେଇ ଛେଲେଟା ପାଶେର ଖୀଚା ଥେକେ କଂକ କରେ ଉଠିଲ  
ତୁମି ତାକିଯେ ଥାକଲେ ଖଣ୍ଡେର ରଙ୍ଗେର (ସ୍ତ୍ରୀ-ଅଙ୍ଗେର ଦେଯାଲେର ମତ)

କଲଜେଟାର ଦିକେ  
ଲୋଭେ ଆର ହିଂସେଯ ତୋମାର ଚୋଥ ଦୁଟୋ ଚକ ଚକ କରିଛିଲ

ଏର ପର ହଠାତ୍ ଉଠେ ଦାଁଡ଼ାଲେ  
ତୋମାର ବଗଲେ ଘାମ ଶନ ଦୁଟୋ ଓଠା ନାମା କରଇଛେ  
ହାତେ ରକ୍ତମାଥା ଛୁରି  
ଲାଲ ଲାଲ ଲମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଳ ତୁଲେ ଆମାର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଏଲେ  
ଦାଁଡ଼ିଯେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଦେଖଇ କି ? ଏକଟୁ ଜଳ ଦିତେ ପାର ନା ?

ଆମାର ମୁଣ୍ଡ ସୁରେ ଗେଲ, ଗଜାର କାହେ ଚିନ ଚିନ କରଇଛେ  
ଦିଚ୍ଛ, ଜଳ ଦିଚ୍ଛ

ତାନନ୍ଦ (ପ୍ରାମ ହାଜରା ( ୧୯୩୯ )

ସଂଖ୍ୟାର ପରୀରା

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଲୟ ଜୁଡ଼େ କାଁଟା ଓ କଞ୍ଚାସ ହାତେ  
ଏକଦିନ ଉଡ଼େ ଆସତୋ ସଂଖ୍ୟାର ପରୀରା  
ଡାନାୟ ବୈଦିକ ଛନ୍ଦ ; ବର୍ଣ୍ମୟ ପଟେ  
ଫୁଟେ ଉଠିତୋ ଅନାବିଲ ଛାବ ଆର କ୍ରମ

১...২...৩...৪...৫...৬...৭...

অপঞ্জলি যাদুদণ্ডে আনন্দের সরল জ্যোর্ণবি ।

এখন কঠিন হাতে শিক্ষক ডাস্টার

মুছে নেয় ছৰ্বি আৱ রঙ

জটিল অংকেৱ খেলা, দুৱ হাসি, কালো মেষ, বিদ্যুতেৱ কশা

সৰ্ব নেই, চল্ল নেই, নক্ষত্র নিভেছে

ছন্দহীনতাৱ মধ্যে বিশ্বাসল সংখ্যাৱ উদ্বেগ

৪...৭...৫...৩...৬...২...১...

ভাঙা কঁটা কম্পাসেৱ স্তুপ জুড়ে বিশ্লিষ্ট শৱীৱ

শুধু কাঁদে বিষণ্ণতা স্বর্গীয় এ সংখ্যাৱ পৱীৱা ।

### উত্তম দাস ( ১৯৩৯ )

#### বাতাস সমুদ্র খায়

সমুদ্রে এলে কারো শৱীৱে তেজ বাড়ে

কারো শৱীৱ ফিনফিনে পালক

সমুদ্রে এলে সবাই বাতাস খায়

পাঁচশ গ্রাম বাতাস খেলে

শৱীৱ ক্ষুধার্ত হয়

সমুদ্রে এলে শৱীৱে তেজ বাড়ে

কারো শৱীৱ ফিনফিনে পালক

সমুদ্রে এসে আমি বাতাসকে

আমাৱ শৱীৱ খাইয়েছিলাম

আমাৱ শৱীৱ খেয়ে বাতাস ক্ষুধার্ত হয়েছিল

দেখে এলাম আঁচড়ে কামড়ে বাতাস এখন সমুদ্র খাচ্ছে ।

ପବିତ୍ର ସୁଧୋପାଦ୍ୟାୟ ( ୧୯୮୦ )

## ঘাতকের প্রতি নিবেদন

ফুটন্ট বিষ ঢেলে দাও শিরায় শিরায়  
 চোখের মণিতে রোমকুপে  
 ষষ্ঠ্নগার প্রতিটি মৃহূর্ত অনুভব করতে করতে  
 ক্রোধাঙ্ক ময়ালের জঠরে মিলিয়ে যেতে চাই

সৃষ্টির উদ্ঘাস

## আমি অসহায় বৈর্ধনীন খোজা প্রহরী আহত দণ্ডহীন সাপ

ফুসতে পারি

## ଦିଶନେର ନେଇ କ୍ଷମତା

সুন্দরী কবিতা সঞ্চাটের বাহ্যিকনে সহজে দেয় ধরা  
দ্বারবক্ষী আমি

ক্ষুধার্ত চোখ মেলে প্রহর গুণ  
 ফুটন্ট বিষ কপাল থেকে চুইয়ে পড়ে মৃথে  
 নামে গলায়, বুকের হাড় দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠে  
 সম্ভাটের হাতের চেটোয় নৃত্য করে কবিতা  
 প্রভু !  
 বধ্যভূমির পরিণতিই আমার প্রার্থনা !

(देवी नाया ( १९४० )

আমি জোর হাতে, ক্ষমা ক'রো

বনশ্রী, ব্রাউজের টিপকল খুলে মন্দিরার আওয়াজ শোনাবে না ?  
বনশ্রী, বড়ো ভালো লেগেছিলো সেদিন বড়িজের হক খুলে দিতে :

ଛୋଟାଛୃତି ଏଇ ଜୀବନ  
ଏଇ ଜୀବନ ସାଦାମାଠା  
ଏଇ ଜୀବନ ରିହାର୍ଣାଲ  
ବଡ଼ୋ ଛୋଟୋ ଏଇ ଜୀବନ

এই জীবন

এক জীবন

ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଜ୍ଞେ ଫୁରିଯେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ

ইদানীং রোজ সকালে আমার মাথা ধরে  
 কান্না পায় রাস্তার  
 আমারও ঘৃত্যর দুর্বল ১৫ কিলোগ্রামের  
 বজ্জনসহ বৃষ্টিপাত, মনে পড়ে কেন বজ্জন, বৃষ্টি অসময়  
 বিড়লা প্র্যানেটোরিয়ামের ভিতর নিবিড়, সতর্ক অঙ্ককার  
 কেন সমস্ত জীবন জুড়ে এতো ক্ষোধ, আমি ক্ষোধ ?  
 কেন এই বিপুল রস্তের মধ্যে ভয়াবহ ডেকে ওঠে বজ্জনেঘ  
 তৃক্ষা ও হাহাকার কেন এতো বিশাল ব্যাপক  
 মাথা হেঁট হয়ে আসে কেন এই নীরব অঙ্ককারে  
 কেন নিত্য গুম্রে-মরা কেন নিত্য অলক্ষ্য হাত-ডে ফেরা  
 কেন অঙ্কপথ, পায়ের নিচে পিছলে যায়  
 দারণ কুয়াশায়  
 প্রতিহিংসা কার ? ভিক্ষুক, সর্বস্ব হারিয়ে আঘি জোড়হাতে আজ  
 কুর-কুতুল্তা ; অস্তত আজ ক্ষমা ক'রো  
 আঘি জোড়হাতে, ক্ষমা করো  
 ক্ষমা  
 ক্ষমা

বনশ্রী, আমার হাত ধ'রো—  
 কুঁকুট ফুটপাত, পায়ের নিচে পড়ে থাক  
 গা-ঘেঁষে, ভিড়—মিছিলের স্মোত মনুমেটের নিচে  
 অথবা, অন্য কোন আকাঙ্ক্ষিত ময়দানে যাক  
 মহাশূন্যে, সর্বনাশ হোক এই নিচু পৃথিবীর

বনশ্রী, আমার হাত ধ'রে টেনে তোলো  
 প্রাকৃতিক ও নিয়ন জ্যোৎস্নায় ভিক্ষোরিয়া  
 মেমোরিয়াল যায়—ভেসে যাব  
 মানুষের পুলিশের চোখের আড়ালে অধৈর্য ভালোবাসা  
 আঘি কাঙাল, ঝুট ক'রো  
 শরীর শরীরের বিনিময়ে হোক পক্ষপাতহীন  
 সহাবস্থান

ভুল

ভুল

ভুল

শরীর ! শরীর !

বনশ্রী, তোমার জটিল মন কে চেয়েছে ?

এক তুমি-ই জানো—

তিরঙ্কার পুরঙ্কারে, আঁম নির্বিকার

তুমি-ই জানো—

আঁম নির্বিকার, সম্মান—অপমানে

লুটোপূঁটি দীঘার ঢেউয়ে জ্বেলেছিলে—ফসফরাস

তুমি আগুন

বনশ্রী, আমার হাত ধরো...

বনশ্রী, ব্রাউজের টিপকল খুলে র্মিন্ডার আওয়াজ শোনাবে না ?

(কেডকো কুশারী ডাইসল ( ১৯৪০ )

বর্ধামঙ্গল

দীঘল পাহাড়ে বর্ধার ঢল,  
ফুটে ওঠে খর নদী ;  
প্রপাতে প্রপাতে ধৰ্ষণ উপল,  
হৃদ লক্ষ্মপদী ।

শূন্যের নাকি দেহ নেই ! তব  
আপনি নিরেট ছিলো !  
শেষে দ্রুব হয়ে রঁটে কলক,  
হাওয়ারা খবর দিলো ।

মেঘে ঢাকে শিলা, শিলা হয় মেঘ  
নাটের ঝগ্নাত্তরে :  
ব্যস্ত রোদসী ঝাড়ে কেশরাশি  
সহিষ্ণু চরাচরে !

ভাঙে জটিলের মণ-গড়া বাঁধ,  
ডাকে সহজের বান,  
কোন্ কৈলাসে সাধনাবিলাসে  
উপবাসী অভিমান !

ভেজে তপোবনে চূড়ায়িত থোকা,  
পিছল পাথুরে সিঁড়ি ;  
মৌতাগোভী প্রোঢ় মালীর  
জ্বলে না সিঞ্জ বিড়ি !

সেতারের তারে মরচে পড়েছে,  
গলাব্যথা গায়িকার ;  
প্রকৃতি তৈরি, মানুষই রাখে না  
ঝুর অঙ্গীকার !

উপত্যকায় উপচায় হৃদ—  
নিদিত গভীরণী—  
জলের জঠরে জপে মহাকাল  
'জৈর্মিন' জৈর্মিন' !

## পুষ্কর ফাশগুপ্ত ( ১৯৪১ )

তার—যা আমার বা তোমারও—জীবনকাহিনী

একদিন তার জন্ম হল ।

তারপর থেকে

সে বাঁচার প্রাগপঞ্চ চেষ্টা করতে লাগল শৈশব থেকে কৈশোর  
কৈশোর থেকে ঘোবন ঘোবন থেকে প্রৌঢ় বয়স অব্দি

বাঁচতে চেয়ে

সবসময় অসহায় বোধ করে চাকরির তাৎক্ষণ্য তদারকে মান ইচ্ছিত  
খুইয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রায় গলাধাকা থেয়ে রেশনে-লাইন  
দিয়ে কেরোসিনের লাইনে কয়েক ঘণ্টা করে দাঁড়িয়ে কালোবাজারে জিনিস  
খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে হাসপাতালে ভর্তি'র জন্য মাথা কুটে নেতাদের  
হাতে পায়ে ধরে প্লায়ে-বাসে-ট্রেনে জানোয়ারের মতো যাতায়াত করে

বাঁচার চেষ্টা করতে করতে বাঁচার চেষ্টা করতে করতে বাঁচার চেষ্টা  
করতে করতে তার প্রাগ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল

তব—

বাঁচতে চেয়ে

মাথাগোঁজার জায়গা খুঁজে সেলাই আর বেশি ভাড়া দিতে না  
পারায় বাড়িওয়ালার তাড়া থেয়ে ছেলেমেয়েকে স্কুলে ভর্তি'র জন্য সবার  
কাছে হাত কচলে মেয়ের বিয়ের দাবী মেটাতে ধারদেনা করে ফতুর হয়ে  
ছেলের চাকরির জন্য মৃত্যু দিতে হবে বলে কাব-লিলির কাছে ধার নিয়ে পাড়ার  
মন্ত্রানদের অপমান নীরবে হজম করে পূজোর চাঁদা দিতে নাজেহাল হয়ে  
লোডশেডিঙ্গে সি এম ডি-এর গর্ত করা রাস্তায় মৃত্যু ধূঃঘড়ে পড়ে বাড়ি ফিরে  
হাজার মশার কামড় থেয়ে

বাঁচার

চেষ্টা করতে করতে বাঁচার

চেষ্টা করতে করতে বাঁচার প্রাণাঞ্চকর  
চেষ্টা করতে করতে

অবশেষে  
একদিন সে মাঝে গেল

কম্পল তরফদার ( ১৯৪৯ )

অঁশ

আঁশের নিচে থাকে গরিমা, আঁশের হাঁসি  
ঝকঝক করে দর্শকের চোখে !  
এই রকম অঁশ তো পাখিরও হয়,  
মাছ কিংবা বিড়াল ।

সব একই কথা  
সামান্য পরিবর্তনে গায়ে লেপটে থাকে  
অহংকার  
যা ঝকঝক করে দর্শকের চোখে ।

বিড়াল মাছ থায়, বিড়াল বসে আছে চেয়ারে ;  
পাখিরা উড়ে থায়, পাখির ডানা রয়েছে চেয়ারে ;  
এবং তার কথাবার্তা মাছেরই বৃক্ষবৃক্ষি ।  
বুবতীর হাত বুঁধি ডানা অথবা থাবা,  
গায়েতে অঁশ আছে, নিচেই গরিমা,  
সাঁতার কেটে কোথায় থায়, কোথায় ?  
এদের কি থাকে নিষ্ঠা, প্রেম থাকে ?

ସୁଚାଚା ଏରମୋସା ସ୍ବରେ କଥା ବଲଛେ  
ଆଗ୍ନପାରା ରଂ  
ବ୍ରକ୍ ଏବଂ ଫୌଦା ଏବଂ ବଳ  
ଆଶେର ନିଚେ ଗରିମା  
ତୋଦୋ ପାରା ହି

ତୋଦୋ ପାରା ମି ?

ରମ୍ଭା ପ୍ରସାଦ ( ୧୯୪୨ )

ଆଜ ଅବଧି

ଫିବ୍ରଵରୀ  
ପନରଇ ଅଗସ୍ଟ  
ବାଜାର ଥେକେ ମାଂସ ଆନନ୍ଦେନ ଆମାର ଦାଦା ।  
ମେହି ଛେଲେବେଳାୟ ଆମି ଭାବତାମ  
ସ୍ଵାଧୀନତାର ସ୍ଵାଦ ମାଂସେର ମତୋ ।

ଏଥନ ବଡ଼ ହେବିଛି  
ଧାରଣାଟା ତବୁ ବଦଳାୟ ନି ।  
ଏଥନେ ମନେ ହେବ  
ସାଦେର ଘରେ ଘ-ଘ କରଛେ  
ମାଂସେର ସୃଷ୍ଟାଣ  
ଶୁଦ୍ଧ ତାମାଇ ସ୍ଵାଧୀନ ।

ଜନଗଣେର ଜନ୍ୟ ଚୋଥେର ଜଳ ଫେଲତେ ଫେଲତେ  
ଅନ୍ଧମୈଶାଇ ନିଜେର ଜନ୍ୟ ଥେ ବାଢ଼ିଟେ ବନାଲେନ

তার সিঁড়িতে দুক্কমুক্ক পা রেখে  
আমি একদিন মাংসের গন্ধ পেয়েছিলাম ।

মন্ত্রীমশাই টুকরো টুকরো মহামাসে  
কাটা-চামচ রেখে  
স্বাধীনতার স্বাদ উপলব্ধি করেন ।

শুধু মন্ত্রী কেন  
ভুঁড়িদার অনেক মহাজনের  
আকাশ-ভবনের রান্নাঘরে  
আমি একই সুষ্ঠাগ উড়তে দেখেছি ।  
জ্ঞাইংরুমে  
প্রশ্নাতুর টেলিফোন :  
শ্রমিক উৎপাদন কেমন হচ্ছে ইদানীং  
সোসাইটির ফ্যাক্টরিতে ?  
কিংবা তার ট্র্যাক্টরে কৃষক চাষ ?...

এ'রা মহানুভব  
দেশের জন্যে বানিয়ে দিয়েছেন টেকসই ক্রাচ ।  
১৯৪৭-এর পর থেকে আজ অবধি  
ক্রাচে ভর দিয়ে হ'টছে ভারতবর্ষ ।

### শান্তলু দাস ( ১৯৪২ )

মধ্যাহ্নের ব্যাধ

আমি আছি :  
পিঠে তৃণ, ছিলাই আঠালো রক্ত অনন্ত অনাদিকালে  
পাঁশুটে রাস্তম ।

মা আমার দয়াময়ী জননী সুন্দর,  
তুমি কোনু তামুল আলোর কোলে ফেলে দিবে চলে গেছ  
সোনার বাছাকে,  
যে আলোতে ফোটে ফুল  
ভোরের শিশিরে ঝরে স্মৃতি,  
যে আলোতে রাতের অর্তিথ হঁটু গেড়ে  
নতজানু,  
নির্মল শিরবরে এসে মহাকাল  
দাঁতে কাটে আলোর কর্মত ।

ভয় ?

কাকে ভয় ?

ভয় আমি কাউকে করিনা ।

আমার শরীর দাখো তামাটে ইস্পাত

হাতে খুন,

বনের গঞ্জে ষদি কখনো আচম্ভ ঘূম নেমে আসে,

তবু জেনো—

চৌদিকে সতর্ক হাত,

পিঠে তুণ, ছিলায় আঁঠালো রক্তে পাশুটে রঁজিম ।

পিতামহ :

সার্থকপূর্বক,

তুমিও কি ভয়ঙ্কর শাখাপ্রশাখার বাড়ে তুলেছো তুফান ?

তুমিও কি ধর্যাঙ্গের সুর্ণছায়া দু'পারে মাড়িয়ে

মিশে আছো

গভীর নৈঝাতে ?

কিংবা কোনো লক্ষ্যভেদে দুরস্ত শান্তি'ল পিঠে

আদিম উঁঁকাসে ঝোরো দিগ্ন্যাততায়

অন্তরা ললাটে আঁকড়ে নিয়ে স্মৃতি ?

আমি জানি—

আমার ধূমনী জুড়ে সেই শব্দ  
পিতৃপুরুষের,  
গরম লাভার শ্বেতে ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে বলে—  
চরৈবেতি ।

কেউ কারে স্মরণে রাখে না :

শুধু মাঝ দৃশ্যপটে উত্তপ্ত পাইদ ওঠে নামে,  
নম্বতায় ঝরে পড়ে হলুদ পাতারা  
কিংবা কোন তারা ঘর বদলে নেয় অঙ্ককারে ।  
শিয়রে দৃঃখ নিষে  
জ্বলে রাখি চোখ,  
যেমন বাধিনী ঘোরে হেতাল বনের ধারে  
ফেলে রেখে ঘুম্বত শাবক,  
সে আগুন আমার শরীরে  
নিমেষেই দাবানল  
নিমেষেই অনঙ্গ দহন ।

পিতা :

আমি আছি ।

যেমন সবাই নড়েচড়ে  
আবহগানের কোনো স্মৃতি নিষে নিশ্চিন্ত বিবরে  
যেনো, তাই নয়  
কিংবা কোনো লাভ-ক্ষর্তি তুলাদণ্ডে  
নিজের শরীর থেকে আত্মগত প্রেম  
তাও নয়,  
আমার গোপন মূলে নেই কোনো স্বল্পক-বাসনা ।

হে পিতৃপুরুষ :

তোমরা শোনো

নিজের শোর্ণতে আমি খেলা করি মাছের মতোন ;  
 হে উত্তরসাধক :  
 আমি নতজানু তোমাদের কাছে ;  
 দয়ামনী জননী সুন্দর :  
 জানিনা কখন তুমি তামুল আলোর নীড়ে  
 ফেলে গেছ সোনার বাছাকে  
 শুনে যাও—  
 আমি আচি,  
 ঘোবনের লাভাস্ত্রোতে নির্মম আগুন নিয়ে বনজ মাটির কাছাকাছি,  
 পায়ে কঁপে গর্ভিনী-মের্দিনী,  
 পিঠে তৃণ  
 ছিলায় রক্তের স্বাদে আমি এক মধ্যমহের ব্যাধ  
 আদিম প্রহরে স্বতঃ ঝজ্জু ;  
 ঝজ্জুতম লড়াইয়ে সামিল ॥

### মঙ্গল দাশগুপ্ত ( ১৯৪২ )

#### তাত্ত্বিক

সামান্য কবির সঙ্গে সমন্বের সবুজ সঙ্গম  
 রাত দেড়টায়  
 কুকুরেরা পাশ ফিরে শোর  
 নিরেট আকাশ তবু তখনো তেমনি উদাসীন ।

সামান্য কবির সঙ্গে সমন্বের নিপুণ সঙ্গম  
 রাত তিনটায়  
 অল্পকা নামের নারী এ মৃহূর্তে কত তুচ্ছ হয়

ନିରକ୍ଷର ବାତାମେରା ଉଡ଼େ ସାଯ ଝାଉରେ ଉପରେ  
ସଥାରୀତି...

ବ୍ରାହ୍ମମୁହୁର୍ତ୍ତେର ପାଖି ଟିଉଲିପ ଫଳେର ମତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠେଣ୍ଟେ ନିଯେ  
ଏସେ ପଡେ, ଦ୍ୟାଖେ ଶୈକତେ ସୁମାଯ କର୍ବ  
କ୍ଲାନ୍ଟ ମୁଖେ ଏଖନୋ ତାରାର ଆକାଜୋକା  
ତଞ୍ଚସାଧନାୟ ଯେନ ଘଗ୍ନ ଛିଲ, ସଙ୍ଗେ ଛିଲ ସମ୍ମନ ଭୈରବୀ ।

ମଜ୍ଜଳ ବାନ୍ଦ୍ୟାପାଞ୍ଚ୍ୟାୟ ( ୧୯୪୨ )

ଭେଡାର ସାରି

ସବ ଏହି ଭାବେଇ  
କାପେ କରିଫ ଚିନିତେ ଚାମଚ ପାଇପେ ଆଗୁନ  
ଶାଟେ ପ୍ଯାଣ୍ଟେ ବୋତାମ  
ଆର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପା

ଠିକ ଏହିଭାବେଇ  
ଛୋଟ ଛୋଟ ପା ଦରଜାଯ କଡ଼ା  
ଖିଲେର ଖୁଟଖାଟ ଶାଢ଼ୀର ଫିସଫାସ  
ଖୋଲସଟା ଛେଡେ  
ସମନ୍ତ ଦାଗ ଜଲେ ସମେ ନିଯେ

ତେମନି ଭାବେଇ  
ରୁଟିର ସଙ୍ଗେ ତରକାରୀ  
ବିଛାନାର ସଙ୍ଗେ ମଶାରୀ  
ତାରପର  
ତାରପର ଏକଟା  
ତାରପର ଆରେକଟା  
ତାରପର ଆରେକଟା

একটা সারি  
আরেকটা সারি  
আরেকটা সারি  
আরেকটা      আরেকটা      আরেকটা

### সন্তোষ চক্রবর্তী ( ১৯৪৬ )

সুখহংখের কথা

সুখ তুমি কিনতে পারো । দৃঃখ অত  
সহজে মেলে না,  
দৃঃখ কারো ছীতদাস নয় ।

সুখ তুমি বাঁধতে পারো । দৃঃখ অত  
সহজে থামে না ।  
দৃঃখ কারো ইচ্ছানদী নয় ।

সুখ তুমি আঁকতে পারো । দৃঃখ অত  
সহজে সাজে না ।  
সে বরং সাজায় তোমাকে ।

সুখ তুমি ভাঙতে পারো । দৃঃখ অত  
সহজে ভাঙে না ।  
সে বরং তোমাকেই গড়ে ।

## ବାକ୍ତିକ ଆଜାଦ ( ୧୯୪୩ )

**ଭାଗ୍ୟାଇୟା କିଂବା ଭାଟ୍ଟାଲି ହ'ତେ ବଲି  
( ଶ୍ରୀ ବିଷୁ ଦେ ଶ୍ରକ୍ଷାସପଦେୟ )**

ଗାନ ହତେ ବଲି ଆଜ ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସଗୁଲିକେ ଆମାର  
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଜ ଗୀତି—ଭାଗ୍ୟାଇୟା କିଂବା ଭାଟ୍ଟାଲି-  
ଦେଶଜ, ଐତିହ୍ୟାସ୍ୟ, ଲୋକାୟତ ଗୀତକାର ମତୋ ।  
ମନ ଥେକେ ମନେ, ମନେ ମନେ, କୃଷକେର ସରେ ସରେ,  
ଦୂଃଖ-ବେଦ୍ଧା ହୃଦୟେ-ହୃଦୟେ ଭାଗ୍ୟାଇୟା-ଭାଟ୍ଟାଲି  
ମଧୁର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶେ ସାନ୍ତ୍ଵନାର ଠାଣ୍ଡା ହାତ ରାଖେ ।  
ସକରଣ ସୁରେର ମୁଛ୍ନା ମୁଛ୍ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତ ଦେଶୋୟାଲି,—  
ନୀରବେ ଦୀଢ଼ିଯେ ପଡ଼େ ଶୋନେ ଏକ ଭିନଦେଶୀ ଭାଇ  
ଆବେଗେ ଏକାଞ୍ଚ ହୟେ ଏହି ଗାନେ, ମୁଜନେର ଗଲା ।  
ଆଜ୍ୟମନ ଗାୟକେର ଭରା, ବିଷ୍ଣୁ, ଦରାଜ ଗଲା  
ଟ୍ରାନ୍‌ଜିମ୍‌ସ୍ଟାରେ—ସୁରେର ସ୍ତତୋଯ ଗାଁଥେ ପରମ୍ପର  
ବିଭିନ୍ନ ବିଚିହ୍ନ ପ୍ରାମ-ଜନପଦ, ଯୋଗାଯୋଗ ସଟେ  
ଆଜ୍ୟାୟ-ଆଜ୍ୟାୟ, ନାଗରିକେ-ପ୍ରାମ୍ୟଜନେ—ଗାନେ-ଗାନେ,  
ପ୍ରାଣେ-ପ୍ରାଣେ, ଭେଦାଭେଦ ସୁଚେ ସାଯ ଚାଁଡ଼ାଲେ-ପଣ୍ଡିତେ ।  
ସୟଙ୍କ ଲୋକଜ ଏହି ଗୀତି ଶିକ୍ଷାଭିଭାନୀର ମନ  
ଥେକେ ଉପାର୍ଟିଟ କରେ ସଞ୍ଜିଗ୍ନିତା, ଲୋକଲଙ୍ଘା, ପ୍ରାଣି ।  
ନାଗରିକ ଚେତନାୟ ପରିଶୀଳିତ ମନେ, ମନେ—  
ଅନିନ୍ଦାରୋଗୀର ଚୋଥେ, ମନ୍ତ୍ରକେର କୋଷେ-କୋଷେ  
ଫୁଲେର ପାର୍ଦ୍ଦିର ମତୋ ଅତି ଦ୍ରବ୍ୟ, ସୁମ ନେମେ ଆସେ,  
ବନେ ସାଯ ନେହାଣ ସରଲ ଗେଁରୋ, ଅଭିଭୂତ ଚାଷା  
ଭୁଲେ ଗିଯେ ଉପାର୍ଜିତ ଝାଁଚିତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ—ଆବେଗେର  
ଉଥାନ ପତନ ସଟେ ଦେଶୋୟାଲି ସୁରେର ସହିତ,  
ଉଥାନେ-ପତନେ । ଯେନ ମେ-ଓ ନାଗରିକ, ଚଲେ ସାଯ  
ମୋଷେର ଗାଡ଼ିର ସାଥେ, ଉଚ୍ଚାବଚ, ନିଧୁରା ପାଥାରେ—

ମଇଷାଳ-ଭାଇସମ ।—କହ୍ନା ସେ-ଓ ପାଢ଼ି ଦିଲ ଖୁବ  
ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାନିର ପଥ : ଭାଦରେର ଭରା-ବର୍ଧା ତାର  
ଚୋଥେର ସଞ୍ଚାରେ ଦୈ ଦୈ ଜଲେ ଭେସେ ଥାକା ଗ୍ରାମଗୁଣିଲ  
ସୁଖ ଶଶ୍ୟେର ମତୋ ଜେଗେ ଥାକେ, ସୁଖ-ସୁଖମର ।

ଏହିକେ ଗ୍ରାମେର ସବ ଛେଲେ-ବୁଡ୍ଗୋ ସୁଖ ଗାନ ଶୋନେ  
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗାନ୍ଧକେର କଟେ—ନିଜେଦେର ଜୀବନେର ଗାନ ;  
ସୁରେର ବନ୍ୟାୟ ଭେସେ ସାଥ ନତୁନ ନୌକୋର ମତୋ  
ଆଶାଟ୍ର-ଆବଣେ ; ଭରା-ଭାଦରେର ଜଲେର ଆଦରେ ।

ସହଜ ସରଳ ସେଇ ଗେ'ରୋ ଗାୟକେର ଭାର୍ତ୍ତୀଯାଳି  
ସୁରେର ବୈଭବ ରାଙ୍ଗଳା ବାଦାମ ତୁଲେ ଉଡ଼େ ଚଲେ  
ମୋତେର ଉଜାନେ, ସମତଳ ଜଲେର ଉପରେ ଦ୍ଵାରା  
ସଞ୍ଚାରିତ ହେଁ ବିଶାଳ ବିନ୍ଦୂତ ପାଯ ଚେତନାର  
ପରିଧିମଣ୍ଡଳେ । ଏହି ଗାନ ମାନୁଷେ-ମାନୁଷେ ବାଁଧେ  
ମିଳନେର ଆବଶ୍ୟକ ସେତୁ, ଅର୍ଥମଯ କରେ ତୋଳେ  
ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଜୀବନ-ସାପନ । ବସନ୍ତେ ଭାରେ ନତ  
ବୁନ୍ଦେରେ ଜୀବନେ କିଛୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗ କରେ ଦିତେ ପାରେ ;—  
ସଙ୍ଗୀତେର ଆଛେ ସେ-କ୍ଷମତା । ଜୀବନେ ଆବାର ସ୍ପୃହା  
ଫିରେ ପାଯ ପରାଜିତ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର-ସୈନିକ ।  
ଥେମେ ସାଥ ହତ୍ୟାୟ ଉଦ୍ୟତ ହାତ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେଇ ତାର  
ଶିଥିଲ ମୁଣ୍ଡି ଥେକେ ଥିଲେ ପଡ଼େ ଥିଲୀର ଭୋଜାଳି ।

ମନନେର ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଗାନ ଥାଦ୍ୟଦ୍ୟବାହୀ  
ଅସଂଖ୍ୟ ଜାହାଜମଯ ସୁସଂବାଦ ବସେ ନିମ୍ନେ ଆମେ ।

ନଦୀର ଦୁକୁଳ ଛେପେ ଉପଚେ ପଡ଼େ ଦେଶୋଯାଳି ସୂର,  
ଲୋକାଯତ ଆଜ୍ଞାର ନିର୍ଯ୍ୟାମ ।—ଉଚ୍ଚାବଚ ପଥେ-ପଥେ,  
ନଦୀର ଉତ୍ତର ବାଁକେ-ବାଁକେ ଝରେ ପଡ଼େ ସୂର-ସୁଧା ।  
ପରମ ଆହୁତାଦେ ଝରେ ଘେନ ନଦୀତେ ପାଢ଼େର ମାଟି ।

পর্যালোচনা মতন গান—ভাওয়াইয়া কিংবা ভাট্টাচার্য  
প্রলেপে-প্রলেপে ভরে অনুর্বর মনের ঘৃণ্ণকা ।

নিষ্ফল ক্রমে নয়,—দীর্ঘস্থাসগুলিকে আমার  
তাই গান হতে বলি—ভাওয়াইয়া কিংবা ভাট্টাচার্য

### আবদ্ধল মাস্তান (সৈয়দ) ( ১৯৪৩ )

#### জীবনানন্দের কাক

ও কাক, জীবনানন্দের কাক,  
উড়ে তুমি এসেছো শরতে, ১৯৭০-এ,  
শাদা ভাঙা ফুটপাতে আমাদের বাড়ির সুমথে ।

এতো দিন ছিলে তো ভালো বাংলাদেশের পাঢ়াগামে  
রোজ-রোজ নীলাভ আকাঞ্চ্ছায়-চড়া উষারও অগ্রদৃত,  
ও কাক, ও রাজভিখরি,  
কেন এলে মরতে শহরে,  
কেন এলে ফের বাংলাদেশের সপ্তম দশকে,  
এসে কেন ভবিষ্যৎ-বাকসে বসলে ?

একদিন ছুকেবুকে গিয়েছিলো সব :  
আকাঞ্চ্ছা ও পরিদ্রাগ—  
ট্রামে-কাটা জীবনানন্দের কষ্ট থেকে  
গলগল রঞ্জের সঙ্গে তুমি এসেছো বেরিয়ে  
ফুটপাতে আমার সঙ্গে দেখা হতে বিনীত বলেছো :  
এতো দিন কোথায় ছিলেন ?

‘শরতের খুব মধ্যে টেক্ষ কেটে চুকে পড়তে চাই’

—তুমি জানো—

কেন্দে যায় বুকের পিয়ানো :

‘শরতের খুব মধ্যে টেক্ষ : কেটে চুকে পড়তে চাই’

সে-কথা লুকাই,

তোমাকে জিগেশ করিঃ হে বঙ্গ, আছো তো ভালো ?

—আজ, এই ঢাকা-র শরতে, ১৯৭০-এ

তাড়তে নিহত হ'য়ে বুলে আছো বৈদ্যুতিক তারে—

শরতে, ১৯৭০-এ,

ও কাক, জীবনানন্দের কাক ॥

## বুঞ্চদের দাশগুপ্ত ( ১৯৪৪ )

### মেশিন

একটা মেশিন থেকে বেরিয়ে এসোছ আমরা । পুঁথিবাঁতে  
মেশিন ভাই-বোন, মেশিন স্বামী-স্ত্রী ও মেশিন মা-বাপ  
ঘূরে বেড়াচ্ছে আজ । ওই,

একটা জাহাজ ভেসে উঠলো আবার সমুদ্রে, ওতে আসছে  
নতুন আর এক ঝাঁক মেশিন ;

তুমি চেয়েছিলে কোলের ওপর  
ছোট এক হাতের হাত নাড়া, যা আমি এতদিন কিছুতেই  
দিতে পারি নি তোমাকে,

আজ ওই নতুন মেশিন থেকে এসে, সে  
তোমার কোলের ওপর ঝাঁপরে পড়বে । এমন কি

তোমার কান্নাও

আমি দেখতে পাই না আর, শুধু শব্দ হয় ঠক ঠক,  
চোখ থেকে হাতের ওপর  
পাথর গাঢ়িয়ে পড়ে। শুধু শব্দ হয় ঠকাস ঠকাস, আর  
একা এক রোবোট হেঁটে ষায় আমাদের চারদিকে। ওই,  
সে টিপে দিছে  
সুইচ, একুণ আমরা আবার হাত-পা নাড়বো, সুষি পাকাবো,  
কাজ করবো কাজ, তারপর যখন ফুটবে মেশিনের ফুল,  
তুমি দ্রুত  
তৈরী হয়ে নিও, আমরা ঘুরে আসবো মেশিনবৌদির বাড়ি।

କାଳୋକ୍ରମ ଗୁଡ଼ ( ୧୯୪୪ )

## লেনিন জনশত্বার্থিকীর অধ্য

বেদনায় ও প্রতিবাদে আমাদের ফসলের ক্ষেত্রে উপর দিয়ে হে'টে যাচ্ছেন  
একজন মানুষ,  
আমি তাঁকে লেনিন ব'লে জানি।

ଆମାଦେର ଦୀର୍ଘ ଶତାବ୍ଦୀର ଭିତର ଦିନେ ଅବିଶ୍ଵାସ ହେଲେ ଥାବେଳା  
ଏକଜନ ମାନୁଷ,  
ଆଗି ତୀକେ ଲେନିନ ବ'ଲେ ଜାନି ।

আজ আমাদের পথে পথে কৃষ্ণড়া ফুটেছে, কৃষ্ণড়া গাছের  
অঙ্কারে দাঁড়িয়ে

আমি এই শতাব্দীকে বুঝতে চেষ্টা করি !  
আমার বলতে ইচ্ছ হয় :

‘ଲେନିନ, ଆମାଦେର ଦୈଶ୍ୟରେ ଏହି କୁଷଚ୍ଛା ଗାହଗୁଳି ତୋମାର,  
ଏହି ନିଶାନଗୁଳି ତୋମାର !’

## শামাসের আনোয়ার ( ১৯৪৪ )

এই কলকাতা আৱ আমাৱ নিঃসঙ্গ বিছানা।

কোন বিদ্রু নগৱী আমাৱ সুন্দৰ ভিতৰ জেগে ওঠে না  
ইতিহাসে কোনো অৰ্থ নেই মুড়তা ও দ্রাব্য ছাড়া  
যে নাৱী আমাকে পথে বসালো তাৱ কুৱ হাসিৱ ছাপ

লেগে আছে ইতিহাসেৰ পৃষ্ঠায়  
আৰ্মি জানি মানুষেৰ কোনো উন্নৱণ ক্লিওৱ আঁচলে বাঁধা নেই  
এই কলকাতা আৱ আমাৱ নিঃসঙ্গ বিছানা ছাড়া কোনো সত্ত্বেৰ  
অপেক্ষা আৰ্মি রাখি না  
নৱম বৃণ্টিৰ মধ্যে একান্ত দৃঢ়িখত লোকেৰ মত আমি

মাথা নৌচু ক'ৱে হেঁটে যাই  
গুলি না খেয়েও আমাৱ বুক এফে'ড়-ওফে'ড় হয়ে গিয়েছে  
ফে'সে যাওয়া হৃৎপঙ্গ দৃহাতে চেপে ধ'ৱে আমাৱ

রোজ রাতে বাঁড়ি ফেৱা  
পদধৰ্বনি মৃত্যুৰ মতন অতি গন্তীৰ বেজে ওঠে ও দূৱেৰ ফুটপাথেৰ দিকে  
চ'লে যায়  
নিঃসঙ্গতাৰ কাছে এৱকম ফিরে আসাৱ নায়ই যদি ইতিহাস  
তবে আৰ্মি নিশ্চয়ই ইতিহাস মানি  
বীতশোক অশোক বা টায়াৱ সমৃদ্ধ পাৱে কোনো প্ৰসাদেৱ খবৰ  
আমাৱ জানা নেই

আমাৱ বিছানাৰ পাশে বনলতা সেন নয় কোনো এক জলজ্যাঙ  
পাঁপিয়া বসুৱ মণ্ডকেৰ মতো দুই স্তন ও পেতে থাকে  
শক্তা তেলেৰ দুৰ্গকে বিদিশাৱ নিশা খুঁজতে গিয়েই আমি  
অপ্রতিভ হেসে ফেলি  
পায়েৱ নিচেই কুৱধাৱ রোদ, আৰ্মি বলতে পাৱি না আহা  
বাইৱে কি মনোৱম বৃণ্টি

প্রেম আৰু স্মৃতি আৰ্মি উঁড়িয়ে দিয়েছি সিগারেটের ধোঁয়ায়  
জুৱ আসে নি তবুও আৰ্মি জুৱেৰ ঘোৱেই বাঁচ  
মদেৱ ঘোৱে ভাঁড়ামো ক'রে আমাৰ দুপুৱ কাটে  
মাড়ওয়াৰিৰ দম্পতিৰ নিল'ক্ষজ সংগম দেখে ছাতেৱ ওপৱ

ৱাঁশিৰ প্ৰহৱ পুড়ে ষার

ব্যৰ্থতা ও গ্লানিৰ ক্ষুধাৱ হস্তমৈথুনেৰ সমৃদ্ধে ঝাপ দিয়েই  
আৰ্মি পুনৱায় ব্যৰ্থতা ও গ্লানিৰ নিঃসীম তটে ফিৱে আসি  
খেলা ব্ৰেড দেখলেই তুফায় আমাৰ গলা ঝলে  
পাখাৱ হক দেখলে মনে প'ড়ে ষায় সোনালি ফাঁসেৱ কথা  
এমন কি ব্লায়েৱ মৃখও চিনতে পাৰিৱ না  
মৃখেৱ দিকে তাকালে মনে হয়, কে এই মহিলা  
আৰ্মি এৱ শৱীৱেৰ অংশ ছিলাম অথচ এৱ মনে নেই,  
জানে না রোজ রাত দুটোৱ সময় আমাৰ দুচোখেৱ পাতা বেয়ে

তাৰই বুকেৱ রস্ত বৰে

মশারিৰ পাশে ঘাতকেৱ ঘতো চুঁপ-চুঁপ কে ষেন এসে দাঁড়ায়  
হাতে ছুঁৰি অনিমেৰ চোখ জুলে মৃখেৱ ওপৱ  
বৃঞ্টি আৰু কুৱাশাৰ ল্যাম্প-পোস্টেৱ নিচে বাইশ বছৱ

দাঁড়িয়ে আছি ভীষণ নিঃসঙ্গ

ঘাড় কাত ক'রে দেখে চলেছি দুঃখেৱ যত কাটাকাটি খেলা  
বৃঞ্টি আৰু কুৱাশাৰ বাইশ বছৱ এৱকম দাঁড়িয়ে থাকাৰ পৱ  
একদিন আৰ্মি ঘুমেৱ মধ্যেই খুন হয়ে যাবো  
এই বিমৰ্শ ছবিৱ নাম বানি ইতিহাস, তবে আৰ্মি নিশ্চয়ই ইতিহাস মানিন  
যে স্মৃতি আৰু সভ্যতা আমাৰ বুকেৱ বাইৱে গ'ড়ে উঠেছে

তাৰ প্ৰতি আমাৰ বুকেৱ কোনো মায়া নেই  
কলকাতা আৰু আমাৰ এই নিঃসঙ্গ বিছানা ছাড়া কোনো সত্যেৱ  
অপেক্ষা আৰ্মি রাখি না।

तिष्ठ'ल वन्नाक ( १९७५ )

ଏଥନ୍ତି ସମ୍ପଦ

ଲାଳ ଘୋଡ଼ାଟା ଆକାଶ ପଥେ ତାରାର ଆଲୋ ମାଡ଼ିରେ ଗେଛେ  
ମାଟିର ବୁକେ ଉଡିରେ ଗେଛେ ଅନେକ ଧଳୋ ।  
ବୁକେର ଭୀରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଖାମୀର ନୁହିୟେ ପଡ଼େ ସାତ ସକାଳେ  
ଶିଶିର ଭେଜା ବାତାସ ମୁହଁ ଲଜ୍ଜା ପାଓୟା ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକେ—  
ଆମରା ଉଚ୍ଚ ମେଲାମ ଠୁକେ ତୋମାର ପ୍ରଭୁ ମହାମାନ୍ୟ,  
ବିଷଣୁତାର ଚଟେଇ ଥାବୋ ଅସ୍ମେଧେର ହିବ୍ସ୍ୟାନ !

মোনার পঞ্চ, নূড়ি পাথর নগনদীর উপকূলেই,  
মগ মন্দির অধিত্যকাষ বরাভয়ের গোপন সিঁড়ি :  
শ্বেত পালকে নষ্ট সময় উক বৃক্কের রস্ত মুছেই হাসবে হাতিবা !

তখন তুমি ইট পাথরের নকল স্বর্গ রক্ষা কোরো—  
প্রভু, তোমার সমর্পণের নিশান ওড়ে !

বৃক্ষের মধ্যে ভোর কুমারা—এখনও তো সময় আছে  
প্রভু, দশদণ্ডে লাল সূর্য ওঠাব !

ପ୍ରଫୋପ ଜ୍ଞାନାଚୌଦ୍ଧୁକୀ ( ୧୯୪୨ )

असुधी मातृ

କିଛୁ କିଛୁ ଅନ୍ଧ ଆଲଗୋହେ ତୁଳେ ରାଖି ଉଚୁ କୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତିତେ  
ହରେକ ବ୍ରକ୍ଷମ ଛବି ଗୁହ୍ନେ ରାଖି ବୁକେର ତିନ ଥାକ ଗଭୀରେ

দিনের বিশেষ কয়েকটাক্ষণ আলাদা করে সীরিজে রাখি  
 পুরোন প্যাণ্টের পকেটে  
 ঠিক সময়ে ঠিকভাবে সাজিয়ে নিতে পারলে  
 তোমার আসার দিন আজও উৎসবের নহবৎ বসে  
  
 পৃথিবীকে ভাগ করলে তিন কিঞ্চি জল  
 আর এক ভাগে থাকে শুধু শস্য শ্যামলিমা  
 ভালোবাসাকে ভাগ করলে তেমনই সাড়ে তিন ভাগের বেশী দুঃ  
 আর ভগ্নাংশের সুখ  
 তবু দুঃখের টুঁটি ধরে আছি নশো নিরানন্দই জন্ম  
  
 দিক্ষুন্ত নাবিকের ঘন্ট হাত যেমন সমুদ্রের পাড়ে  
 নিশ্চিন্ত আগ্রহের খোঁজে সন্তর্পণে নোঙর নামায়  
 এ জন্মের সোনালি ষল্পণা তেমনই রক্তের গভীরে নেমে  
 সূনিপুণ দাম্পত্য বাড়ায়  
 অথচ কবিতার প্রতিশব্দে দীর্ঘদিন তুমি ঘর বেঁধে আছ  
 তাইতো সুখের মতো সুখ পাবো বলেই  
 আর্মি বহুদিন অসুখী মানুষ হয়ে আছি

### ব্রজ চাটোপাধ্যায় ( ১৯৪২ )

অবিনাশ এবং আরো

ঘরে বইয়ের শূলু—গাঢ় অঙ্ককার  
 দেয়ালের এক কোণে তার বাবার ছুঁড়ি  
 তার মনে পড়ে হাঁস খুশির খোলা পাতা  
 বাটিতে মুড়ি পাশে বেড়াল  
 মাদুরে বসে মাথা-থেকে-পা কাপড়ে মোড়া  
 যেন পাশ-বালিশ—পাশে রোদের মাদুর

অপূরে ভাত বসিয়ে শাক কুটছেন মা :  
 এখন গাঢ় অঙ্ককার চোথে  
 বাড়িতে ট্র্যাস্পোসার আইনের ভয়ে রোদ ঢোকে না  
 দেয়ালে মায়ের ছবি  
 বাইরের দেয়ালে শেলাগানের ছবি ;  
 কালকে যেন স্বন দেখতে চাও  
 ভাগ্যবাবু আসছেন একা বাস চালিয়ে  
 ঠিক তখন সুম ভাঙে  
 মাদার ডেয়ারীর দৃধ হাঁকে—হাঁকে সাথে তার  
 আরেকজন চেয়ারে নতুন বেত লাগাবেন কেউ  
 এস অবিনাশ দেখছ নতুন ধারালো ব্রেড এল বাজারে  
 শাফিং-এর ছবি সমুদ্রের ধারে  
 অবিনাশ—বইয়ের শৃণু—অঙ্ককার  
 সেই ভাগ্যবাবু বাস চালিয়ে...আর...।

**ৱথোন (সেনগুপ্ত ১৯৪২)**

### **প্রতিষ্ঠাতি**

যারা বলেছিল হাতে তুলে দেবে আলোর ফুল  
 এখন তারা কোথায় ?  
 এই অবেজার  
 করতলে ‘ব’রে পড়ছে অঙ্ককার,  
 ‘প্রতিষ্ঠাতি প্রাতিষ্ঠাতি’ ধর্মি তুলে ছুটে যাচ্ছে হাওয়া ।

কারা ঐ গোলাপ-বাগানে  
 সুন্দর খেলায় মেঠে  
 একেক ধারায় নিচে তুলে মাংস একতাল  
 শুকনো জিভে চেটে নিচে মূল দ্বাক্ষারস

ଆତରଜଳେ ମୁଖ ନିର୍ଛଦ୍ଧ ଧୂରେ  
ନରମ ତୁଲୋର ଓମେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ଦିଯେ  
ଫୁଲେ ସାହେ ଅତୀତେର କଥା ?

ଏହି ଅବେଲାଯ  
'ପ୍ରୀତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରୀତିଶ୍ରୁତି' ଧରିନ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ  
ଛୁଟେ ସାହେ ହାଓଯା... .

### ମହାଦେଶ ଆଚାୟ' ( ୧୯୪୪ )

କରଦ୍ଗର ରାଜାର ହାଜାର ଛେଲେ

କାଜ ନା କରାର ଅପବାଦେ ନିର୍ବାସନେର ବ୍ୟବହାର କରିଲେନ  
ଅବୀଣ କରେକଜନ ସମାଜବିଦ ।

ଲାଙ୍କିଯେ ଚୁରିଯେ ଆମରା ସବା ଭାଲମାନୁୟ,  
ଆପନାରା ସବାଇ ଜେନେ ଧାନ  
ଆମରା ଏଥନ ଆର ବସେ ନେଇ ;  
ଅତି ସନ୍ଧ୍ୟାଯ ଭୂତନାଥ ମଳିଦରେ  
ବାବା ଡୋଲାନାଥେର ନାମେ ଆଜ୍ଞା ବସାଇ  
କଥନୋ ପି. ସି. ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୋକାନେ  
ତାଗ୍ୟଗଣନା କରେ ରହୁଧାରଣ କରି  
ଏବଂ ଗାଜନେ ବାବାର ଭର ହଲେ ଜେନେ ନେଇ  
ମାଦେର ବିଶେର କୁଶଲବାର୍ତ୍ତା ।

ଆମ ନାକ ଜଳ ଭରେ ଥେତେ ଜୀବି ନା ;  
ଆପନାରାଇ ବଲ୍ଲନ, ଜଲଭରା କି ଆମାର କାଜ ?  
ଥରେର ଦରୋଜା-ଜାନାଲା ବନ୍ଦ କରେ ଅଶ୍ରୁପାତ କରି  
କେନନା  
କାନ୍ଧା ଆମାର କୀଦାଯ  
ବଣ୍ଣନା ବଣ୍ଣିତ କରେ ଆମାର ସରଳ ହୃଦୟ ।

আমরা এখন আর বসে নেই  
 বিপ্লবের খজা নিয়ে পুলিশকে টেঙাই  
 খুনি আসামীকে নিয়ে সিনেমা করি  
 জনজাগরণের মন্ত্র গায়ত্রী হয়ে যাই এবং  
 বন্ধুদের বদলে প্রতিবন্দী হয়ে  
 ভিক্ষে চাই দয়া করো, মহানৃত্যবতা...  
 এবং...  
 এবং...  
 আপনারা সবাই জেনে যান  
 আমরা এখন আর বসে নেই  
 বেকারত্ব সূচিয়ে—সূর্যসাধনায় মৌনী

### পঞ্জ সাহা ( ১৯৪৬ )

#### জাতক

মানুষকে মানুষের কথা বলতে দাও  
 সে কথা সর্বসাগর  
 মানুষকে খুলে দিতে দাও  
 দু-হাত মানুষের জানালা  
 ওপারে সবুজ ডালে বসে আছে  
 তোরের প্রথম পাঁথ  
 একটি ফুলের ওপর এসে পড়েছে  
 ধানরঙা রোদ  
 বনচ্ছবি উঠেছে মানুষের ক্ষেত্র  
 সমৃদ্ধ পাহাড়ে আহা  
 সুরছে একটি গান  
 মানুষকে মানুষের কথা বলতে দাও ।

ও কথা বলুক নিজের স্থানে  
 নিজের হাতে উঠিয়ে দিক  
 ঝকঝকে ডানার পাখি  
 আলোর রাখী বেঁধে দিক  
 সীমান্ত পেরন্যে পথে  
 মানুষকে মানুষের কথা বলতে দাও ॥  
 ওই যে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে  
 দু হাত বাঁড়িয়ে মানুষ  
 উক্তাল সমন্বে ভাসছে  
 দুরস্ত মানুষ  
 মাটিতে বুনছে কবিতা  
 মানুষ  
 বাতাসে ছোঁয়ালো সোহাগ  
 মানুষ  
 দেখা হবার ভোরে  
 দুয়ার খুলে দিলো  
 মানুষ  
 মানুষকে কথা বলতে দাও  
 মানুষকে ভালোবাসার কথা বলতে দাও ॥

**সুশীল পাঁজা ( ১৯৪৬ )**

হেঁটে যাব গ্রামের শৰীরে  
 আমি ধূর্ত মানুষের বুক ছিঁড়ে দেখাবো সেই হিস্তা  
 শোনাবো মানুষের কথা  
 দৃঃখের ঘন্টগা অনেক ঢোখের জলে ভিজছে মানুষ  
 গ্রামের উঠোন

উঠোনে ছড়াবো আগুনের ফুল  
 ফুলের বিচ্ছ ইতিহাস  
 নদীতে ভাসাবো মৌকো  
 কৃষকের শুক্র মাঠে ওড়াবো আমি  
 পাঁখদের সবুজ আকাশ  
 আমি চোখের জলে কাঁদাবো না আর  
 মানুষের কংকাল সংসার  
 জৈর্ণ বালকের হাতে তুলে দেবো রঙিন মুঢ়ি—  
 সাগরের পর্বত জ্যোৎসন  
 এটুকু—আমার হৃদয় আমার বিরাট বাসনা

শিশু ও মায়েদের বিষণ্ণ শরীরে  
 এনে দিতে পারি  
 সেই ফুলের বাগান আটপোরে খড়ের চাতাল  
 এভাবে আমার শরীর নিয়ে আমি  
 হেঁটে যাব গ্রামের শরীরে...

### তপন বাল্দোপাধ্যায় ( ১৯৪৭ )

বালক - পৃথিবীর গন্ধ

পচা সেই ডোবার কাছাকাছি জেগে থাকে বালক-পৃথিবীর গন্ধ,  
 শেওলা দু'হাতে সরিয়ে প্রথম জেগে ওঠবার মতো শিহরণ সেই মাটির  
 যেন ভিজে চুল এলানো নারীর সিনঝু হওয়া সহাস্য সকাল ;  
 উদ্ধৃতের জন্ম নেবার মতো ইচ্ছা জাগে, কাঁটপতঙ্গের সেই ভাসতে থাকা সংসার  
 আশ্রম খুঁজে পেয়ে মানুষ-মানুষ খেলবার অনৰ্ভিজ্ঞ প্রয়াস

সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে ; শোনা যেত সঙ্গ্যায় “বিঁধা” পোকার গলাসাধাৱ রেওয়াজ  
 আজও শোনা ষায়, তাৱ ঠোটেৱ ডগায় লেগে থাকে বালক-পৃথিবীৱ গংথ  
 পচা ডোবাৱ কাছাকাছি ভাৱ সাৱা সম্প্যা স্বীকৃতি রোমহৃন  
 বায়ুবাহী ফুল ও বৈজেৱ কোটি বৎসৱেৱ উদ্বিদ-উদ্বিদ খেলা--

### সুৱত কন্দ ( ১৯৪৭ )

#### ডানার গুঞ্জৱন

বাড়িতে থাকি আৰ্মি আৱ বুড়ো দেয়াল ।  
 দেয়াল কিছু গল্প বলে আমাকে  
 সমস্ত আকাশ অক্ষকাৱ হয়ে আসে  
 আৰ্মি বুড়ো দেয়ালেৱ চুলেৱ মধ্যে ঢুবে যাই ।  
 দুই শাদা পৰৌ গাছেৱ মাঝখান দিয়ে  
 ধীৰে ধীৰে গাছেৱ ভিতৱে চলে গেল ।  
 কোথাও কেউ কাঁদছে  
 আৰ্মি কোনোকালে সে-জবাৰ পাইনি ।  
 একবাৱ সেই পৰৌদৈৱ

\*                   ডানার গুঞ্জৱন শুনোছি  
 একবাৱ ভেবেছি  
 গাছ, তুঁমি ষণ্ঠি সত্যকালেৱ গাছ,  
 আমাকে আশ্রয় দাও তোমাৱ মধ্যে ।

## আত্মজিং ঘোষ ( ১৯৪৮ )

অঙ্গুভবমালা।

সি'ড়ির

ধাপে

ধাপে

নীচে

নেমে

দৈর্ঘ্য

কেউ কোথাও নেই ; দক্ষিণের ফুলের বাগানে

ছায়া-উপছায়ায় জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে

সনাতন যৌন সম্পর্ক'ত

সবুজ ঘাস

শাদা শিশির ;

কেউ ওদের দেখতে পাইন ; ওরা সরে ছিলো অন্তরালে

দ্ব'জনের একই কথাগুলি আলাদা সূর, ভিন্ন গানে

বিভোর হয়েছিলো ।

নক্ষত্র জগতের শব্দহীন ফুটে ওঠা দেখে

মহাজাগরিক নীলিমার ধৰ্বনি শুনে

আমি বুঝি

ফুল হয়ে ঝাবে আমাদের উচ্চাকিত হাসি ;

আয়ু-ভূক নশ্বরতা

নষ্ট করবে ক্ষণজন্মা প্রেম

আমরা হাঁরিয়ে যাবো ভুল নীলিমায়

সবুজ ঘাস শাদা শিশির

দুলে দুলে এই কথা বলে

সি'ড়ির

ধাপে

ধাপে

নীচে

নেমে

দৈর্ঘ্য

কেউ কোথাও নেই ; দক্ষিণের ফুলের বাগানে

আমি একা...

## শ্যামলকান্তি দাশ ( ১৯৫৪ )

### ব্যাঙ

নীলাভ শ্যাওলা মেথে বসে আছে দুটি ব্যাঙ  
 অশথের ছদ্মাস্তলে—  
 এ ভরা বাদরে ষদি ব্যাঙ বলতে স্পষ্ট হয়  
 তালকানা লোক  
 মানে প্রতিক্রিয়াশীল, হোক তবে তাই  
 পেছনে সমাজ নাই, শশাভিত্তি কচুবন, সজ্ঞানে ষষ্ঠীবৃত্তি  
 এখনো বিউড়ি  
 নেড়ামৃড়ো ভাঙা ঘর  
 ঠুলিহীন ব্রেবতীরমণ বসে তারই 'পরে গৃড়গৃড়ি টানছে—  
 দোল খাচ্ছে ফাটা ঘেঘে মড়াখাকী বাঙ্গপাখি  
 বর্ণচোরা কুমুদবাঙ্ক  
 এদিকে যে লাইটহাউস ভেঙে দষ্টিগলিত  
 বিকুরগাছির অই দুটি ব্যাঙ মেসোপটেমিয়া ঘাবে  
 সমাজ আনতে  
 এই শাওয়া শাস্ত্রসম্মত  
 উহারা থাকুক সুখে, উহাদের ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক ।

## সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় ( ১৯৫১ )

রোদ উঠছে চলো যাই  
 মাঠের ও প্রান্তে কারা ডাকলো,  
 রোদ উঠছে চলো যাই  
 বুনো মোষ ধাস থেকে ঘুথ তুলে  
 মাথা নাড়লো, চলো যাই

নদী তার কবেকার চলা বন্ধ করে

ডেকে উঠলো, চলো যাই

চলো যাই চলো যাই,

হেকে উঠলো পুরনো বাতাস ।

লাল লোহায় উদ্যত হাতুড়ি

হেসে বললো, চলো যাই

ধাঢ় থেকে মাটিতে নেমে

লাঙলের তৈল ফাল মাথা নাড়লো, চলো যাই

ঘরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে দোখ

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হাসছে ভোরের রোম্দূর

জামা গেঁজি চটি ছাড়াই

আমি তার গলা ধরে দৌড়ে যাই প্রাঞ্চের দিকে ।

কল্পণা প্রসাদ ( ১৯৫২ )

ইদানীং

ভাবছ কি

এক পা এগোই না

শুধুই পিছনে দু পা চালি ?

জানো না কি

আবাহনেই আমরা হাঁড়ি-কাঠের বলি ;

নাগরিক নব্যশ্বাস টেনে

দিনে দিনে

বড়ো জোর আমরা হতোয়ী, আলালী !

আর কোথায়ই বা ঘূরি

হাজঙে, হাওরে, তিণ্টায় করোতোয়ায়,—

থেঁয়েছি কি বিমি বাতাসা শালি চিঁড়ে আর মুড়ি ?

জাগরণ হাওয়াৱ  
 জেগে জেগে কেমন ঘুমাই—  
 শুনতেও পায় না সোনা ভাই  
 নাইওৰ যেতে ছোট বোন কাঁদে দূৰে—  
 দূৰে আমৱা সবাই  
 দূৰে দূৰে—  
 (ইঁজি চেয়াৱে  
 বসে ভাবি, বুৰ্বি কৰিতা কেউ-ই না পড়ে)  
 ব্রাহ্মণ্য প্রলোপে  
 আৱ ইঁরিজি লেপে  
 বেশ তো বাইশ জন সুখে নিদ্বা ষাই,  
 মাঝেৱ ছেঁড়া কাঁথা, আৱ—  
 একটু-সৃষ্টিৰ চেতনায়—  
 মাঝে মাঝে সেই দূৰে ষাই  
 সোনাবোনেৱ হাতেৱ সেলাই  
 .ইদানীঁ সঘনে রাখি সংগ্ৰহশালায় ।

মন্তেহল তা চট্টোপাধ্যায় (১৯৫৪)

### ধাৰাবাহিক

এখনো সে কথা হয়নি সেভাবে বলা :  
 সে কথা বলতে কেন যেন বিধা জাগে,  
 পলাতক তিথি তবুও গেল না ভোলা  
 একটি সৃষ্টিৰ দুৰ্বল অনুৱাগে ।

কাকলি-মুঞ্চি নিৰ্জন বনভূমি  
 মনে পড়ে পাশে নদীটিও কঙ্কণা,

ପ୍ରଥମ ଆଲାପେ ଦୁଟି କରତଳ ଚୁମ୍ବ  
ରୁଙ୍କ ଆବେଗେ ବଜେହିଲେ ‘ଭୁଲବ ନା ।’

ରାଷ୍ଟ୍ର ନିବିଡୁ ଶୈବାଳ-ସୈକତେ  
ମହାଶୂନ୍ୟର ଗ୍ରହ-ଗୁଲ ଚର୍ଚେ ରଯ୍,  
ଆବେଶ ଜଡ଼ାନୋ ଅନୁଭବ କୋନମତେ  
ପ୍ରାଣ ଚମଳନେ ଥେର୍ଜେ ତାର ଆଶ୍ରୟ ।

ରାଙ୍ଗ ଚେତନାର ନିତ୍ୟ ଉପମା ହୋଇଥି  
ସଂବେଦନେର ଫୁଲ ଫୋଟେ ମନେ ମନେ,  
ସୁଧା-ସୌରଭ ନୀରବ-ସୂରଣ-ମୋହିଥି  
ଏକଳା ପ୍ରହରେ ଭେଦେ ଆସେ କ୍ଷେତ୍ରେ ।

ତାଇ ବଲାଛି ଯା ବଲିନ ଅଙ୍ଗୀକାରେ  
ଦୁଷ୍ଟିଓ ଧରା ପଡ଼େନ ତୋ ଇଶାରାଯ,  
ଶୋପନେ ହନ୍ଦୟ ଶ୍ରହଣ କରେଛେ ଯାରେ  
ଅଧୀର ପ୍ରକାଶେ କବେ ତାର ଆସେ ଯାଇ ।

ମୁକୁଟେ ତୋମାର ମଣି-ଗୋରବ ଜ୍ଵଳେ  
ବୁଝିବ ମନେ ନେଇ ସେଇ ରାତ ସେଇ ନଦୀ ?  
ଏତ ସହଜେଇ ଜୀବନ କି ତବୁ - ଭୋଲେ  
ଦାନେର ଦେନାଯ ଆସ୍ତା ବିକୋଳ୍ପ ସାଦି ?

ଆসଲେ କୌଣସି ଭାବିନି କଥନୋ ତା-ଓ  
ମନେ ହୋଲ ତବୁ ଅପଳକ ଅଗୋଚରେ,  
ଆବାର କଥନୋ ଶୁଖୋଶୁଖି ସଦି ଚାଓ  
ତାର ଆଘେ ସେଣ ଦୁ ଫୋଟା ଅଶ୍ରୁ ଝରେ ।

ଫାଉଦ ହାଥଦାତ୍ର ( ୧୯୯୯ )

## যতৌন বাগচীর চাঁদের মতো

যতীন বাগচীর টিম দ্বিতীয় বাগান ছেড়ে আমাদের ছাদের কার্নিশে উঠে এলো।

—লোড শেরিং-এর দিনে মাঝে মাঝে এইভাবে উঠে আসে, তখন

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মনচিত্রে কবিতার হলস্তুল, তখন

যতীন বাগচীর চাঁদ নয়, আসলে আমি দু'টি শালিক একত্রে  
দেখবো ব'লে পৃথিবীর সমস্ত অলিঙ্গল ঘূরে বেরিয়েছি ।  
একবার ভূবনেশ্বর থেকে ফিরছিলাম । হঠাৎ ট্রেন থেকে ক্লপনারানের  
কুলে লাফিয়ে পড়লুম—  
এ নশ্বর জল আদৌ সত্য কি না, আমি দেখে নিতে চেয়েছিলাম ; কিন্তু  
বালিরেখায় পাখির মাংস আর শিকারী মানুষের পদচিহ্ন দেখে  
আমাকে অবাক ফিরতে হয়েছিল ।

ଫିରାଇଲାମ । ମାତୃଜୀବରେ ମତୋ ଅନ୍ଧକାର, ସନ କୁଳାଶା—  
କୁଳାଶାର ପର୍ଦା ଛିନ୍ଦେ ଆମାର ଯାହା ତଥନ ପୂର୍ବଦେଶେ, ଆର ଏହି  
ଚୋଖେର ତାରାମ ସତୀନ ବାଗଚୀର ଚାଁଦେର ମତୋ ଉଠେ ଏଲୋ  
ଅରୁଣ୍ଡତୀ ନାୟି ଏକଜନ ଭାବହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମାର  
ଗହେର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦରୋଜା ତଥନ ହାଟ କ'ରେ ଖୋଲା ;—ନା,  
ମେଖାନେ କୋନ ଦୁଇଟି ଶାଲିକେର ପଦଚିହ୍ନ ପଡ଼େଇନ କଥନୋ !

ବ୍ୟକ୍ତ ଚକ୍ରବତୀ (୧୯୫୯)

କଥା ଦିଲ୍ଲୀ

সৌমেন ভয় পায় সীমা আশ্চর্ষ করে  
সীমা আঙুলের নথে এককণা ভবিষ্যৎ তুলে এনে  
বিধাশ্রম হয়, জোরালো আঙুলের ধাক্কায় তাকে ছুঁড়ে ফেলে  
সৌমেন স্মৃতির গলায় সময়ের সার্জ'রির গভপ ব'লে যায়।  
দু'জনের কাকুরই রক্তে এমন যুক্তজ্ঞের ছবি নেই যে  
নিষ্ঠ'ধায়, একে-অন্যের অস্তিত্বের ওপর সে'টে দিতে পারে;  
কিন্তু এ-ওকে শুন্মুক্ত করার সময় দু'জনেই শক্তিমান;  
অদ্বিতীয় শুক্রতায় এ-ওর শৃঙ্খল ছিঁড়ে, ছেনে, মুক্ত ক'রে দেয়।

পূর্ণবীর সমস্ত গাছের মতন ওদের নিজস্ব এক গাছ আছে  
 ওদের অজস্র, অনর্গল কথায় সংস্কৃত রূপ নিয়ে  
 সেই গাছের তলায় কিছু কিছু নূড়ি পড়ে আছে।  
 দু'জনেই রক্তে-নির্হিত টৈশ্বরের অভিপ্রায় জেনে, ছড়ানো নূড়ির  
 মাঝখানে বসে, কথা বলে, হাসে, কথা দিয়ে সময়ের কালুকার্য করে।

সৌমেন শুরু করে, থাগে, সীমা শুরু করে;  
 সীমা ঘূর্খরিত হয়, থামে, সৌমেন শুরু করে;  
 কথায় কথায়  
 ভারী-হওয়া জীবনের ভার দু'জনেই এইভাবে ঘৃঙ্ক ক'রে যায় !

### জয় (গোস্বামী ১৯৫৬)

চান্দ

প্রেতের ফ্যাকাশে মৃথ দেখা দিলো বৃষ্টি থেমে যাওয়া ভোরবাতে  
 রাত্রিকে একবার যদি ধারালো সূন্দর হলৈ বিদ্যে তুলে নিয়েছিলে  
 প্রকাণ্ড ভিরুল  
 তাহলে এক্ষণি কেন ডানা থেকে ফেলে দিলে তাকে ? ওই অত  
 উঁচু থেকে  
 সে নিচে পড়ছে হুহু বাতাসের মধ্যে আমি সারারাতি ঘুমোতে পারি নি  
 সে নিচে পড়ছে টুকরো বৃষ্টিরা দুর্দিক থেকে সরে যাচ্ছে মারাঠা দুর্গের  
 মতো বাঢ়ির নিমুম চিলেকোঠা

ফেরায়নি গোমড়া মৃথ একবারও তলা থেকে, তবু তার ভাঙা ভাঙা  
 আলিসায় উঠে  
 নরক ফিনফিনে সাদা উড়ুনিটি পেতে দিলো হাওয়া ও আকাশ থেকে জলে  
 এত সুরাবাত্প তবে কোথায় পালিয়ে ছিলে এতদিন ? আমি  
 ষথন উচ্চভদ্রপে জলাজলের মধ্যে থাকতাম তুর্ম ছোটো কলসি করে মদ  
 আমার পায়ের কাছে ঢেলে দিতে, ঢেলে দিতে সামনের জলার মধ্যে  
 তার নিচে কচ্ছপরা ঘুমোতো—

তাদের খোলায় ষত কাটাকুটি আঁমি সব পড়তে পারতাম  
আমার পাতারা খেতে ভালো কিনা সেকথা নরক লিখে রেখেছিল  
অন্য সব গাছের কাছে  
যেসব গ্রহণ ছিল বায়ু-হৈন আঁমি রোজ অঙ্গীজেন ‘পাঠিরেছি

তাদের সবাইকে, আজ স্বষ্টি থেমে যাওয়া ভোররাতে  
প্রেতের ফ্যাকাশে মৃথ ভেসে উঠতে চেষ্টা করছে, হালকা চাদর দিয়ে তার  
সারাদেহ ঢাকা তাও হাওয়াতে মেশানো দুই পায়ের ঝটকায়  
মাঝে মাঝে যেব ছিটকে বেরোতে পারছিল, ওই মারাঠা দুর্গের মতো বাঁচি  
আটকে দিলো তাকে, বলো সুরাবাঞ্চপ, তোমার ষা-কিছু

ধাতু, হাওয়া বা আগুন  
আগে তুমি সব গিয়ে বলে দিয়ে আসতে না চুল্লীর উত্তাপে ?

আমাকে একদিন মাঝ যেতে দিয়েছিলে ওর কাছে আর

সারা গা বলসে গেছে কিভাবে আমার  
আঁমি শৃঙ্খ জানতাম। শরীর পোড়ার সেই হ-হ- জ্বালা

একবার মাঝ এসেছিল  
আজকে আকাশে জলে নিজেই বিছিয়ে গেল ষে-মৃদু নরক

বলো ঠিক, কখনো দ্যাখোনি তুমি এমন শুঙ্গার !  
দ্যাখোনি ভিমরূল, ধার ধারালো সূন্দর হ-লম্বথে

রাত্রি এসে বিংধে গেছে, এবং আনন্দে কাতরে উঠেছে নিজেই  
হোক না একবার—তাও সেই কথা মনে করে আজ আমার সারাদেহে রোম  
দ্যাখো দাখো, দীর্ঘিয়ে উঠেছে। তুমি উন্নিদ কছুপ কিংবা

নরম পতঙ্গরূপে আমাকে স্টিট করে নাও  
আর যদি পুরুষ করো তাহলে বনের মধ্যে চলে গিয়ে রাত্রিবেলা

তোমার নরম পেটে মাথা রেখে শোবো  
তোমার থাবার স্বন্ধন ছাড়া কিছু দেখবো না, ভেবে যাবো

কখন বসাবে দীত আমার কঠায় !  
আমার নজীর রক্ত যদি টেনে নাও, ক'পবো, যদি রাজি থাকো

তবে মতে ‘নেমে দেখবো একবার  
নাহলে আবার ওই মারাঠা দুর্গের মতো বাঁচির শিখরে  
আমার ফ্যাকাশে মৃথ দেখা দেবে কাল

